অরিন চৌধুরীর কাউন্সিলর হিসাবে শপথ গ্রহন
পৃষ্ঠা ২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
11 January 2024, Thursday, 7th Year, Issue 356, 40 Pages

প্রথম মানুষ হিসেবে বিস্ময়বালক গিবসনের টেট্রিস জয়
পৃষ্ঠা ২৯

১১ জানুয়ারী ২০২৪, ২৭ পৌষ ১৪৩০, ২৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৬, পৃষ্ঠা: ৪০

অদ্ভুত নির্বাচনে গণতন্ত্রে শেষ পেরেক

দ্বাদশ নির্বাচন

একতরফাভাবে এবং নিজেরা-নিজেরা নির্বাচন করে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক বলে অনেকে মনে করছেন ।

তানভীর সিদ্দিকী

আরও একটি অদ্ভুত ও অমানিশার এক নির্বাচন দেখেছে বিশ্ববাসী। নিজেরা নিজেদের মধ্যে সিট ভাগাভাগি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ অনেকটা নিলর্জ্জ বলে মনে করেন অনেকে। ভোটার বিহীন কেন্দ্রে শেষ মুহূর্তে জাল ভোট দিয়ে ব্যালট পেপার ভর্তি পুরো নির্বাচনকে আবারো হাস্যকর করে তুলেছে। তারমানে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ইতিহাসের পাতায় "বিশেষ ভাবে" উল্লেখ থাকবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্লেষক ড. আসিফ নজরুল বাংলাদেশে ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিনটা ভুয়া নির্বাচন হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, রাজনীতি। বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কারণ এ ভুয়া নির্বাচনের কাফফারা সবাইকে দিতে হবে"। এবারের নির্বাচন দেখে অনেকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার একতরফাভাবে নিজেরা নিজেরা নির্বাচন করে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক মেরেছে।

আসলেই কি ভোটার বিহীন নির্বাচন হয়েছে? যদিওবা নির্বাচন কমিশনার বলছে ৭ জানুয়ারি ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, কত শতাংশ ভোট পড়েছে তা নিয়ে চিন্তা নয় চিন্তা হচ্ছে সুষ্ঠু হয়েছে কিনা। আওয়ামী লীগের আমন্ত্রিত কিছু সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষক ছাড়া কেউ বলেনি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য পৃথক বিবৃতি দিয়ে বলেছে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য এবং অবাধ হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো প্যাসিফিক ইস্যু নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী বাংলাদেশের সাথে। এদিকে, বুধবার রাজধানীতে এক বিজয় উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জিয়াউর রহমানের অবৈধ নির্বাচন নিয়ে যারা কখনো কথা বলেনি,আজ যখন সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে, জনগন নিজের ভোট নিজে দিতে পারছে, তখন তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তা সবার জানা। তবে যারা বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্র ঘুরেছেন তারা দেখেছেন ৭ জানুয়ারি কী হয়েছে।

এ প্রতিবেদক নির্বাচনের দিন দুপুর তিনটার পর রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকার একটি কেন্দ্রে পরিদর্শন করে ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। কেন্দ্রটিতে ঢুকতেই হাতিরঝিল থানার এক সহকারী দারোগা এই প্রতিবেদকসহ অন্যান্য সাংবাদিকদের গেটে আটকান। পুলিশের বক্তব্য, তার অনুমোদন নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকতে হবে। এক পর্যায়ে পুলিশ ঢুকতে দিলেও কেন্দ্রের ভিতরে গিয়ে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা কর্মীরা বিভিন্ন ভোটারের (যারা ভোট দিতে আসেন নি) স্লিপ এনে দেদারছে জাল ভোট দিচ্ছে। এভাবে দেশের বেশিরভাগ সিটে ভোট হয়েছে। যেই সব এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শক্ত ছিল সেখানে কিছুটা অবাধ নির্বাচন হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এবারের এ নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে স্বতন্ত্রদের জয়। এ জয়ের কারণে ওই সব আসনে ভোটার গেছে। তবে অবাক বিষয় হচ্ছে ২০০ আসেনর বেশি আসনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন আসনে ভোট পড়েছে বেশি। তারমানে জাল ভোটের সমারোহ।

যে ৬২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন, এর ১০টিতে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটার উপস্থিত ছিল। আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত ফরিদপুর-৪ আসনে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি ছিল ৬০ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে স্বতন্ত্র জেতা বেশির ভাগ আসনে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়েছে। কুড়িগ্রাম-২ আসনে ২৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ, রাজশাহী-২ আসনে ২৬ দশমিক ৫৬ ভোটার উপস্থিত ছিল। ময়মনসিংহের ৬টি আসনে স্বতন্ত্র জয়ী হয়েছেন। চারটিতেই প্রদত্ত ভোটের হার ৩০ শতাংশের কম। জাতীয় পার্টির জেতা ১১ আসনের আটটিতে ভোটের হার ৩৫ শতাংশের কম। চাঁদপুর-৪ আসনে নৌকা পেয়েছে ৩৬ হাজার ৪৫৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র ঈগল পেয়েছে ৩৫ হাজার ৪২৫ ভোট। এত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইও ভোটার টানতে পারেনি এখানে। মাত্র ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। চাঁদপুর-১ আসনে ৯২ শতাংশ ভোট একাই পেয়ে জয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশ না থাকলেও এ আসনে ৫০ শতাংশ ভোটার ভোট

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে ভোটারের জন্য অপেক্ষা। ছবি: সংগৃহীত

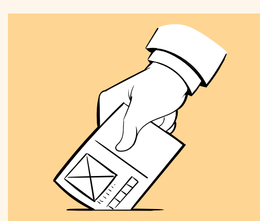

- ২০০'র বেশি আসনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা।
- আওয়ামী লীগের আমন্ত্রিত কিছু সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষক ছাড়া কেউ বলেনি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

দিনের ভোট রাতে দিয়েছে বলার সুযোগ এবার নেই

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'নির্বাচনে রাতে ভোট দিয়েছে, দিনের ভোট রাতে দিয়েছে, ভোট কারচুপি হয়েছে—এসব বলার কোনো ক্ষমতা নেই।'

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের নিবন্ধ

শেখ হাসিনার কাছে পরাজিত বাইডেন

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের জনগণ আগামী রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে যাচ্ছেন। এ উপলক্ষে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় নানা ধরনের মতামত ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল বাইডেনের 'ডেমোক্রেসি প্রমোশন'-এর সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ শিরোনামে মতামত লিখেছেন সদানন্দ ধুমে।

তিনি লিখেছেন, বিএনপির নির্বাচন বর্জনের কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ কোটি জনসংখ্যার মুসলিম

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ভোটের ফল নির্ধারিত হয়েছে উচ্চপর্যায়ের টেবিলে: মঈন খান

ঢাকা অফিস

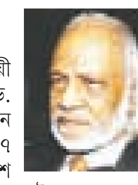

মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, '৭ জানুয়ারি দেশে কোনো নির্বাচন হয়নি। ভোটের ফল সব নির্ধারিত হয়েছে ঢাকার একটি উচ্চপর্যায়ের টেবিল থেকে। কে কত ভোট পাবে, কে কে নির্বাচিত হবে সবই নির্ধারিত হয়েছে। এ রকম ভুয়া নির্বাচনে সরকার সংসদকে কুক্ষিগত করেছে।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে সকালে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মূল ফটকের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন নেতাকর্মীরা। ২৮ অক্টোবর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

পরাজিত এমপিদের নির্বাচনে কারচুপি অভিযোগ

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগ এনেছেন অংশ নেয়া বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। সদ্য সাবেক সংসদ সদস্যদের যারা পরাজিত হয়েছেন তাদেরও কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেছেন। নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দাখিল করেছেন কেউ কেউ।

পরাজিত হওয়া এমপিদের কেউ বলছেন, মৃত ব্যক্তিদের ভোটও কাস্ট করা হয়েছে। আবার কেউ বেআইনিভাবে ভোট গণনা ও ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করার অভিযোগ এনেছেন। এ ছাড়া সুবিধাভোগীর কার্ড আটকে রেখে অন্য প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, প্রশাসনের অসহযোগিতা, পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো ও ভোটের হার বেশি দেখানোর অভিযোগ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জাপার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় পার্টিকে (জাপা) খাদের কিনারে নিয়ে এসেছে। ২৬ আসনে ছাড় নিয়ে ভোটযুদ্ধে নামা শীর্ষ নেতাদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ১১ আসনে জয় তাঁদের গভীর হতাশায় এবং নেতৃত্বকে ফেলেছে বেকায়দায়।

জাপার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, দীর্ঘদিন 'সমঝোতার রাজনীতি' ও জনমুখী কর্মসূচি না থাকায় দলটি ধীরে ধীরে জনসমর্থন হারিয়েছে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ভরাডুবিই এর প্রমাণ, যা একসময় বড় দল হিসেবে পরিচিত জাপার ভবিষ্যতের জন্য একটি অশনিসংকেত। দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

জিএম কাদের

মুজিবুল হক চুন্নু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

প্রথম দেশ হিসেবে চীনের অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

ঢাকা ডেস্ক

প্রথম দেশ হিসেবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে পাশে থাকার আশা চীনা রাষ্ট্রদূতের। ৮ জানুয়ারী সোমবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চীনের অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত ইয়াও বলেন, চীন বাংলাদেশের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা জোরদার করতে প্রস্তুত। চীন আধুনিকায়নের পথে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত অংশীদার এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু হবে বলেও মনে করেন এই রাষ্ট্রদূত।

তিনি আরও জানান, চীন ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এগিয়ে নিয়ে যেতে,পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে বর্তমান সরকারের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ চীন। এর ফলে চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে একটি নতুন উচ্চতায় উন্নীত করা হবে।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ২২৪টি আসনে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের এমপি প্রার্থীরা। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ।

ডামি নির্বাচন সরকারের নৈতিক পরাজয়: আ স ম রব

ঢাকা অফিস

প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারাসহ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অতি স্বল্প সংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহণকে 'সরকারের নৈতিক পরাজয়' বলে মন্তব্য করেছেন স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ছিল সরকারের ক্ষমতা নবায়নের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতাহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন তামাশাপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। একতরফা নির্বাচনে সারা দিনব্যাপী ভোটকেন্দ্রগুলো ভোটারের অভাবে খাঁ খাঁ করছিল। শত ভয়ভীতি, প্রলোভন ও সরকারের আহ্বানে উপেক্ষা করে ভোট প্রদান না করার মাধ্যমে জনগণ এই নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ প্রায় সকল আসনে প্রকৃত ভোটের চেয়ে অতিরিক্ত সংখ্যায় ভোট প্রদানের ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচনে জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে ভোটার সংখ্যা বাড়ানোতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সরকার একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং প্রজাতন্ত্রের জনগণের ওপর কলঙ্ক লেপন করেছে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ

বিশেষ প্রতিনিধি

নতুন বছর, নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারের সামনে এবার আসছে অর্থনৈতিক বড় চ্যালেঞ্জ। ডলার-সংকটে রিজার্ভ কমে ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে। রেমিট্যান্স আসার হার বাড়লেও এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে আসেনি। রাজস্ব আদায়ে বড় ঘাটতি। খরচ মেটাতে ধার বাড়ছে ও টাকা ছাপাতে হচ্ছে সরকারকে।

জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন। বাড়তি খরচের চাপে দিশেহারা মধ্যবিত্ত। পতনে পতনে জেরবার পুঁজিবাজার। সুদের হার বাড়ানোয় বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ কমছে। এতে বিনিয়োগ নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে। নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের স্যাংশন-আতঙ্ক পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে। সব মিলিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ নতুন সরকারের সামনে আসছে। কীভাবে তা সামলানো হবে, তা নিয়ে চাপ পড়তে পারে সরকারের ওপর।

অনেক আলোচনা, বিতর্ক, আশঙ্কা আর সমালোচনার মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এ বিষয়গুলো সামনে আসছে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বিদেশিদের চাপ থাকায়, কম ভোটার উপস্থিতি নিয়ে তাদের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এখনো স্পষ্ট না হলেও একটা আতঙ্ক রয়েছে যে, তাদের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে আগামীর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি।

অর্থনীতিকে ঠিক রাখা। অর্থনীতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন, ডলার-সংকট, গ্যাস-সংকট ও অন্যান্য সংকট সমাধানে পদক্ষেপ নেবে নতুন সরকার—এই প্রত্যাশা করি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর।

জানা যায়, নির্বাচনের কারণে কিছুদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ পায়নি দেশের অর্থনীতি। আর বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যেও একধরনের আস্থাহীনতা ছিল সামনের অনিশ্চয়তা নিয়ে। অবশেষে নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় এখন সবার নজর সরকার আগামী দিনে দেশের অর্থনীতি কীভাবে চালায়, তার দিকে। বর্তমানে অর্থনীতির গলার কাঁটা ডলার-সংকট। দফায় দফায় পদক্ষেপেও ডলার-সংকট কাটাতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। উল্টো তা কমছেই। গত মাসে রেমিট্যান্স বাড়া, আইএমএফের ঋণের কিস্তি, কোরিয়ান ঋণ ও এডিবির ঋণের ডলার যোগ হওয়ায় রিজার্ভ কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও এটা কত দিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

নির্বাচনের পর যাতে পশ্চিমারা বিশ্ব বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা না দিতে পারে, সে জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

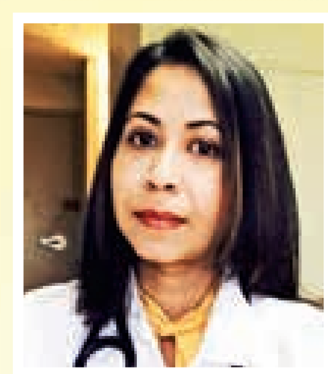

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
বিশাল মূল্যছাড়!
Halal Live Chicken
যে কোন ধরনের
৫টি চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি!
Buy 5 Chicken get one free
১০টি কিনলে ২টি ফ্রি!
Buy 10 Chicken get 2 Free
১৪টি কিনলে ৩টি ফ্রি!!
Buy 14 Chicken get 3 Free
১৯টি কিনলে ৫টি ফ্রি!!!
Buy 19 Chicken get 5 free
حلال
HALAL
এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে আল মদিনাতে
ডিসেম্বর 29 তারিখ থেকে জানুয়ারি 31, 2024 পর্যন্ত
শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কাটিং সঙ্গে আনতে হবে
Please bring Ad copy or Ad short screen picture.
151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)
WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

সম্পাদকীয়

ইচ্ছে পূরণের নির্বাচন!

স্বল্প ভোটার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা-সহ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। নির্বাচনের শেষ দিকে এসে জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দলের অনেক প্রার্থী অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, তবে অনিয়মের অভিযোগে নয়টি আসনের ২১ কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।

বিরোধী দল বিএনপি দাবি করেছে যে ভোটাররা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট বর্জন করেছে।অন্যদিক আওয়ামী লীগ বলেছে ভোট বর্জনের আহবান যারা দিয়েছে তাদেরই ভোটাররা বর্জন করেছেন। এছাড়া ভোটারদের উপস্থিতিও সন্তোষজনক ছিল বলে আখ্যায়িত করেছে দলটি।

২০১৪ ও ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালের শুরুতে আরেকটি উচ্ছ্বাসহীন নজিরবিহীন ভোটবিমুখতার জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশ। কারণ, ভোটের দিন কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি এতটাই কম ছিল যে কোথাও কোথাও মাইকিং করেও ভোটার আনা যায় নি। ভোট উৎসবের পরিবর্তে সর্বত্র যেন ভোট বর্জনের এক নীরব প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এদিন সকাল ৮টায় সারা দেশে ভোট গ্রহণ শুরুর তিন ঘণ্টা পরেও ভোট দেয়ার হার কোথাও ছিল ৩ শতাংশ, কোথাও ৫ কিংবা ৮ শতাংশ। কম ভোটার উপস্থিতি ছাড়াও সারা দেশে দিনভর ভোটকে কেন্দ্র করে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হয়েছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের কথা ইতিহাসে 'স্বর্ণাক্ষরে' লেখা থাকবে।

৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার গণভবনে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পাশাপাশি দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের সঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এদিকে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। নির্বাচনে সব দলের অংশ না নেয়া ও ভোটের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বেগ জানিয়েছে দুই দেশ। এছাড়া জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও ভোটে গনতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বিবিসি, রয়টার্স, আল জাজিরা, আরব নিউজ, আল আরাবিয়া, সিএনএন, এপিসহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নির্বাচনের খবর। শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতায় যাচ্ছেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম তাদের খবরে উল্লেখ করেছে।

আন্তর্জাতিক একদল পর্যবেক্ষক এই নির্বাচনকে 'অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ' বলে নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু দেশের কর্মকর্তারা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়, গত রোববার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থ মেয়াদে বিজয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিসহ অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করেছে। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকেই প্রতিবাদ বিক্ষোভে বাধা দেয়া হয়েছে। কখনো কখনো তা সহিংস হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এক দমনপীড়নে হাজার হাজার সদস্যকে জেলে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একদল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

নির্বাচনের আগে সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করে বিরোধী জোট। কিন্তু সেই দাবি শেখ হাসিনা প্রত্যাখ্যান করার পর সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে বিএনপি। জনগণকে আহ্বান জানানো হয় সরকারকে কোনো সহযোগিতা না করতে এবং নির্বাচনে ভোট না দিতে। নির্বাচন কমিশন সরকারিভাবে যে হিসাব দিয়েছে তাতে ভোটার উপস্থিতি ছিল শতকরা ৪১.৮ ভাগ। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়া, পর্যবেক্ষক, মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলো এমনকি যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের এক অংশ এই সংখ্যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই সন্দেহের অন্যতম কারণ হলো ভোটার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে লাফিয়ে বাড়া। নির্বাচন কমিশনের সচিব ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে হিসাবে বলেছিলেন শতকরা ২৭.১৫ ভাগ ভোট পড়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত হিসাবে বলেছে ভোট পড়েছে শতকরা ৪১.৮ ভাগ। বিরোধীরা বলছেন, ভোটের শেষ এক ঘণ্টায় কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের দাবি মারাত্মক সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন শতকরা কমপক্ষে ৮০ ভাগ ভোটার।

সরকারিভাবে ২৯৮ টি আসনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও কথিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যারা আওয়ামী লীগের নেতা- তারা ২৮০টি আসন নিশ্চিত করেছেন। ফল হিসেবে জাতীয় সংসদের শতকরা ৯৪ ভাগ আসনই ক্ষমতাসীন দলের এমপিতে পূর্ণ। ২৭টি দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। তার মধ্যে ২৩টি দল একটিও আসন পায়নি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে এমন একটি বিরোধী দল বানাতে চাইছে পার্লামেন্টে যারা ক্ষমতাসীন দলকেই সমর্থন করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একদলীয় শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি দুটি সময়ে বিএনপিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কর্মীদের মধ্যে জল্পনা দেখা দিয়েছে যে, নতুন সরকার বিএনপির রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জয় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর ফলে দেশটি আরও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। বিরোধী দল একে 'ভুয়া নির্বাচন' হিসেবে আখ্যায়িত করে এটিকে বয়কটের ডাক দিয়েছিল। নির্বাচনের দিন জনগণকে ঘরে থাকার আহ্বান জানায় বিরোধী দলটি, এতে তারা সাড়া দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রোববারের নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২২২টি আসনে জয় পেয়েছে। বাকি আসনগুলোর বেশিরভাগ জিতেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যাদেরকে 'ডামি' বলে আখ্যায়িত করেছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ভোট বর্জন করার পর নির্বাচনে মাত্র ৪০ শতাংশ ভোটার ভোট দেন। দলটির দাবি, শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। যাইহোক, সর্বশেষ নির্বাচনের ফল অনুযায়ী ৭৬ বছর বয়স্ক শেখ হাসিনা আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকছেন। এর আগে টানা তিন দফা ক্ষমতায় ছিলেন তিনি, যে সময়ে বাংলাদেশ একইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈষম্য দেখেছে।

সমালোচকদের মতে এই সময়কালকে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়।

ঢাকা জুড়ে রোববার ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের উৎসাহের অভাব দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের ব্যাজ পরা ক্ষমতাসীন দলের অনুগতদের দিয়ে ভোটারের সারিগুলোকে দীর্ঘ করা হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বস্তি এলাকার এক মধ্যবয়সী নারী জানান, তাকে সারাদিন ভোট কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ৫০০ টাকা (৪.৫০ মার্কিন ডলার) এবং একটি বিরিয়ানির প্যাকেট দেয়া হয়। এরমধ্য দিয়ে একটি 'ব্যস্ত নির্বাচনের' ভ্রম তৈরির চেষ্টা হয়েছে।

পঞ্চম মেয়াদে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় বসা নিয়ে ব্যাপক হতাশা দেখা গেছে। বিশেষ করে অল্পবয়সী ও শহুরে ভোটারদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যাচ্ছে। তাদের মতে এই প্রহসনে অংশ নেয়ার কোনো আগ্রহ নেই। এটি আওয়ামী লীগের নতুন নাটক।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাকস্বাধীনতা এবং ভিন্নমতের সুরক্ষার পতন হয়েছে। এখন জনসমক্ষে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা কথা বলতে গেলে যে বলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া কিংবা শারীরিক আক্রমণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে হচ্ছে।

শেখ হাসিনা সোমবার তার জয়ের পর সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনাকে 'অবৈধ' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। যারা সমালোচনা করতে চান তারা সমালোচনা করতে পারেন।

আওয়ামী লীগের বিজয় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পাশাপাশি অবকাঠামো, টেলিযোগাযোগ, জ্বালানি এবং টেক্সটাইল প্রকল্পে ধারাবাহিকতা চাওয়া বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। গত এক দশকে বাংলাদেশ চীন থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বিনিয়োগ পেয়েছে, যা জাপানের ৩৮০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগকে ছাড়িয়ে গেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে আওয়ামী লীগ যেসব কৌশল নিয়েছিল, তা সফল হয়েছে। দ্বাদশ সংসদে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা সদস্য হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ২২২ জন, জাতীয় পার্টির ১১ জন, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টির একজন করে এবং স্বতন্ত্র ৬২ জন বিজয়ী প্রার্থী সংসদ সদস্য হচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভোটে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা পেয়েছেন ৭৪.৫৮ শতাংশ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ২০.৭৪ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ৩.৬৮ শতাংশ ও বাকি তিন রাজনৈতিক দল পেয়েছে ১ শতাংশ ভোট।

দারিদ্র্য, ধর্ম এবং অর্থ

মামুনুর রশীদ

মাঝে মাঝে আমি গ্রামবাংলায় যাই। সাম্প্রতিককালের নির্বাচনেও আমার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বিপুলসংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। গ্রামে এখনো দারিদ্র্য আছে আবার কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ করেই বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে গেছে। অনেক গ্রামেই ভালো রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু গ্রামে এখনো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেশ অনুন্নত থেকে গেছে। এর প্রধান কারণ, এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অবহেলা।

দারিদ্র্য যেখানে আছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই, সেখানে ধর্ম মানুষের কাছে একটা বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা এসব অনুন্নত জায়গায় এসে বসবাস করে গির্জা স্থাপন করত এবং গির্জার পাশাপাশি একটি মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের মিশনারি স্কুল এখনো দেখা যায়। সেখান থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য রয়েছে শহরে প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ। এই মিশনারি স্কুল, কলেজগুলো খুব একটা ধর্মীয় শিক্ষা দিত না; বরং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার প্রচেষ্টা চালাত। ঢাকা শহরের সেন্ট গ্রেগরিজ, সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট যোসেফ এবং নটর ডেম কলেজের প্রতিষ্ঠা বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য ভালো শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

একসময় মাদ্রাসা শিক্ষাও একই কারণে শুরু হয়েছিল। কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা, এরও আগে দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। আর গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়েছিল মোগল আমল থেকেই মক্তব, যেখানে আরবি, ফারসিসহ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো। এই শিক্ষা সংস্কারের জন্য নিউ স্কিম মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল। সেই নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে অনেক প্রগতিশীল চিন্তাবিদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে দরিদ্র-অধ্যুষিত জায়গায় প্রচুর মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। সরকারও মাদ্রাসা বোর্ড করে প্রচুর মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছে এবং সরকারি অর্থায়নেই এসব চলছে। এর সমান্তরালে গড়ে উঠেছে প্রচুর কওমি মাদ্রাসা। একেবারেই ভিন্ন অর্থায়নে এই মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয় বলে সরকারের কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এই মাদ্রাসাগুলোর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত, হেফাজতে ইসলাম এই মাদ্রাসাগুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এর বাইরেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী এবং বিত্তবান লোকেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। দেখা যায় একেবারেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছু বিত্তবান লোক, আমলা জীবনের একটা পর্যায়ে এসে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করে।

সরকারি মাদ্রাসার কারিকুলামে বর্তমানে প্রায় সব বিষয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু অন্য মাদ্রাসাগুলোর কারিকুলামের ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে একধরনের মানসিক সংকট দেখা দেয়। যার পরিণতিতে একদা ঢাকা শহর হেফাজতে ইসলাম তাদের ছাত্রদের দিয়ে প্লাবিত করে দিয়েছিল। এখনো বিত্তহীন এবং নিম্নবিত্তের সংখ্যা বাংলাদেশে অগণিত। ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ চালাতে না পেরে যেকোনো বোর্ডিং মাদ্রাসায় সন্তানদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বোর্ডিং মাদ্রাসায় সুযোগ না পেলে অবৈতনিক মাদ্রাসায় তাদের স্থান হয়। মাদ্রাসা পাস করা ছেলেমেয়েদের চাকরিবাকরির সুযোগও সীমিত। কাজেই বেকারত্বের একটা বড় অংশ এই সব শিক্ষার্থী থেকে তৈরি হচ্ছে। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষার ওই সব নিম্নবিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা, তাই এর অনুষঙ্গগুলোকেও তাদের মেনে চলতে হয়। কখন কার বিরুদ্ধে কার পক্ষে তাদের দাঁড়াতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই।

আবার সরকার যে প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলো করেছে, সেখানেও লেখাপড়ার ব্যবস্থা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্কুলে শিক্ষা তো হয়ই না, নির্ভর করতে হয় কোচিংয়ের ওপর। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত উচ্চমূল্যের কোচিং করানোর ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। এই পরিস্থিতিতে একটা পর্যায়ে ঝরে পড়া এবং উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না। অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে যদি উপযোগী এবং কোচিংবিহীন করা যেত, তাহলে শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হলে পরবর্তী শিক্ষাটাও ঠিকমতো হতে পারত। এই পরিস্থিতিতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাতেই ধস নেমেছে। অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি সমাজকে একটা উদ্দেশ্যবিহীন এবং আদর্শহীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

একদা লর্ড ক্লাইভ বাংলাকে দখল করে প্রচুর লুটপাট করেছেন। সেই লুটপাটের অর্থ দিয়ে লন্ডনের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর এই দ্রুত সম্পদ আহরণ লন্ডনবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তিনি কোনো সামাজিক মর্যাদা পাননি। আমরাও দেখেছি পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনের কারণে কেউ কোনো সামাজিক মর্যাদা পেত না। কিন্তু আশির দশক থেকে সমাজে দ্রুত দুর্বৃত্তায়নের ফলে একজন অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনকারীকে কেউ ঘৃণা করে না; বরং তাঁরা রাজনৈতিকভাবে প্রতিপত্তি অর্জন করে সমাজে শ্রদ্ধার জায়গায় স্থান পেয়ে বসে আছেন। এই শতাব্দীতে এসে মানুষের মূল্যবোধ ও আদর্শগত জায়গাটা যেমন শূন্য হয়ে গেছে, তখন কোনো ন্যায় চিন্তা সমাজে আর কাজে লাগছে না। যেসব লোক সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তার পেছনে খুন, হত্যা, লুণ্ঠন, ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মানুষ ভয়ে হোক অথবা নিজের অস্তিত্বের কারণে তাকে সমর্থন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খুঁজে পায় না। এই করে করে সমাজের শুদ্ধ আত্মাটা ক্রমেই মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যায়।

এই প্রবণতা যে শুধু বাংলাদেশে তা নয়, উপমহাদেশজুড়েই এই ধারা চলছে। কিন্তু ভারতে এই ধারার বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মানুষ লড়াই করে যাচ্ছে। কখনো দলগতভাবে, কখনো ব্যক্তিগতভাবে। অথচ আমাদের দেশে ক্ষমতার জন্য লড়াই আছে। কিন্তু আদর্শ, নীতিবোধের জন্য তেমন একটা লড়াই নেই। আদর্শের লড়াইটা মূলত কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাম ধারার রাজনীতিবিদেরাই করতেন। তাঁদের লড়াই, ত্যাগ তিতিক্ষা সমাজে একটা প্রভাব সৃষ্টি করত। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে একটা বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ছাত্রসংগঠনগুলো নানা ধরনের ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যদিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু দেখা গেল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে বাম ধারার সংগঠনগুলোই এগিয়ে। যথার্থই মানুষ ভেবে দেখল এই ধারার বিজয় হলে দেশের আদর্শগত একটা অবস্থান নিশ্চিত হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এই ধারা ক্ষীয়মাণ হতে থাকে এবং ক্ষমতাসীন দলগুলো ছাত্ররাজনীতিকে দখল করে নেয়।

মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আশির দশকের গোড়ার দিকে একটা বড় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেটি আন্দোলনের মুখে অকার্যকর হলেও পরবর্তীকালে সেই শিক্ষানীতিটিই কার্যকর হয়ে গেছে। শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও প্রগতিশীল দলগুলোর মধ্যেও তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। হেফাজতের আন্দোলনের পর আমাদের সিলেবাসে বেশ কিছু প্রগতিবিরোধী বিষয় মেনে নেওয়া হয়েছে, যা আসলে আত্মঘাতী। এখনো সেই ব্যবস্থা সরকারিভাবে কার্যকর এবং একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

দেশের জাতীয় নির্বাচনে দারিদ্র্য এবং দরিদ্রের ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে একটা শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা রাজধানীতে থেকে বোঝা যায় না। গ্রামাঞ্চলে আজ নারীমুক্তির সম্ভাবনা একেবারেই সুদূরপরাহত। বোরকার গভীর অন্ধকারের মধ্যে বেগম রোকেয়ার এক শ বছর আগের আন্দোলন অন্তর্হিত। গ্রামীণ নারী দাসত্বের ওই পরিস্থিতি থেকে যাঁরা গার্মেন্টসে চাকরি নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও মনের গভীরে ধর্মের বিষয়টি রয়ে গেছে। তাঁরাও বোরকা-হিজাবের আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সচিবালয়ে সর্বত্রই নারীরা এই অবস্থাকে অনুসরণ করছেন। বৃহত্তর রাজনীতি এখন ধর্ম, অর্থ এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। কোনো কোনো জায়গায় এখন পয়লা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতির বদলে চলে ওয়াজ মাহফিল।

বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান দিক ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বমানবতার প্রতি আগ্রহ এবং সাংস্কৃতিক উজ্জীবন। সেই জায়গা থেকে সরে গিয়ে মানুষ ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আদর্শহীন, উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপন মানুষের জীবনে কোনো সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। এ সত্যটি বোঝাতে পারলে মানুষের মানবিক গুণগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত।

মামুনুর রশীদ, নাট্যব্যক্তিত্ব

ইহুদিমাত্রই 'জায়নবাদী' বলে যে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে

মাহবুবুর রহমান

সম্প্রতি প্রখ্যাত তার্কিক উপস্থাপক মেহদি হাসানকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। জানা যায়, তার মূল কারণ একটি অনুষ্ঠানে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর উপদেষ্টা মার্ক রেগেভ শিশু হত্যাকে হামাসের প্রোপাগান্ডা বলে চালিয়ে দিচ্ছিলেন, সে সময়ে তথ্য–উপাত্ত দিয়ে মেহেদি হাসান তাঁর মিথ্যাচার প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই অপরাধে তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করার পরে অনেকেই এমএসএনবিসির চরিত্র বুঝতে পারে এবং তাদের ফলো করা বন্ধ করে।

আমরা বাংলাদেশে অনেক সময় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কথা বলি। আসলে ক্ষমতাধরদের স্বার্থহানী হলে কোনো সংবাদমাধ্যমই স্বাধীন নয়। তথাকথিত উন্নত বিশ্বের এই হলো চিত্র। বিশ্বে জায়নবাদীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা বিশ্ব সম্পদের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনী দিন দিন পরাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের রয়েছে বিরাট দখল। এবারের হামাস-ইসরায়েল সংঘর্ষে বিশ্ববিবেক দেখতে পেল মানবতার ভিন্ন রূপ।

এবারের ইসরায়েল–হামস সংঘাতে অ্যান্টি–সেমেটিজম এবং অ্যান্টি–জায়নবাদী দুটি শব্দ নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। আমেরিকায় এ সম্পর্কে কিছু জরিপ হয়েছে। তাতে দেখা যায়, একটি বড় অংশের মানুষই এর পার্থক্য বোঝে না।

ফিলিস্তিন নিয়ে উন্নত দেশের কপটতার শেষ কোথায়ফিলিস্তিন নিয়ে উন্নত দেশের কপটতার শেষ কোথায় জায়নবাদীরা অ্যান্টি-জায়নিজম শব্দটি ব্যবহার করে না। তারা অ্যান্টি-সেমেটিজম বলতে পছন্দ করে। আর আমরা অনেকেই না জেনে-বুঝে তাদের এই অপপ্রচারে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে আসছি। বিশেষত মুসলিমদের একাংশের ঢালাও ইহুদিবিদ্বেষ জায়ানবাদীদের দারুন সুবিধা করে দিচ্ছে। এই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার জায়নবাদ ও সেমেটিজম—এর ভেতরে পার্থক্য ও সম্পর্ক কোথায়।

সহজ কথায় জায়নবাদ হলো—ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইহুদিদের একাংশের একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা। তারা ইসরায়েলকে ইহুদিদের জন্যে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত স্থান বলে প্রচার করে। ১৯ শতকে এই স্থানের ওপরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য থিওডর হারজেল একটি আন্দোলন শুরু করেন, যা জায়নবাদ নামে প্রচার ও প্রসার পায়। 'Zion' একটি হিব্রু শব্দ, যার অর্থ জেরুজালেম বা তার গিরিখাত, মরুভূমি, নগর ইত্যাদি।

এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে বিশ্ববাসীর তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বিশ্বের সকল ইহুদি এতে নৈতিক সমর্থনও দিয়েছিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন তারা অভিবাসী হয়ে ইসরায়েল আসে এবং সেখানে তাদের আশ্রয়দানকারী ফিলিস্তিনিদের নির্মমভাবে উৎখাত করতে শুরু করে। ইসরায়েলের বাইরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা অন্য ইহুদিদের বেশির ভাগই এই অন্যায় সমর্থন করেনি। এবারের ইসরায়েল–হামাস যুদ্ধেও এই ইহুদিদের একটি বড় অংশ জায়নবাদীদের বিরোধিতা করেছে, এবং বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্র ও অন্যন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

জায়নবাদীরা বলে—জায়নবাদ বিরোধিতা মানেই হলো ইহুদিদের বিরোধিতা করা। কিন্তু এই ধারণার সাথে অন্য ইহুদিরা একমত নন। বরং তাঁরা মনে করেন—তাঁদের নাম ভাঙিয়ে জায়নবাদীরা এসব অন্যায়–অত্যাচার গ্রহণযোগ্য করতে চাইছে।

যখন ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ হয়, আর আমাদের অনেকেই জায়নবাদের বাংলা করি ইহুদিবাদ, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা জায়নবাদী শক্তিকেই সহায়তা করি। তারা ঠিক এই কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। অনেকে বিভিন্ন বক্তৃতায়, সভায়, আলোচনায় ঢালাওভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধের বিষোদ্গার করায় জায়নবাদিরা এর আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। তারা আঙুল তুলে সারা বিশ্বকে দেখাতে পারছে—'দেখ, এই হলো প্রমাণ'।

ইসলাম সম্পর্কে ইহুদিদের অনেক ভুল ধারণা ছিল। যেমন তারা মনে করত ইসলাম মূর্তি উপাসক। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা কাটতে শুরু করেছে। তারা ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মিল খুঁজে পাচ্ছে। বুঝতে পারছে এই দুই ধর্ম আসলে সব থেকে কাছাকাছি। বরং সেই তুলনায় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা অনেক আলাদা এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যক্তি এবং মূর্তি উপাসক। এই উপলব্ধির ফলে তারা দিন দিন মুসলিমদের বিষয়ে সহনশীল ও মানবিক হয়ে উঠছে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, অনেক ইসরায়েলি জায়নিজমকে সমর্থন করে না।

তাহলে প্রশ্ন আসে—অ্যান্টি-সেমেটিজম বলতে আসলে কী বোঝায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংস্কারে প্রভাবিত হয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে শুধু ইহুদি হওয়ার কারণে কেউ যখন জাতিগত বৈষম্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, তখন তাকে অ্যান্টি-সেমেটিক বলা যায়। এই বৈষম্য জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোনো রূপে দেখা যেতে পারে। এর প্রকাশ হতে পারে আক্রমণাত্মক আচরণে বা কথায়, শারীরিক, মানসিক কিংবা বিদ্বেষমূলক প্রচারে। আরেকটি প্রকাশ ঘটে বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের মাধ্যমে।

আমাদের বুঝতে হবে সকল মুসলিম যেমন আল কায়েদা বা আইএস নয়, তেমনি সকল ইহুদি জায়নবাদী নয়।

আমরা জনগণেরা অল্পই চাই

ড. জেবউননেছা

৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন সকালটা শীতের হলেও আকাশটা ছিল পরিষ্কার। সকালে ঘরের জানালার পর্দা সরাতেই আকাশটাকে যখন পরিষ্কার দেখেছিলাম, তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল বিখ্যাত সেই উক্তি 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'। বাসার কাছেই ভোটকেন্দ্র।

রাজধানীর রাজপথের সঙ্গে বাসা। রাস্তায় বের হতেই থমকে গেলাম, লোকজন কম। ধীরে ধীরে ভোটকেন্দ্রের দিকে যতই এগিয়ে যাই, ততই চোখে পড়ছিল মানুষের ভিড়। ভোটকেন্দ্রের সামনে দেখি অসংখ্য মানুষ। আমি কেন্দ্রের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে বিভিন্ন দলীয় কর্মীদের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলাম।

সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝেই চোখে পড়েছে ছেলের কোলে বৃদ্ধ মায়ের ভোটকেন্দ্রে আসার দৃশ্য, হুইলচেয়ারে ভোট দিতে আসা ভোটারদের। ভোট শেষে বাসায় ফিরে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি, কোথাও কোনো বড় ধরনের ঝামেলা নেই তথ্য পাই। বোঝা যাচ্ছিল একটি সুন্দর দিনের সমাপনীর দিকে যাচ্ছে ৭ জানুয়ারির দিনটি।

সোমবার সকালে বাসার কাছে ভ্রাম্যমাণ বাজারের কয়েকজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করি, 'গতকাল ভোট দিয়েছেন?' সবার একই উত্তর, 'হ্যাঁ।' কেউ কি কোনো চাপ প্রয়োগ করেছেন? সবার উত্তর, 'না।' মাংসের দোকানের দুজন মাংস বিক্রেতার সঙ্গে কথা বললাম, তাঁরা উর্দুভাষী। থাকেন ঢাকার মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে। জানতে চাইলাম, ভোট দিয়েছেন? তাঁদের উত্তর, 'আমরা ভোট দিয়েছি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে।

আমাদের ভালো লেগেছে এ জন্য যে আমাদের কেউ চাপ দেয়নি; বরং এটা বলেছে, যাকে ভালো লাগবে, তাকেই ভোট দেবেন। আপা, আমরা দেখব দেশের উন্নয়ন। যে উন্নয়ন করবে আমরা তাকেই ভোট দেব।' বাড়ি ফিরে ফোনে কয়েকজন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এবং সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কাছে জানতে চাই, কাল কেমন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা। তাঁরা বলেছেন, 'এর আগেও আমরা দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু এবারের মতো এত সুন্দর ভোটের আয়োজন নজিরবিহীন।'

পত্রিকার পাতা ওল্টাই। কোনো কোনো সংবাদ পড়ে হতাশ হই। কোনো কোনো সংবাদ মনে আশা জাগায়। মনে প্রশ্ন জাগে, যাঁদের নির্বাচিত করা হলো, তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার অনুযায়ী জনগণের জন্য নিবেদিত থাকবেন তো? যাঁরা প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হলেন, তাঁরা নিজের উন্নয়নের চেয়ে জনগণের উন্নয়নের দিকে ঝুঁকবেন তো?

ফোন করি একজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তানকে। জানতে চাই গতকাল নির্বাচনে কেমন উপভোগ করলেন? তিনি বলেন, 'ভোটারদের উপস্থিতি কম ছিল। কিন্তু ভোটার কেন্দ্রে গেছে, সেটাই বা কম কিসে? কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা অন্যদিকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যেই যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সেই অঙ্গীকারে কি আমরা আছি? নাকি অনেকখানি সরে গেছি? সমাজের বৃহৎ ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের কল্যাণ কামনা করেই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা এখন কতটা জনগণের সেবার কথা ভাবেন? নিজের আখের গোছানোর দিকেই থাকে অনেকের দৃষ্টি। দলীয় শৃঙ্খলারও বড় প্রয়োজন।

তা সে যে দলেরই হোক। দরকার পরমতসহিষ্ণুতার।' সত্যিই তো। আমাদের এখন ভাবনার সময় এসেছে। আমরা সমুদ্র জয় করেছি, টানেল করেছি, মেট্রোরেল স্থাপন করেছি, প্রমত্তা পদ্মার ওপর নিজেদের অর্থে সেতু তৈরি করেছি। উন্নয়নের পরিমাণগত সূচকের প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দিকের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছি। কিন্তু মোটাদাগে উন্নয়নের গুণগত সূচকের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক দিকের উন্নয়নের কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যাই।

ভুলে যাই বলে ট্রেনে পুড়ে মরে কারও কারও স্বপ্ন, রাজপথে পড়ে থাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের লাশ এবং ভোটকেন্দ্রে কুপিয়ে হত্যা করা হয় প্রার্থীর সমর্থককে। অপরদিকে টিকটকের মাধ্যমে একজন ভুয়া চিকিৎসক পাঁচ শর মতো ভিডিও ছড়িয়ে দিল, কারও নজরে এল না! নানাভাবে সামাজিক মাধ্যমে যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমের আড়ালে অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

পাশের দেশের বিজ্ঞানীরা যখন চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনায় সফল হন, সেই সময় আমরা ব্যস্ত কার কোন সন্তান কোন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, কোন তারকার সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সেই সব রগরগে সংবাদ নিয়ে।

আমাদের আত্ম অহমিকা ছিল আমরা বীরের জাতি। সেই অহমিকা ধূসর হতে চলেছে। সামাজিক মাধ্যমে নানা রকম বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে কিছু মহল। তা এড়িয়ে যাচ্ছি। ধর্ম এবং রাজনীতি দুটো আলাদা বিষয়—সে কথা ভুলে যাচ্ছি। রাজনীতি মানে দেশ ও দশের সেবা।

এটাও কেউ কেউ ভুলে যাচ্ছি। অথচ বঙ্গবন্ধু ৩ হাজার ৫৩ দিন সংসার, সন্তান ছেড়ে কারাবরণ করেছেন। তিনি যখন একের পর এক কারাবরণ করেছেন, কাউকে জানানোর চিন্তাও করেননি। তখন যা হতো নিজের জন্য, অন্যকে দেখানোর বিষয় ছিল না। এখন তো পান থেকে চুন খসলেই আমরা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

কনটেন্টের ভিউ বাড়ানোর জন্য কেউ কোনো সংবাদ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে এর সত্যতা যাচাই না করে সেই কনটেন্টের পেছনে ছুটতে শুরু করি। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি ফিকে হয়ে গেছে। এখন তো পরিবারগুলোতেও বয়স্কদের কথা অনেকে শুনতে চায় না। বেড়েছে লৌকিকতা এবং পরচর্চা। একটি দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির সুষ্ঠু ধারায় রচিত হয় ইতিহাস।সামনের দিকে ইতিহাস রচনা করার জন্য আমাদের দরকার দৃষ্টান্তমূলক মানুষ। তাঁদের তুলে আনা দরকার।

আমরা বেশির ভাগ অভিভাবক বাচ্চার পরীক্ষার ফলাফলের নম্বরপত্র সামাজিক মাধ্যমে সয়লাব করে দিচ্ছি। আমাদের সময়ও আমরা ভালো ফলাফল করেছিলাম, আমাদের মা-বাবারা সেই ফলাফল প্রকাশ হলে শোকরানা নামাজ আদায় করতেন। অনেক সময় মিলাদের আয়োজন করতেন। এখন আমাদের প্রথম কাজ বাচ্চার পরীক্ষার নম্বরপত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রদর্শন করা।

এই লৌকিকতার সংস্কৃতিযেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভুলতে বসেছি। যে কারণে এখনকার বাচ্চারা ভালো ফলাফল করেই বিদেশে পাড়ি দিতে চায়। কিন্তু কেন বিদেশে পাড়ি দিতে চায় তারা? এই কারণ কেউ কি খুঁজেছি?

নতুন সরকার শপথ নেবে। আমরা সাধারণ জনগণেরা তাদের কাছ থেকে খুব অল্প চাই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রহিত হোক, মেধাবীদের মূল্যায়ন হোক, রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হোক এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সহনশীল মানসিকতার পরিচয় দিক। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যুগের স্রোতে ভেসে যাওয়া এই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন—এই চাই।

হামাস কি ইতিমধ্যে জিতে গেছে

রিচার্ড সিলভারস্টেইন

গত ৭ অক্টোবর, হামাস দক্ষিণ ইসরায়েলে একটি সাহসী এবং মরিয়া অভিযান চালিয়ে সেখানকার বেশ কয়েকটি শহর দখল করে। হত্যা করে ১ হাজার ১৪০ জনকে। বিমান, স্থল ও সমুদ্রপথে হামাসের এই সমন্বিত হামলা ছিল একেবারে অপ্রতিরোধ্য। এই ঘটনার কারণে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে হামাসকে নিষিদ্ধ করেছে। আর এটি ইসরায়েল ও গোটা বিশ্বকে হতবাক করেছে।

এক বছরের বেশি সময় ধরে পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের পর এক হাজার যোদ্ধা বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ঢালটি ভেঙে ফেলে ইসরায়েলে ঢুকে পড়ে। এক দশক বা এরও বেশি সময় ধরে গাজার চারপাশে এই ঢাল তৈরি করেছে ইসরায়েল। এই হামলা সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে বিশ্বের সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই ব্যবস্থাকে ছোট একটা গেরিলা বাহিনী নজরদারি, পরিকল্পনা ও রণকৌশল ব্যবহার করে উড়িয়ে দিতে পারে।

ইসরায়েলের গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনী একপ্রকার বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বড় অভিযান চালাতে গেলে হামাসকে অনেক কিছু হারাতে হবে।

তার চেয়ে বরং গাজার শাসন টিকিয়ে রাখতেই বেশি আগ্রহী তারা। ইসরায়েলিদের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ইসরায়েল ও গাজায় তাদের ১৭ বছরের অবরোধ নাগরিকদের হতাশা কিছুটা হলেও কমিয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই কোনো উন্নত জীবনের, কোনো উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো দেখতে পায় না। তারা বেঁচে থাকে অন্যকে কষ্ট দিয়ে। আর এই হামলা ছিল ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, একটি ঘোষণা যে ফিলিস্তিনি জনগণ চরমতম মূল্য দিয়ে হলেও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।

বিশ্বও আপাতদৃষ্টিতে ফিলিস্তিনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র চারটি আরব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। এই চারটি রাষ্ট্র আগে কিন্তু ফিলিস্তিনিদের দাবির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে। ৭ অক্টোবরের হামলার আগ পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন সৌদি আরবকে এই ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করছিল। এটা সম্ভবত হয়েও যেত। কিন্তু হামাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এ চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিল।

ফিলিস্তিনিরা আবারও আলোচনার কেন্দ্রে ফিরে এসেছে। তারা বিশ্বকে তাদের দুর্দশার কথা শুনতে বাধ্য করেছে। তারা তাদের অধিকার দাবি করেছে। ৭ অক্টোবরের হামলা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ফিলিস্তিনিরা অবিচল এবং তারা চুপ হবে না কখনো। আর এটা উপেক্ষা করলে চরম মূল্য দিতে হবে।

ইসরায়েলের রক্তাক্ত আগ্রাসনে এ পর্যন্ত ২২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। আর এতে ইসরায়েল সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ধারণা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলকে একটি গণতান্ত্রিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবক দেশ হিসেবে না দেখে বিশ্ব এখন একে রক্তপিপাসু, গণহত্যাকারী শাসন হিসেবে দেখছে।

আর হামাস আবারও ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রধান ধারক হয়ে উঠেছে এবং ফাতাহ এখন শত্রু ইসরায়েলের দুর্নীতিগ্রস্ত সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। হামাস একটি আঘাত করেছে। ফিলিস্তিনিদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ, তার মূল্য যা-ই হোক না কেন, বিশ্ব তা বুঝেছে।

দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ

ইরাক থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের বিরুদ্ধে হামলা চালানো ইরান ও তার প্রতিরোধী শক্তির হাতকে হামাস শক্তিশালী করেছে। ইসরায়েল এখন দুটি ফ্রন্টে যুদ্ধের মুখোমুখি। গাজায় এবং উত্তরে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে। হামাসের চেয়েও কিন্তু হিজবুল্লাহ আরও শক্তিশালী শত্রু। শুধু হিজবুল্লাহ নয়, লেবাননের সেনাবাহিনীর অবস্থানেও ইসরায়েল হামলা করেছে, যা পরে মার্কিন সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সাংবাদিকদের আক্রমণ করেছে,-যাঁরা সংঘাতের বিষয়ে রিপোর্ট করছিলেন। এক শ জনের বেশি সাংবাদিককে হত্যা করেছে। এটা ইসরায়েলের নিজস্ব বিচারে অপরাধী হিসেবে নথিভুক্ত সাংবাদিকদের নির্মূল করার একটি পদ্ধতিগত চেষ্টার অংশ।

ইয়েমেনে ইরানের মিত্র হুতিরা লোহিত সাগরের ইসরায়েলগামী জাহাজের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ হুতিদের নৌযানে হামলা করেছে। তারা হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে নামিয়েছে। সিরিয়া ও ইরাকে হামলার সম্মুখীন হয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র একটি দীর্ঘায়িত আঞ্চলিক সংঘাতে জড়াতে চায় না। তবে ইসরায়েলের প্রতি তার সমর্থন অনিবার্য, যদিও তারা এটি এড়াতে চাইছে।

ইসরায়েলি গণহত্যাকে সমর্থন করা বাইডেনের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে তিনি হয়তো ২০২৪ সালে আর হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারবেন না; বরং তাঁর জায়গায় একজন স্থলাভিষিক্ত হবেন, যিনি কেবল ইসরায়েলকে রক্ষা করবেন না, তার সবচেয়ে বিপজ্জনক সামরিক দুঃসাহস দেখাতে উৎসাহিত করবেন।

হামাস এমন একটা নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙেছে, যেটাকে ইসরায়েলিরা দুর্ভেদ্য বলে মনে করেছিল। এটি হামাস সম্পর্কে ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দাদের সব অনুমান ভেঙে দিয়েছে।

চড়া মূল্য

ইসরায়েলের ওপর হামলা আরও একটি বিষয় সামনে এনেছে, হামাস বা ফিলিস্তিনিরা সাধারণভাবে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়টিতে বিশ্বাস করে না। যতক্ষণ না বিশ্ব এই মৃত আশ্বাসটিকে কোনো জাদুকরী মন্ত্র দিয়ে জীবিত করবে, তত দিন হামাস এর মিথ্যা দিকটি তুলে ধরতেই থাকবে।

প্রত্যেক ফিলিস্তিনি জানে তাদের নিজস্ব কোনো রাষ্ট্র পাওয়ার আশা নেই। কারণ ইসরায়েল এর তীব্র বিরোধিতা করে। তথাকথিত মধ্যপন্থী ইসরায়েলি দলগুলোও এটিকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে। এমনকি ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে সামান্য সম্মানজনকভাবে কথা বললে যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে উপহাসের শিকার হতে হয় এবং রাজনীতিতে তিনি অপাঙ্ক্তেয় হয়ে পড়েন। ফিলিস্তিনিরা মার্কিন বা ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছ থেকে তেমন কিছু আশা করে না। তারা জানে যে ইসরায়েলি প্রতিরোধকে পরাস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে কেউই ইচ্ছুক নয়।

সশস্ত্র সংঘাতের সব পরিমাপক দ্বারা বলা যায়, ইসরায়েল গাজার যুদ্ধে জিতেছে। আনুমানিক আট হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে (যদিও মোট সংখ্যা ৩০ হাজারের মধ্যে)। তবে প্রায় তিন মাস হয়ে গেল তারা হামাসের সামরিক বাহিনীকে ২৫ শতাংশের কম নির্মূল করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামাসের মাইল মাইল টানেল ধ্বংস করেছে। কিন্তু এটি তিন শ মাইল লম্বা ভূগর্ভস্থ টানেলটির ধারেকাছে আসেনি। কারণ এটা ধ্বংস করতে হলে আরও বেশি ইসরায়েলি সেনার মৃত্যুর ঝুঁকি থাকবে। তাই ইসরায়েলিরা অবরোধ করেছে। আর এটা করেছে এ কারণে যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের শাস্তি দিতে এবং হামাসকে এমন চাপ দিতে, যাতে তাদের জীবনকে অসম্ভব না হলেও কঠিন করে তোলা। এই অবরোধ তুলনামূলকভাবে অবাধে সর্বত্র কাজ করে। এই সবকিছুর মূল্য হিসাবে পাঁচ শ ইসরায়েলি সৈন্য নিহত এবং পাঁচ হাজারের বেশি আহত হয়েছে। অনেকের অঙ্গহানি এবং অন্যান্য গুরুতর শারীরিক অক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধে হেরেছে ইসরায়েল

এটা বলাটা খুব একটা অন্যায্য হবে না যে ইসরায়েল যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তাতে জয়ী হওয়ার কোনো উপায় নেই। আর হামাস যেটা করছে তার সবটাই জেতার জন্য। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বারবার বলেছেন, তাঁর দেশের লক্ষ্য হামাসকে নির্মূল করা। বাইডেনও এই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থন দিয়েছেন। ইসরায়েলি নেতারা বোঝেন যে এটি করার একমাত্র উপায়: গাজার সব বাসিন্দাকে নির্মূল অথবা বহিষ্কার করা। ফিলিস্তিনিদের সিনাই মরুভূমিতে বিতাড়িত করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ শুধু একটি পরিকল্পনাই প্রকাশ করেনি, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনও মিসর ও জর্ডানে ইসরায়েলের তৈরি এই পরিকল্পনা তুলে ধরতে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন। তবে তাঁরা ঘুরেফিরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে দুটি লেখায় গাজার সব ফিলিস্তিনিকে এই অঞ্চলের আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে বিতাড়িত করার ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। এটা কেউই ভালোভাবে নেয়নি।

ইসরায়েল গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের আর নির্মূল করবে না যতটা না হামাসকে নির্মূল করবে। নেতানিয়াহু ও বাইডেন অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন, তবে তা রাখা যায় না। এটি এই সংঘর্ষের ট্র্যাজেডির অংশ। কেউ স্পষ্ট ও সত্য কথা বলেন না। প্রত্যেকেরই এই বিভ্রান্তি রয়েছে, কোনো না কোনোভাবে হামাস রাজি হবে, অবশ্যই হতে হবে।

কিন্তু হামাস কখনোই সহযোগিতা করে না। তারা প্রতিহত করে থাকে। যতই মিথ্যা বলা হোক না কেন, এটা থামাতে পারবে না। যত বেশি মিথ্যা বাইডেন প্রশাসন বা ইসরায়েলিরা বলবে, বিশ্ব তত কম বিশ্বাস করবে তাদের। এমনকি ইসরায়েল গাজাকে জাতিগতভাবে নির্মূল করতে সফল হলেও, এটি সংঘাতের অবসান ঘটাবে না। হামাস শুধু একটি রাজনৈতিক বা সামরিক সত্তা নয়। এটি একটি আন্দোলন, যা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আপনি এমন আন্দোলনকে বিনাশ করতে পারবেন না। আপনি এ নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন। আপনি এর যোদ্ধাদের হত্যা করতে পারেন। আপনি দখল করতে পারেন। এমনকি এর সব সমর্থককে জাতিগতভাবে নির্মূল করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আন্দোলন টিকে থাকবে। তার মানেই হলো, ইসরায়েলের ব্যর্থতা এবং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলায় তার সামরিক প্রতিরোধের ক্ষয়।

রিচার্ড সিলভারস্টেইন, ইসরায়েলি লেখক

বৃহস্পতিবার, ১১ জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

কাউকে না ডেকে একলা চলো রে

দিনা ফেরদৌস

দিনপঞ্জিকার পাতা পাল্টানোর সাথে সাথেই জীবনের অনেক কিছু পাল্টে যাবে, এটা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না। তবে এটা বলতে পারি, দিনপঞ্জিকার পাতা পাল্টানোর সাথে সাথে অভিজ্ঞতার ঝুড়ি কিছুটা পূর্ণ হতে থাকে। কম অভিজ্ঞতার কারণে কিছুকাল আগেও ছোটখাটো যেইসব বিষয়ে প্রচন্ড রাগ হতো, মনে হতো এক্ষুনি প্রতিউত্তর দেই, প্রমাণ করে ছাড়বো আমিই ঠিক। বহু পরে বুঝেছি, যে বা যারা বুঝতে চাইছে না তাদের এতো গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার কোন মানে হয় না। সময় অনেক বড় শিক্ষক, ধীরে ধীরে সব শিখিয়ে দেয়।

তারপরও মনে হয়েছে কোথাও যেন নিজেকে প্রমাণের একটা যুদ্ধ সব জায়গায় আছে, নীরবভাবে। যেখানে না চাইলেও আমরা যুক্ত হয়ে যাই। পরিচিত এক মামীর কথা মনে পড়ে গেল, যিনি ধারণা করতেন তিনি সংসারের সবকিছুতে পারফেক্ট। তার কাজ ছিল সব সময় অন্যদের ভুল ধরা ,নিজের সাথে তুলনা করে। কারো ঘর উনার স্টাইলে গুছানো নয়, মানেই সে ঘর গুছাতে জানে না। কেউ রান্না করে খাবার উনার বাসায় পাঠালে, খাওয়ার আগেই জিজ্ঞেস করতেন কিভাবে রান্না করেছো। রেসিপি বললে, বলতেন এটা এইভাবে না, ওইভাবে রান্না করতে হয়। কেউ ওইভাবে রান্না করেছে বললে, সেই রান্না আরও চার/ পাঁচভাবে করা যায় বলে জ্ঞান বিলাতেন, বেশি জানেন এটা বুঝাতে। অথচ একজন মানুষ ঘরে বাইরে অনেক কাজ সামলে, সময় নষ্ট করে, শ্রম দিয়ে, উনার জন্যে ভালোবেসে কিছু নিয়ে আসছে তার প্রশংসা জীবনেও উনার মুখ দিয়ে বের হতো না। এমন না যে উনি আহামরি কিছু জীবনে করেছেন রান্নাবান্নার বাইরে। রান্নাবান্নাকে ছোট করে দেখছি না, তবে রান্নাবান্নাই যদি কারো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে, সেখানেও অনেক কিছু শেখার, জানার আছে। কিন্তু সাধারণ কিছু জেনে, সারাক্ষণ সেইসবের বিজ্ঞাপন দিয়ে, অন্যদের ছোট করা নোংরামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ফলে একবার কোন এক আত্নীয়ের বাসায় গেলে উনাকে আর টেবিল সাজিয়ে চৌদ্দপদের রান্না করে না খাওয়ালে, অনেক বদনাম করলেন। সেই মামী অসুস্থ শুনে একবার উনার বাসায় সেই আত্নীয় বেড়াতে গেলে, ইচ্ছে করেই অসুস্থ শরীর নিয়ে চৌদ্দ/ পনেরো পদের খাবার দিয়ে টেবিল সাজিয়ে এমন আচরণ করলেন যে, লজ্জা দিয়ে শিখিয়ে দেবেন, কিভাবে মেহমানদারি করতে হয়। একবারও ভাবার দরকার মনে করেননি, তিনি রান্নাবান্না করে জীবন কাটিয়ে দিলেও, অন্যদের দুনিয়ার আরও বহু কাজের পাশাপাশি রান্নাবান্না করতে হয় শুধু খেয়ে বাঁচার জন্যে। বর্তমানে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ অসুখবিসুখের জন্যেও মশলাপাতি কম দিয়ে খায় নিজেদের মতো। তাই অন্যের ঘরে খেয়ে প্রশংসা করতে না পারলেও বদনাম করে, মসলাদার খাবার খাইয়ে, মেহমানদারি শেখাবার কোন মানে হয় না। জগত ছোট হলে যা হয়, নিজের ছোট জগতে বিশাল জগতের মানুষকেও চিপা দিয়ে মারতে ইচ্ছে করে।

আবার জগত বড় হলে যা হয়। পরিচিত এক আপু, দেখা হলেই গল্প শুরু করে দিতেন, উনি ঘরে বসে থাকার মানুষ নয়। উনি সংসারের কোনকিছুতে তেমন পারদর্শী না, কারণ বাইরের কাজ উনাকে বেশি আকৃষ্ট করে। উনি টাকা রোজগার করতে পছন্দ করেন আর সেই টাকা দিয়ে সাংসারিক সার্ভিস কিনেন। নারী বলতেই সংসারের কাজ করতে হবে বা সবকিছু জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর আপু যে বাইরের কাজ পছন্দ করেন বলে, সংসারের কাজ কিছুই করতে হয় না তা নয়। কিন্তু তিনি এসব কথা বলা শুরু করেন, যখন কাউকে ঘরের কাজ করতে দেখেন, শুধুই আন্ডারস্টিমেট করার বা বাইরে কাজ করার যোগ্যতা সেই ব্যক্তির নেই এটা বুঝাতেই। প্রত্যেকের বাস্তবতা ভিন্ন। আপার বাচ্চাদের যত্ন, রান্না করার জন্য আলাদা মানুষ আছে। এছাড়া দরকার লাগলে যার, তার কাছে বাচ্চা রেখে যেতে পারেন। সকলের সেই সুযোগ নেই বা যার, তার কাছে বাচ্চা রাখবে বা অন্যদের বিরক্ত করতেও কারো কারো বিবেকে বাধে।

এই যে অন্যদের নিয়ে অতি জাজমেন্টাল হয়ে উঠা। আরেকজন তার জীবন কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিছু না জেনে হুটহাট বাক্য ছুড়ে দেওয়া, শুনিয়ে বলা বলা, উপদেশ দেয়া এইসবে কিন্তু মানুষ বিরক্ত হয়। এক বাচ্চা পালতে গিয়ে নিজে যত উপদেশ পেয়েছি, এমন না এই বাচ্চাদের মা-বাবা ছাড়া কেউ লালনপালন করেছেন, অসুখ হলে চিন্তা করেছেন, সেবা দিয়েছেন। এই বাচ্চাদের বড় করতে গিয়ে বহুকিছু বাদ দিয়ে ভাবতে হচ্ছে, কারণ আমার বাচ্চারা এখনো অনেক ছোট। এই সময় সিনিয়র পেরেন্টরা যখন শুনান এই, সেই করি, এখানে সেখানে যাই, শুনি তবে করার কিছু নেই। বাচ্চা কারো বাসায় গিয়ে শোপিস ধরে ফেলবে, ঘর এলোমেলো করবে, দৌড়াবে ((যা বাচ্চাদের সহজাত প্রবৃত্তি) বাচ্চা দুষ্টামি করবে ভেবে অনেক জায়গায় যাওয়াই হয় না। পরে জানলাম এটাকে অনেক আনসোশ্যাল বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ কারো বাসায় গিয়ে যদি অন্যের শখের শোপিস ভেঙে আসে, তখন নিশ্চয়ই বাচ্চাদের দুষ্টামির কারণে অনেকেই মা-বাবাকে দায়ি করা হবে মনে মনে।

একি সমাজে বসবাস করলেও সকলের মানসিকতা একিরকম হবে ভাবার দরকার নেই। আর কোথায়, কে, কোন জিনিস আঁকড়ে ধরে বা কোন বিষয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে, বলা মুশকিল। পরিচিত আরেক দিদি আছেন, যিনি আমার বাসায় আসলেই উপদেশ দিতেন বাচ্চাদের ঘর এতো গুছানো থাকবে কেন, তুমি কি বাচ্চাদের খেলতে দেও না। অথচ আমার ঘর চাইলে ভাড়া দিতে পারি, তা না করে বিশাল এক রুম বাচ্চাদের খেলার জন্যে রেখে দিয়েছি। উনার বাসা ভর্তি অগুছানো ফার্নিচার, সারাঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খেলনা, ঘরে হাটার জায়গা নেই। সেই দিদিই আবার অন্যদের ঘরের কথা বদনাম করেন, যাদের ঘর উনার চেয়েও অগোছালো। এর বাসায় বসার জায়গা নেই, তার বাসার খাওয়া গলা দিয়ে নামে না এতো নোংরা রাখে। কথা হচ্ছে, কার ঘর কে গুছিয়ে রাখবে, কে অগোছালো রাখবে, আমি/ আপনি বলার কে। কাউকে ভালো না লাগলে তার বাসায় যাবো না। কিছু মানুষের স্বভাব হচ্ছে, অন্যদের সাথে মিশবে শুধুই বদনাম করার জন্যে বা ভুল ধরার জন্যে। অথবা সবাইকে নিজের মতো বানিয়ে ফেলবে। অন্যদের সবকিছুতে দোষ খুঁজে বেড়ানো যাদের স্বভাব, তারা এক সময় একা হয়ে যায়, তখন নিজের কাছেও নিজেকে অসহ্য লাগে। এইসব করে যে কেউ খুব শান্তি পায় তা নয়, বরং এইসব আচরণই অসুস্থতা বা বড় অশান্তির কারণ।

যার ফলে সচেতনভাবেই কিছু লোকজনদের এড়িয়ে চলি। এই এড়িয়ে চলার চলার মানে এই নয়, তারা ভালো না। বরং তাদের সাথে ভালোভাবে চলাটা কঠিন বলেই এড়িয়ে চলি। কিছু মানুষের অন্যদের উপর অগাধ প্রত্যাশা। আর এই প্রত্যাশাকেই ভয় পাই। আমাদের সিলেটের একটা প্রবাদ আছে, " বেশি মিঠায় পেট কাটে"। মানে হচ্ছে, অতিরিক্ত মিষ্টি পেটের জন্যে ক্ষতিকর। তাই প্রতিটি বাইরের সম্পর্কে দূরত্ব মেপে চলা দরকার। নতুন বছরকে সামনে রেখে এই মেসেজ দিতে চাই, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে" এই কথা শুধু যেন গানেই থাকে। বাস্তবে, কাউরে না ডেকে নিজের মতো একলা চলতে পারাটাই আরামের। বেশি ডাকাডাকি করলে, পাত্তা দিলে, গুরুত্ব দিলে কিছু মানুষ লম্বা হয়। ধরে নেয় তাদের ছাড়া অচল সব। বরং যাদের ভালো না লাগে বা কাছে গেলে, কথা বললে বিষাক্ত মনে হয়, এদের সরাসরি এড়িয়ে চলা উচিত। ডিলিট করতে না পারলেও আনফলো করা উচিত। তবুও নিজেকে কোথাও প্রমাণ করার বা সাফাই গাওয়ার দরকার নেই। কারো ভাবনাতে জীবন পাল্টায় না বরং নিজের পরিস্থিতি বুঝে যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাই জীবনে অনেক প্রভাব ফেলে। নতুন বছরে পুরানো অভিজ্ঞতার আলোকে যেন নতুন করে ভাবতে পারি সকলে সেই প্রত্যাশাই করি।

নির্বাচন শেষ!

শিতাংশু গুহ

নির্বাচন ২০২৪-এ সবচেয়ে করুন ডায়লগ: 'আমার বউ-বাচ্চা আগুনে মারা গেছে, আমি বের হবো না'! ঘটনা: বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন। কোথাও একটি পোষ্টার দেখেছিলাম, 'নেতার ছেলে বিদেশে পড়ে, ফিরে এসে আপনার নেতা হবে, আপনি নেতার জন্যে প্রাণ দেবেন কেন'? তবু নেতার জন্যে, গণতন্ত্রের জন্যে মানুষ জীবন দেয়! নূর হোসেন দিয়েছিলো, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' গায়ে লিখে।

নির্বাচন শেষ। সার্বিক ফলাফল যেমনটা আশা করা হয়েছিলো, অনেকটা তাই। নির্বাচন কমিশন বলেছে, ৪০% ভোট পড়েছে। ২০১৪-তেও তাই পড়েছিলো। নুতন সরকার গঠিত হবে, শেখ হাসিনা টানা ৪বার, এবং মোট ৫বারের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এটি রেকর্ড।

শেখ হাসিনা ৩বারের বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন, এটিও রেকর্ড। জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হচ্ছেনা, তা বলা যায়। স্বতন্ত্ররা প্রায় সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, এঁরা জোট বেঁধে বিরোধী দল (স্বতন্ত্র) হোক?

নির্বাচনে সুন্দরী নায়িকা, গায়িকারা হেরেছেন। খেলোয়াড়রা জিতেছেন, নায়ক ফেরদৌস জিতেছেন। নির্বাচন কমিশন কিছুটা হলেও সফল। মে-মাসে ভারতে নির্বাচন, আমাদের পুরো নির্বাচন কমিশন ভারত গিয়ে মাস-জুড়ে প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোবল সঞ্চয় করে আসুন, যাতে নির্বাচন কমিশনকে পুরোপুরি কলংকমুক্ত করা যায়? দেশকে প্রশ্নবিদ্ধ না করতে, ভবিষ্যৎ সকল নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠূ করতে কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতে হবে? আর কত?

কিছু কিছু পর্যবেক্ষক নির্বাচনের প্রশংসা করেছেন। এরমধ্যে ওআইসি এবং রাশিয়া আছে। রাশিয়ার নির্বাচন হয় নাম-কে-ওয়াস্তে; আর ওআইসি'র অনেক দেশ নির্বাচন কি জিনিস জানেই না? অধিকাংশ ওআইসি দেশের মানুষের কাছে, বিশেষত: হুজুররা তো প্রকাশ্যেই বলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে, 'কুফরী মতবাদ'! দেশ রূপান্তর পত্রিকায় ৩রা জানুয়ারী একটি হেডিং ছিলো, 'নারী নেতৃত্ব হারাম' -বলে ঈগলে ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগ নেতা।

ডেইলী ষ্টার ৬ই জানুয়ারী হেডিং করেছে, 'আগুন দেয়া হয়েছে যানবাহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরে'। কথা কিন্তু সত্য। প্রশ্ন হলো, মন্দিরে কেন? মসজিদে তো কেউ আগুন দেয়না? ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া বন্ধ হোক। 'আগুন নিয়ে খেলা' বন্ধ হোক।

কথায় বলে, 'নগরে আগুন লাগলে দেবালয় রক্ষা পায়না'- দেশে আগুন লাগলে কারোই রক্ষা নাই, কাজেই আগুন থামান। যাঁরা মন্দিরে আগুন দেয়, তাদের সংখ্যা বেড়েছে, তাই এবার সংসদে হিন্দু এমপি'র সংখ্যা কমে গেছে।

এ নির্বাচন কি আসলেই 'গণতন্ত্রের' হাতছানি? গণতন্ত্র তো 'সোনার হরিণ', ধরা অতটা সহজ নয়! আমাদের এক বন্ধু লিখেছেন, নির্বাচন যাই হোক না কেন, এটি দেশের ইতিহাসে 'রাজাকার মুক্ত' নির্বাচন, এভাবেই দেশ রাজাকার-মৌলবাদ মুক্ত হোক।

এতকাল জানতাম, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'- মাহিয়া মাহীর জন্যে কথাটি সত্য হয়নি। কেজানে হয়তো এজন্যে রেগে ভোটের দিন মাশরাফি এক ভক্তকে 'চড়' মেরেছেন। প্রশ্ন হলো, নির্বাচন তো শেষ, এরপর কি?

ক্ষমতার সমীকরণের কোন পাশটা মানুষের

ফজলুল কবির

একটা ছবি মাথার ভেতর গেঁথে যাচ্ছে ক্রমে। কারিকুরিহীন নিপাট সরল। অথচ কী ভয়ঙ্করভাবে গেঁথে যাচ্ছে মাথায়। পুরো ছবি নয়। বলা যায় এর মধ্যবিন্দুতে না চাইতেই চোখ আটকে যায়। এ এক বিদায় দৃশ্য। হৃদয়ে ক্ষরণ হয় অজান্তে। কারণ, এ বিদায় কোনো প্রিয়জন থেকে ক্ষণিকের নয়। একেবারে চিরতরে। না, এ কোনো স্বাভাবিক বিদায় নয়, নয় কোনো স্বেচ্ছামরণ। কোনো জরিপকাজ ছাড়াই চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় যে, এ নিতান্ত অনিচ্ছার বিদায়।

ট্রেনের জানলায় দু হাত বাইরে রেখে যেভাবে পুড়ে গেল দেহটি, যে আবছায়া হলো রচিত, তা যেন এই গোটা সময়েরই টীকা-ভাষ্য। আর একটু, এই তো গোপীবাগ, তারপরই কমলাপুর। তারপর সামর্থ্যমতো যান খুঁজে নিজ ডেরায়। তারপর প্রিয়জন, প্রিয়জন। এই তো হতে পারত একটি দীর্ঘ যাত্রার আপাত শেষ দৃশ্য। কিন্তু তা পূর্ণযতি হয়ে গেল। আরও অনেকের শরীরে বসে গেল আগুনে-ক্ষতের দাগ।

বলা হচ্ছে বেনাপোল এক্সপ্রেসের কথা। গতকাল (৫ জানুয়ারি, ২০২৪) যার কিছু অংশ আগুনে পুড়েছে। সে আগুন নিভেছেও। কিন্তু আগুনের দৃশ্য কি নিভেছে? হাসপাতালে দগ্ধদের চিকিৎসা চলছে। নিশ্চয় যথাযথ সুশ্রুষায় আহতরা সেরে উঠবেন। কিন্তু ঘরে ফেরার এই যাত্রার একেবারে শেষ বিন্দুর কাছে এসে যে ক্ষত তাঁরা শরীরে নিলেন, নিলেন মগজে ও মনে, তার সুশ্রুষা করবে কে?

আন্তঃসীমান্ত এই ট্রেনে ভারতীয় নাগরিকও থেকে থাকতে পারেন। তবুও এটা কিছুটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশি। কারণ, দেশে নির্বাচনের আবহ। আচ্ছা তাঁরা কি ভারতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, যেমন অনেকেই যায়। গিয়েছিলেন পর্যটনে, যেমনটা এ পর্যটন মৌসুমে হরহামেশাই যাচ্ছেন-আসছেন অনেকে। নাকি কোনো ব্যবসার উদ্দেশ্যে? নাকি দেশেরই নানা অঞ্চল থেকে চড়ে বসেছিলেন ঢাকাগামী ট্রেনটিতে? কোনো বিশেষ কাজে রাজধানীতে, উচ্চশিক্ষা বা চাকরি? যদিও নির্বাচন। যদিও পাতা আছে হিংসার সমীকরণ।

আচ্ছা, যারা চিকিৎসা করিয়ে আসছিলেন, তাঁরা কি প্রিয়জনের রোগমুক্তির আনন্দ নিয়ে ফিরছিলেন? যারা বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরছিলেন ঠিক কত স্মৃতি নিয়ে? যারা নিজের বাড়ি থেকে চুয়াডাঙ্গা বা অন্য জায়গা থেকে ঢাকায় আসছিলেন, তাঁদের চোখে কি স্বপ্ন ছিল কোনো? অথচ এই আনন্দ, এই স্মৃতি, এই স্বপ্ন-সব এক আগুনেই পুড়ে গেল। যার শরীর পুড়ল না, তারও।

তাঁরা সবাই জানতেন, দেশে নির্বাচন হতে চলেছে। তাঁরা জানতেন, ট্রেনে আগুন এখন সাধারণ হয়ে উঠছে। তবু তাঁরা ট্রেনে চড়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে নিশ্চয় ছিল তেজগাঁওয়ের সেই আগুন, যা ট্রেনেই দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নিশ্চয় মনে ছিল, এমন আগুনে ৫ জন পুড়ে গেছে। তবু তাঁরা ট্রেনেই চড়েছিলেন। কী এত প্রয়োজন ছিল?

এই বোকা মানুষেরা জানতেন ট্রেনের লাইন সরিয়ে ফেলা হয়, আগুন লাগানো হয়। এই বোকা মানুষেরা মেনে নিয়েছিলেন, এই সবই করে কিছু দুর্বৃত্ত, যাদের কস্মিনকালেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা জানতেন তদন্ত কমিটি নামের এক দারুণ সোনার পাথরবাটি আছে, যা বারবার দেখানো হয়। এ যেন সেই নিষ্ফলা গাছ, যা থাকে, বাতাস দেয় মাঝেসাঝে; কিন্তু ফল নৈব নৈব চ।

এই বোকা মানুষেরা জানতেন, দেশে নির্বাচন হচ্ছে। তাতে দেশের ৪৪টি দলের মধ্যে ২৮টি অংশ নিচ্ছে; আর ১৬টি নিচ্ছে না। তাঁরা জানতেন, প্রায় দু হাজার প্রার্থী তাঁদের সেবা করার জন্য চেষ্টা করতে করতে যারপরনাই জেরবার। তাঁরা জানতেন, ক্ষমতায় থাকতে চাওয়ারা নির্বাচনমুখী, আর ক্ষমতা পেতে চাওয়ারা নির্বাচন-বিমুখী। তাঁরা জানতেন, উভয় পক্ষেরই তাঁদের সেবা করার ইচ্ছে এতই তীব্র যে, সে সুযোগ না দিলে ঘাড় মটকে যেতে পারে।

এ যেন সেই সুকুমার বাস্তবতা, যেখানে অভয়বাণীর শেষ পাতে থাকে বরাবরই সেই চিরন্তন বাক্য-সত্যি বলছি কামড়ে দেব মিথ্যে এমন ভয় পেলে। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, এই দেশে এই শীত শীত আবহে নির্বাচনের যজ্ঞে কিছু আহুতিরও প্রয়োজনও পড়তে পারে। ভুলে গিয়েছিলেন, এই এত সব আয়োজনের মধ্যমণি হিসেবে বিসর্জনটা তাঁদের কাতার থেকে হওয়াই দস্তুর।

ক্ষমতা তো জনগণের জন্য, জনগণের তরে, জনগণ থেকে উৎসারিত; অতএব এই ক্ষমতার বলি তো জনগণকেই হতে হবে নাকি! তাই হচ্ছে। ট্রেনে বা বাসে বা অন্য কোথাও আগুনে বা হামলায় যতবার মানুষ শব্দটি আক্রান্ত হচ্ছে, ততবার নিশ্চয়ই এই জনগণ নামের মানুষ বা মানুষ নামের জনগণের ক্ষমতার বলয় বাড়ছে। হে দুর্বৃত্ত তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে এই অগণিত মানব-স্রোতের কী হতো!

হে দুর্বৃত্ত, তোমার কারণেই না জানা গেল, জনগণ আদতে গণিতের সেই ভগ্নাংশ, সেই লব বা হর, উভয় পক্ষই যাকে এড়াতে চায়, যা তিরোহীত হলেই শুধু অঙ্ক মেলে। তোমার কারণেই জানা হলো-ক্ষমতার সমীকরণে জনগণ হলো সেই আপদ, যাকে ঝেঁটিয়ে কোণঠাসা করা না গেলে কোনো মীমাংসাই হয় না। তোমাকে ধন্যবাদ। দুর্বৃত্ত তোমায় সালাম। তুমি আরও আরও বহুদিন অধরাই থেকে যেও। তার মধ্যে মানুষ নিশ্চয়ই বুঝে যাবে তার মূল্য। জেনে যাবে, সেবা মানে শুধু সহানুভূতির হাত নয়, খাওয়াও বটে। জানবে আর চিনে নেবে নিজের আদল। জানবে তার হাত-পায়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। জানবে যে, তারও আছে পেশি, চোখ ও মগজ। জেনে যাবে যে, অন্যকে বহুগুণে বাড়ানোরই নয় শুধু চূড়ান্ত ক্ষয়ের মন্ত্রও আছে গাণিতিক ভগ্নাংশের কাঠামোজুড়ে। ততদিন, ঠিক ততদিন...

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন

গুরুত্ব পেলো যেসব বিষয়

ঢাকা ডেস্ক

৭ জানুয়ারী রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আওয়ামী লীগসহ ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তবে একতরফা নির্বাচনের অভিযোগ তুলে শুরু থেকেই নির্বাচন বর্জন করে অন্যতম বিরোধী দল বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল। নানা প্রতিবাদ-কর্মসূচি, অসহযোগ আন্দোলনসহ সবশেষ ভোট বর্জনের দাবিতে দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে দলগুলো।

জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের বিপরীতে এবার ২৯৯ আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ নওগাঁ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল ইসলামের হঠাৎ মৃত্যুতে সেখানে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২২৪ আসন, স্বতন্ত্র প্রার্থী পেয়েছে ৬২টি এবং জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১ আসন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক হাজার ৯৬৯ প্রার্থী।

সারা দেশে ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ২৪টি। এবার ভোট হয়েছে ব্যালট পেপারে, ইভিএমে নয়। অন্যদিকে নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সশস্ত্র বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, বিশেষ বাহিনী ও আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মোতায়েন করা হলেও বিক্ষিপ্ত সহিংসতা, অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে।

দক্ষিণ এশিয়া তথা গোটা এশিয়া উদীয়মান শক্তি হিসেবে বরাবরের মতো বাংলাদেশের নির্বাচন গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে। ভোটগ্রহণের শুরু থেকেই সংবাদ প্রকাশ করছে প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমগুলো।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলজাজিরা সরাসরি লাইভ আপডেট দিয়েছে। 'বিরোধী দলের ভোট বর্জনের মধ্যেই বাংলাদেশে চলছে ভোটগ্রহণ' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম মেয়াদে জয়লাভ করতে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে একতরফা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও রয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের বরাতে বলা হয়েছে, যে

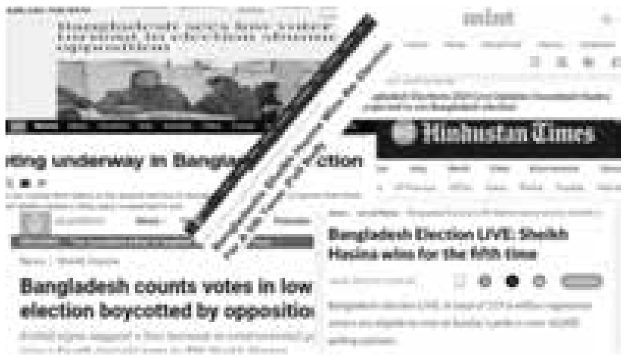

(বিতর্কিত ও একতরফা) নির্বাচন আয়োজন করা হচ্ছে, তা পশ্চিমা অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪, দ্য উইক, আইরিশ এক্সামিনারে প্রকাশিত খবরের শিরোনামেও বিরোধী দলগুলোর ভোট বর্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স২৪-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভোট বর্জনের কারণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা অনেক দুর্বল প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে। দ্য উইকের শিরোনামে বলা হয়েছে, টানা চতুর্থ মেয়াদে শেখ হাসিনার সম্ভাব্য বিজয় আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়া প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম এএফপির শিরোনামে বলা হয়েছে, বিরোধী দল ছাড়া বাংলাদেশে ভোট হচ্ছে। আর মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম সিএনএনের শিরোনামে গুরুত্ব পেয়েছে বিরোধী দলের ভোট বর্জন। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন ভোট গণনা করছেন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা।

এদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ ভারতের গণমাধ্যম আনন্দবাজার এক প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে— সংঘাতময় ও উদ্বেগজনক পরিবেশে নির্বাচন চলছে বাংলাদেশে। আরেকটি গণমাধ্যম মিন্ট 'বাংলাদেশের নির্বাচন: ভারতের জন্য শেখ হাসিনার পুনর্নির্বাচনের মানে কী?' এমন শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

দ্য গার্ডিয়ান শিরোনাম করেছে, বাংলাদেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় আসছেন শেখ হাসিনা।

প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের শিরোনামে বলা হয়েছে, বিরোধীদের বয়কটের পরও বাংলাদেশে চলছে ভোটগ্রহণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতেই বাংলাদেশে ভোটার সংখ্যা কম।

আরেক প্রভাবশালী মার্কিন গণমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের শিরোনাম—'দমন-পীড়ন ও বর্জনে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের নির্বাচন, ভোটগ্রহণ চলছে'। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনের ফল কী হবে, তা আগেই অনুমান করা যাচ্ছে। মোটাদাগে বলতে গেলে, এটি একটি একতরফা নির্বাচন। ভোট নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা কম দেখা গেছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনের আগে অন্তত ১৮টি নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। তবে নির্বাচনের দিন পরিস্থিতি বলতে গেলে শান্তিপূর্ণ ছিল। মোটামুটি ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। প্রধান বিরোধীদের নির্বাচন বর্জনের কারণে টানা চার মেয়াদে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার পথ সুগম হয়েছে।

জাপানের সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়ায় 'বাংলাদেশে উত্তেজনাপূর্ণ ভোটাভুটির পর এবার ফল প্রকাশের পালা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমালোচনা' শিরোনামে খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনই কেবল ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েনি। ২০১৪ সালের নির্বাচনও বর্জন করেছিল বিএনপি। ওই নির্বাচনে ১৫৩ আসনে বিনাভোটে জিতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল আওয়ামী লীগ।

ভোট সুষ্ঠু হয়নি জানালেন জি এম কাদের

ঢাকা অফিস

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, নির্বাচন ভালো হয়নি, সুষ্ঠু হয়নি, গ্রহণ যোগ্য হয়নি। আওয়ামী লীগ যেখানে চেয়েছে সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন করছে, যেখানে চায়নি সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। তবে নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও জাতীয় পার্টি নির্বাচন প্রত্যাখান করবে না, সংসদে যাবেন তিনি।

৮ জানুয়ারী সোমবার সকালে রংপুর নগরীর সেনপাড়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেন, ভোটের দিন নানান ভাবে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের হয়রানি করা হয়েছে। ভোটের দিন সকাল ১০ টার মধ্যে কেন্দ্র দখল করে সিল মেরেছে। প্রশাসন তাদের পক্ষে ছিলো। রংপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবস্থান ছিলো কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পরিবেশ দেয়া হয়নি। ভোটের ফলাফল আশানুরূপ পায়নি।

এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ (সদর ও সিটি করপোরেশন) আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের (লাঙ্গল)। আগে এ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন তার ভাতিজা এরশাদপুত্র রাহগীর আলমাহি সাদ।

৭ জানুয়ারী রোববার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান এই আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থী জিএম কাদের ৮১ হাজার ৮৬৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তৃতীয় লিঙ্গের আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ারা ইসলাম রানী (ঈগল) পেয়েছেন ২৩ হাজার ৩২৬ ভোট।

রংপুর-৩ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৭২ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৭ হাজার ২৯৪ জন আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার মাত্র দুইজন।

৬টি আসনের ৫টিতে নৌকা ও ১টিতে স্বতন্ত্র জয়ী

রোমেনা রোজী

ড. এ কে আবদুল মোমেন, শফিকুর রহমান চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমরান আহমদ, মাওলানা হুছাম উদ্দিন চৌধুরী ও নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সিলেটে কয়েকজন প্রার্থীর বর্জনের মধ্যেও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে জেলার ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫টিতে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা। আর একটিতে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ফুলতলী পীরের ছেলে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি মাওলানা হুছাম উদ্দিন চৌধুরী।

সিলেট-১ আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। তার সাথে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেননি কোনো প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বী চার প্রার্থীর সবাই জামানত হারিয়েছেন। সিলেট-২ আসনে ৮৮ হাজার ৪০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের শফিকুর রহমান চৌধুরী। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মুহিবুর রহমান মুহিব ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ১৬ হাজার ৫৩৬ ভোট। এই আসনে সাবেক সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইয়াহিয়া চৌধুরী পেয়েছেন ৬৮৩৭ ভোট।

সিলেট-৩ আসনে ৮০ হাজার ৫৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের হাবিবুর রহমান হাবিব। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সদস্য ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল ট্রাক প্রতীকে ৩৫ হাজার ৪০৫ ভোট পেয়েছেন।

সিলেট-৪ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। তিনি পেয়েছেন ২ লাখ ৭ হাজার ৯৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল বিএনপির আবুল হোসেন সোনালী আঁশ প্রতীকে পেয়েছেন ৪ হাজার ১১ ভোট। এছাড়া ওই আসনের ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী মো. নাজিম উদ্দিন কামরান মিনার প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ৫২ ভোট।

সিলেট-৫ আসনে ৪৪ হাজার ৭৯৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী, ফুলতলী পীরের ছেলে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি মাওলানা হুছাম উদ্দিন চৌধুরী। তার প্রতীক ছিল কেটলি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থী মাসুক উদ্দিন আহমদ ৩২ হাজার ৫১ ভোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ড. আহমদ আল কবীর ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ১৯ হাজার ৯৬৭ ভোট।

সিলেট-৬ আসনে ১৬ হাজার ৪৮৬ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে নৌকা প্রতীক। নৌকা প্রতীকে ৫০ হাজার ৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন নুরুল ইসলাম নাহিদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী কানাডা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সরওয়ার হোসেন ঈগল প্রতীকে ৩৩ হাজার ৬০৪ ভোট।

সুনামগঞ্জের ৫টি আসনের ৪টিতে বিজয়ী নৌকা, ১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী

রোমেনা রোজী

সুনামগঞ্জের ৫টি আসনের মধ্যে ৪ টিতেই জয় পেয়েছেন নৌকার প্রার্থীরা ব্যতিক্রম কেবল সুনামগঞ্জ-২ আসন (দিরাই-শাল্লা)।

সুনামগঞ্জ-২ আসন (দিরাই-শাল্লা) নৌকার জয়জয়কারের এই ভোটে বিরুদ্ধে স্রোতে দাঁড়িয়ে সুনামগঞ্জ-২ আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ড. জয়া সেনগুপ্তা। প্রায় ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় লাখ করেছেন কাঁচি প্রতিকের প্রার্থী জয়া। ড. জয়া সেন এই আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় বর্তমান সংসদ সদস্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নৌকা প্রতীকে আল আমিন ৪২ হাজার ৭৫ ভোট এবং কাঁচি প্রতীকে জয়া সেনগুপ্তা ৫০ হাজার ২৯৫ ভোট পেয়েছেন। ফলে প্রায় ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেছেন জয়া সেন।

সুনামগঞ্জ-১ (ধর্মপাশা, মধ্যনগর, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর) আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী রঞ্জিত চন্দ্র সরকার ১ লাখ ৯৯৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন কেটলী প্রতীকে ৪৯ হাজার ৯৪১ ভোট ও ঈগল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী সেলিম আহমদ ৪৩ হাজার ৭১০ ভোট পেয়েছেন।

সুনামগঞ্জ - ৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও পরকিল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। টানা চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। মান্নান মোট ভোট পেয়েছেন ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৯৮ । তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তৃণমুল বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শাহীনূর পাশা চৌধুরী পেয়েছেন মাত্র ৪ হাজার ৯৫ ভোট। এই আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৪৫টি।

সুনামগঞ্জ - ৪ (সুনামগঞ্জ সদর-বিশ্বম্ভরপুর) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ড. মোহাম্মদ সাদিক ৯০ হাজার ৫৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য এডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ পেয়েছেন ৩১ হাজার ৭২১ ভোট। সুনামগঞ্জ - ৫ (ছাতক- দোয়ারাবাজার) আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৬৪টি। বেসরকারি ফলাফলে এগিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মুহিবুর রহমান মানিক। প্রাপ্ত ভোট ৪১ হাজার ১৭৪। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শামীম আহমদ চৌধুরী।

বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে: জাতিসংঘ

নিউজ ডেস্ক

সকল বাংলাদেশিদের ভবিষ্যত হুমকির মুখে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান গতিপথ পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরিতে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভল্কার তুর্ক। ৮ জানুয়ারী সোমবার রাতে জেনেভায় জাতিসংঘ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণের বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার। তিনি ভোটের পরিবেশ নিয়েও সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে রোববার ভোটের দিন বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের প্রতি সহিংসতা ও দমন–পীড়নের বিষয়টিও তুলে ধরেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার বলেন, ভোটের আগের মাসগুলোতে হাজার হাজার বিরোধী সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে বা ভয় দেখানো হয়েছে। এই ধরনের কৌশল সত্যিকারের প্রকৃত প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয়। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি, যেন সকল বাংলাদেশির মানবাধিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমলে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে যাতে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল–বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছিল। আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ভোটের আগে গণগ্রেপ্তার, হুমকি, জোরপূর্বক গুম, ব্ল্যাকমেইলিং এবং নজরদারির মতো পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাগুলো বিরোধী দলগুলো করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৮ অক্টোবর থেকে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাসহ প্রায় ২৫ হাজার বিরোধী সমর্থকরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত দুই মাসে কমপক্ষে ১০ জন বিরোধী সমর্থক নিহত অথবা হেফাজতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। আটক অবস্থায় সম্ভাব্য নির্যাতন বা কঠোর পরিবেশ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ জানিয়েছে মানবাধিকার হাইকমিশনার।

প্রচুর মানবাধিকার কর্মীরা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর কিছু পালিয় গিয়েছেন ও ডজনখানেক গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে নভেম্বর মাসে।

ভল্কার তুর্ক বলেন, এই ঘটনাগুলো অবশ্যই স্বাধীনভাবে তদন্ত করা উচিত এবং দায়ীদের অবশ্যই ন্যায্য ও স্বচ্ছ বিচারে বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেই সঙ্গে প্রচারণা চালানোর সময় এবং নির্বাচনের দিনেও আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং কার্যকরভাবে তদন্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে এসেছিল, এটি নষ্ট হওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করি এটি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও বিস্তার করবে। সকল বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে।

নৌকায় উঠেও ডুবে গেলেন জাসদের ইনু

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে নৌকা প্রতীকে পরাজিত হয়েছেন এই আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য ও জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসানুল হক ইনু। তিনি পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের কামারুল আরেফিন। তিনি মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশনের পর্ষদ পুনর্গঠনে সভা

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশন এর পর্ষদ পুনর্গঠনকল্পে এক সভা ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। আটলান্টিক সিটির ১৩০০ আটলান্টিক এভিনিউস্থ সিটি সেন্টার ভবনের ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত বোর্ড অব এডুকেশন এর সভা কক্ষে এই পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ সভা সঞ্চালনা করেন পর্ষদ সদস্য সচিব এনজি ব্রাউন। পর্ষদ সভায় পর্ষদ সদস্য শে স্টিল, প্যাট্রিসিয়া বেইলি, রুথ বায়ারড, সুব্রত চৌধুরী, ওয়ালটার জনসন, টরেস মেফিল্ড, হলিশা ব্রিজারস, কাশওয়ান ম্যাকিনলে ও মোঃ এ সিদ্দীক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে বিজয়ী তিনজন সদস্য শপথ নেন।

আটলান্টিক সিটি বোর্ড অব এডুকেশনের সলিসিটর মিসেস ট্রেসি রিলি তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান, পরে তারা পর্ষদ সভায় যোগ দেন।পর্ষদ সভায় পর্ষদ সদস্যরা চলতি বছরের জন্য শে স্টিলকে পর্ষদ সভাপতি ও ওয়ালটার জনসনকে সহ সভাপতি নির্বাচিত করেন।

পর্ষদ সভায় আটলান্টিক সিটি বোর্ড অব এডুকেশন এর সুপারিনটেন্ডেন্ট ড: মিসেস লা কোয়েটা স্মল সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগন ও বিভিন্ন কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

আমার এবারের বিজয়টা বিস্ময়কর : মেনন

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে অনুভূতির বিষয়ে দলটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, 'হারাধনের একটি ছেলে। টেকাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সংগ্রাম করে টিকে থাকাটা বড় ব্যাপার! বিশেষ করে আমরা যারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশি-চলি, যাদের অর্থবিত্ত নেই, তাদের এ ধরনের নির্বাচনে বেড়িয়ে আসা কঠিন কাজ।'

বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী এমপিদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

মেনন বলেন, 'আমার বিজয়টা এবার বিস্ময়কর লেগেছে! কারণ আমি '৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচন করে এবারই সর্ববৃহৎ ব্যবধানে জিতেছি। প্রায় ৯০ হাজার ভোটে আমি জিতেছি। ভোটে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা আমার ভালো লেগেছে।'

রাজধানী ছেড়ে নিজ এলাকায় চলে যাওয়ার বিষয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির এই নেতা বলেন, 'এই আসনে ১৯৯১ সালেও আমি এমপি ছিলাম। সেখানে পিছিয়ে থাকা লোকজন রয়েছে। তার পরও আমি মনে করেছি যে, মানুষ আমাকে পুরোনোভাবেই গ্রহণ করেছে আর সেভাবেই তারা আমাকে দেখতে চায়।'

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটের শরিক দল হিসেবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে একমাত্র বিজয়ী হয়েছেন পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। বরিশাল-২ আসনে (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি সেখানে বিজয়ী হয়েছেন। ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ১৭৫টি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে ফাইয়াজুল হক ঈগল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৩১ হাজার ৩৯৭ ভোট।

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসঅ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসঅ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্যাটার্সনে প্রথম বাংলাদেশি স্কুল বোর্ড কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউজার্সির প্যাটার্সন সিটির স্কুল বোর্ড কমিশনার হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ এইচ রশিদ। উত্তর আমেরিকায় ঐতিহ্যবাহী এ নগরে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এমন পদে অভিষিক্ত হলেন প্রথম একজন বাংলাদেশি। ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার প্যাটার্সনের জোসেফ এ ট্যাব স্কুলের মিলনায়তনে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিটি মেয়র মেয়র আন্দ্রে সায়েগ।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের অভিবাসনের ইতিহাসে প্যাটার্সন সিটির নাম উঠে আসে। শতবছর আগে থেকেই পূর্ব বাংলা থেকে জাহাজে করে আসা লোকজনের অনেকেরই নোঙর হয়েছিল এ সিটিতে। একসময় শিল্প কারোখানার কোলাহলের প্যাটার্সন সিটিতে বাংলাদেশি জনসমাজের তিন প্রজন্ম চলছে। এরমধ্যেই সিটি কাউন্সিলসহ মূলধারার কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশিদের ক্রমশ উত্থান ঘটেছে।

গত নির্বাচনে সম্মানজনক ভোটে নির্বাচিত হয়েছে স্কুল বোর্ড কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ। তিন বছর মেয়াদের এ সম্মানজনক পদে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশির অভিষেক হলো। মেয়র মেয়র আন্দ্রে সায়েগ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে বলেছেন,প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মোহাম্মদ রশিদ এরমধ্যেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শপথ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ রশিদের স্ত্রী, কন্যা, নিকাটাত্মীয়সহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানের পর দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় মোহাম্মদ রশিদ বলেছেন, স্কুল বোর্ড কমিশনার হিসেবে নিজের সর্বোচ্চ প্রয়াস দিয়ে ব্যতিক্রম আনার চেষ্টা করবেন। একজন বাংলাদেশি হিসেবে তাঁর এ অর্জন অভিযাত্রার জন্য তিনি স্বদেশি কমিউনিটির কাছে কৃতজ্ঞ বলে জানালেন। বাংলাদেশি হিসেবে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে কাজ করে যাবেন বলে মোহাম্মদ রশিদ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেন।

> গত নির্বাচনে সম্মানজনক ভোটে নির্বাচিত হয়েছে স্কুল বোর্ড কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ। তিন বছর মেয়াদের এ সম্মানজনক পদে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশির অভিষেক হলো।

বাংলাদেশের নোয়াখালীতে জন্ম নেয়া মোহাম্মদ রশিদ বেঁড়ে উঠেছেন চট্টগ্রাম নগরে। প্রায় তিন দশক থেকে এ আমেরিকা অভিবাসী স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ প্যাটার্সনে বসবাস করে আসছেন। মোহাম্মদ রশিদের শপথ অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী সাহনাজ রশিদ, মেয়ে রেহনুমা রশিদ এবং নাজিফা রশিদ, ফোবানার সাবেক সভাপতি মীর চৌধুরী, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, প্যাটার্সন সিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শাহিন খালিক, কমিউনিটি নেতা হারুন চৌধুরী, আবু চৌধুরী, জয়নাল আবেদীনসহ সিটি কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবেশে আবারও টোল বৃদ্ধি!

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবেশের জন্য আবারও টোল বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ জানুয়ারি রোববার থেকে এ টোল বৃদ্ধি কার্যকরের কথা জানিয়েছে পোর্ট অথরিটি অফ নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউজার্সি। ব্রিজ ও ট্যানেলে আগের নির্ধারিত টোলের সাথে ৬৩ সেন্টস করে যুক্ত হবে। মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয় বলে পোর্ট অথরিটি থেকে জানানো হয়েছে।

টোল বৃদ্ধি কার্যকর হওয়া প্রবেশ পথগুলো হচ্ছে লিংকন ট্যানেল, হল্যান্ড টানেল, জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ, বেওন এবং গথেলস ব্রিজ এবং আউটার ব্রিজ ক্রসিং। টোল বৃদ্ধির ফলে নিউইয়র্ক সিটিতে পরবেশের জন্য ব্যস্ত কর্মসময়ে ১৫ দশমিক ৩৮ ডলার এবং ব্যস্ত সময়ের বাইরে ১৩ দশমিক ৩৮ ডলার টোল পরিশোধ করতে হবে। নিউইয়র্ক থেকে নিউজার্সিতে প্রবেশের জন্য ব্রিজ, ট্যানেলে টোলের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

যেসব যানবাহনে নিউইয়র্ক বা নিউজার্সি রাজ্যের ইজি পাস নেই, তাদের ঘরে ডাকযোগে টোলের বিল চলে যাবে। ডাকযোগে পাওয়া নিম্নতম টল ১৬ ডলার ৬৩ সেন্টস হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন আর কোন প্রবেশ পথেই নগদ অর্থে টোল আদায় করা হয় না।

নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টদের বহনের জন্য বাস কোম্পানির বিরুদ্ধে মেয়রের মামলা

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্ট প্রবাহ ঠেকাতে ১৭টি বাস কোম্পানির নামে মামলা করেছেন। এ বাস কোম্পানির বাসগুলো টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে আসা ইমিগ্র্যান্টদের নিউইয়র্কে পরিবহন করে নিয়ে আসছিল। রাজ্যের আইন অনুযায়ী, সরকারি সাহায্য নির্ভরতার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিউইয়র্কে ছেড়ে দিলে এর অর্থনৈতিক দায় যারা এমন ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের উপর পড়বে।

নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টদের প্রবাহ টেকাতে নিউইয়র্ক বেপরোয়া পক্ষেপের অংশ হিসেবে মেয়র অ্যাডামস এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। টেক্সাসের রিপাবলিকান রাজ্য গভর্নর প্রতিমাসে হাজার হাজার লোককে বাসে উঠিয়ে নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নিউইয়র্ক পৌঁছার পর এসব আশ্রয়প্রার্থী ইমিগ্র্যান্টদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা নিয়ে রাজ্য সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ৩৩ হাজারের বেশি এমন ইমগ্র্যান্টদের সামাল দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংকটের কারণে মেয়র অ্যাডামস এরমধ্যেই বাজেট কর্তনে বাধ্য হয়েছেন। ফেডারেল সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া হলেও তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। নিউইয়র্কের সর্বত্র নথিপত্রহীন অভিবাসীদের অবাধ বিচরণে নানামুখী সংকটও সৃষ্টি হয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মেয়র এরিক অ্যাডামসের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় টেক্সাসে বাস কোম্পানিগুলোকে বিবাদী করা হয়েছে। মামলার কারণে যদি ইমিগ্র্যান্টদের প্রবাহ বন্ধ করা যায়, এমন একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এদিকে নিউইয়র্কে বাসযাত্রার স্থানে স্থানে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। যাতে করে টেক্সাস থেকে আসা বাস যেন নিউজার্সির কোথাও থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে চলে যেতে না পারে।

১৭টি বাস কোম্পানীর নামে মামলা দায়েরের পর মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, টেক্সাসের গভর্নরের রাজনৈতিক চাপের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান গ্রহণ করেছি। সীমান্ত দিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থী লোকজনকে নিউইয়র্কে টেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে টেক্সাসে গভর্ণর রাজনৈতিক চাল চালছেন বলে অ্যাডামস আবার অভিযোগ করেছেন।

আবেদন গ্রহন শুরু কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারপদে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আবেদন গ্রহন শুরু হয়েছে কইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারপদে। আবেদন গ্রহনের শেষ তারিখ আগামী ১৬ ফেব্রয়ারি। এ বছর ১৪টি বোর্ডেই মেম্বার পদে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রত্যেকটি কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। ২ বছর মেয়াদে নির্বাচিত সদস্যরা আগামী ১ এপ্রিল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। যারা বর্তমানে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরও আগামী ২ বছরের জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে। এ পদের জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। অনেকেই আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রায় ২৫ জন বিভিন্ন ব্যরোতে বর্তমানে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এরমধ্যে ১৩ জনই কুইন্স কাউন্টি থেকে। তাদের অধিকাংশই জামাইকা, এস্টোরিয়া ও জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ব্রংকস ব্যরোতে ৭ জন বাংলাদেশি প্রতিনিধিত্ব করছেন। কুইন্স ব্যরোর সদস্যের মধ্যে ৫০ ভাগ পদে ক্‌ইন্স ব্যরো কুইন্স ব্যরোর সদস্যের মধ্যে ৫০ ভাগ পদে ক্‌ইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস সরাসরি নিয়োগ দেবেন। অবশিষ্ঠ ৫০ ভাগ পদে মনোনীত করেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বাররা। মূলধারার রাজনীতিতে এই কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদে সার্ভ করাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত করা হয়। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি বিভিন্ন ব্যরোতে কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে কাজ করে আসছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন শাহ নেওয়াজ, আবু জাফর মাহমুদ,মোহাম্মদ আলী, আব্দুর রহিম হাওলাদার, ফাহাদ সোলায়মান, আমিন মেহেদী, আনাফ আলম, হারুনর রশীদ,দিলীপ নাথ, তরিকুল ইসলাম, টিপু সুলতান, নুরুল হক, মোহাম্মদ এন মজুমদার, মোহাম্মদ আলা উদ্দীন, ইব্রাহিম বারো ভূঁইয়া, আবু নোমান, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার ও আহসান হাবিব।

> কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস বলেছেন, এ বছরে ১৪টি বোর্ডেই নতুন কওে মেম্বার নির্বাচিত করা হবে।

কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস বলেছেন, এ বছরে ১৪টি বোর্ডেই নতুন কওে মেম্বার নির্বাচিত করা হবে। তিনি বলেন, ভলান্টারি ও আনপেইড এই পদের জন্য এথনিক ও ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির লোকজনের আগ্রহ বাড়ছে। ২০২৩ সালে ৯৩৮টি আবেদন জমা পড়েছিল। যার অধিকাংশই ছিল ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির সদস্য।

কমিউনিটি বোর্ডে নির্বাচিত সদস্যদের মাসিক বোর্ড ও কমিউনিটি সভায় সভায় যোগ দিতে হয়। সদস্যদের অন্যতম দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমির ব্যবহার ও জোনিং ইস্যুতে ভূমিকা রাখা। এ ছাড়া বোর্ড এলাকার আইন শৃংখলা ও সিটির বাজেট নিয়ে পাবলিক হেয়ারিং এর আয়োজন করা।

৩ প্রতিমন্ত্রীসহ ১৪ সংসদ সদস্য হারলেন স্বতন্ত্রদের কাছে

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ সরকারের ৩ জন প্রতিমন্ত্রী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেরেছেন। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর একজন ও সম্পাদকমণ্ডলীর দুজন সদস্যসহ বেশ কয়েকজন বর্তমান সংসদ সদস্য নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১১ জন ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এই হিসাব রোববার রাত সাড়ে ১২টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। এদিন ভোট হওয়া ২৯৯টি সংসদীয় আসনের মধ্যে তখন পর্যন্ত ১১১টির বেসরকারি ফলাফল পাওয়া যায়।

বর্তমান মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ২৩ মন্ত্রী, ১৮ প্রতিমন্ত্রী ও ৩ জন উপমন্ত্রী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন ছাড়া সবাই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। এর মধ্যে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলীকে পরাজিত করে চমক দেখিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিচিত মুখ ও যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ সায়েদুল হক (ব্যারিস্টার সুমন)। তিনি হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে প্রায় প্রায় এক লাখ ভোটের ব্যবধানে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীকে হারিয়েছেন।

সৈয়দ সায়েদুল হক পেয়েছেন ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাহবুব আলী পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৫৪৩ ভোট।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যও এবার ভোটে জিততে পারেননি। যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াকুব আলীর কাছে হেরেছেন তিনি। ঈগল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করা ইয়াকুব আলী পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৪৬৮ ভোট। স্বপন ভট্টাচার্য্য পেয়েছেন ৭২ হাজার ৩৩২ ভোট।

ঢাকা-১৯ আসনে (সাভার ও আমিনবাজারের একাংশ) আওয়ামী লীগের প্রার্থী ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানও ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

এ ছাড়া এবারের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাননি তিনজন প্রতিমন্ত্রী। তাঁরা হলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। তাঁরা ভোটে অংশ নেননি।

ঢাকায় হলো বায়োস্কোপ ফিল্মসের নতুন বছরের মীট এন্ড গ্রীট

ডেস্ক রিপোর্ট

২ জানুয়ারী মঙ্গলবার ঢাকা'র লেক ভিউ টেরাস হোটেলের লা ভিটা বলরুমে অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক চলচ্চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ২০২৪ বছরের মীট এন্ড গ্রীট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকজন অভিনেতা, অভিনেত্রী , পরিচালক, প্রযোজক এবং শুভানুধ্যায়ী ।

উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর অন্যতম কর্ণধার নউশাবা রশীদ বলেন , " একজন চিকিৎসক এবং একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার দম্পতি ২০১৭ সালে চলচ্চিত্রকে ভালবেসে আমেরিকায় যে যাত্রা শুরু করেছিল , আপনাদের সাহায্য এবং ভালবাসায় এখন সেই বায়োস্কপ ফিল্মস ৩৯টি বাংলা চলচ্চিত্র আমেরিকা কানাডায় দেখিয়ে বাংলা ছবি'র এক স্থায়ী দর্শক উত্তর আমেরিকায় তৈরী করতে পেরেছে । তিনি বলেন, ২০২৩ সালে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে বাংলা ছবি নিয়ে ইন করেছি । আমাদের দুবাই অফিস এখন পুরোদমে কাজ শুরু করেছে এবং কাতার, বাহরাইন , কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব এবং আবু ধাবি তে সিনেমা দেখানোর লাইসেন্সে এখন আমাদের আছে । " নৌশাবা রশিদ আরো বলেন – " আপনারা আরো জানেন, আমাদের প্রযোজিত প্রথম ছবি "দাফন" এর কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে এবং এ বছরেই আমরা এ ছবি'র মুক্তি দেয়ার আশা রাখি । "

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান তার বক্তব্যে বলেন – " রাজ ভাই রুবনা আপা'র সাথে ২০১৬ সাল থেকে আমার পরিচয় । অত্যন্ত ভাল মানুষ এরা দু'জনেই । আমার প্রথম প্রযোজিত ছবি "দেবী" আমেরিকায় তারাই দেখিয়েছিলেন । দু'জনেই চলচ্চিত্র ভালবেসে এ'কাজ করে যাচ্ছেন , এবং বাংলা ছবিকে অত্যন্ত পজিটিভ আঙ্গিকে পৃথিবীর দরবারে নিয়ে আসছেন । আমার নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান "সি তে সিনেমা' -র অনেকগুলো কাজ আগামীতে আসছে , আপনারা সাথেই থাকবেন।" জয়া আহসান ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সাজু খাদেম এবং অভিনেত্রী আজমেরি হক বাধন ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী , নৃত্যশিল্পী , সমাজসেবক, রাজনিতীবিদ প্রাক্তন টেলি যোগাযোগ এবং ইনফোরমেশন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট তারানা হালিম বলেন, " বায়োস্কোপ ফিল্মস সুদূর আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে বাংলা ছবি নিয়ে যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন ।" এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন – " আমাদের চলচ্চিত্রের মান উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের চলচ্চিত্রের সমাদরও বাড়ছে । এই উন্নয়নে সরকারি অনুদান এবং বাংলাদেশ সরকার এবং মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা'র অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই । প্রধানমন্ত্রী নিজেও একজন চলচ্চিত্র প্রেমী।" প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলা ছবি'র পাশে দাড়াবার আহ্বান জানান তারান হালিম ।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বায়োস্কোপ ফিল্মস প্রযোজিত এবং কৌশিক শঙ্কর দাশ পরিচালিত " দাফন" ছবি'র কলা কুশলীদের পরিচয় করিয়ে বক্তব্য রাখেন বায়োস্কোপ ফিল্মস এর প্রধান অপারেশেন্স অফিসার শুভজিত রায় এবং পরিচালক কৌশিক শঙ্কর দাশ । মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রুনা খান , শাবনাম ফারিয়া, প্রিয়ন্তী ঊরবী , অভিনেতা সাইফ খান , মাসুদ মইনুদ্দিন এবং প্রধান এ,ডি আউরঙ্গযেব ।

নতন বছরের এই মীট এন্ড গ্রীট অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন – স্বনাম ধন্য পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী , বিশিষ্ট পরিচালক ফখরুল আরেফিন খান , মিশন এক্সট্রীম ছবির নিরমাতা সানি সানোয়ার , প্রহেলিকা ছবির পরিচালিকা চয়নিকা চৌধুরী এবং অরুন চৌধুরী এবং ছবির প্রযোজক জামাল হোসেইন , ৭১'সেই সব দিন ছবি'র পরিচালিকা হৃদি হক , কৌশিক শঙ্কর দাশ , বিশিষ্ট প্রযোজক এবং গুলোই ছবির নিরমাতা খুরশেদ আলম খসরু , রিকশা গার্ল ছবির প্রযোজক সকাল এবং মেহজাবিন চৌধুরী , শাপলুডু ছবির পরিচালক গোলাম সোহরাব দোদুল, জনপ্রিয় গীতিকার আসিফ ইকবাল , বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খাইরুল আনাম শাকিল এবং মাসুদা আনাম কল্পনা , RTV র হেড অফ প্রোগ্রামিং দেওয়ান শামসুর রকিব এবং নিরবাহী পরিচালক কামরুজজামান রনি ।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভেতর উপস্থিত ছিলেন – জয়া আহসান, আজমেরি হক বাধন, রুনা খান, সাজু খাদেম, আহসান হাবিব নাসিম , শাবনাম ফারিয়া, সোহানা সাবা , গাজি আব্দুন নূর , নিশাত প্রিওম , তানজিকা আমিন, প্রিয়ন্তী উরবী , সাইফ খান , এ কে আজাদ সেতু প্রমূখ ।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ. এস. এ জব
৫.এম. টি . এ জব
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার ------------(দু.:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার -------------------------শনিবার--------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ড. সুলতানা আলম: অধিকার ও মানবতার পক্ষে আজন্ম উচ্চারিত জোরালো কণ্ঠ

শাহানা বেগম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন

ডঃ সুলতানা আলম। ২০২৪ সালে এসেও ফিলিস্তিনের বিপন্ন মানুষের পক্ষে দাঁড়ান। ইসরাইলের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে বাইডেন সরকারের নীতির প্রতিবাদ জানান। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় মানবতাবাদী আমেরিকানদের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্দোলন করেছেন।

গত ৭ জানুয়ারি রোববার ডঃ সুলতানা আলম কথা বলেছেন এক ভার্চুয়েল সভায়। আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা নানা পেশাজীবীদের নিয়ে এ সভার আয়োজন করেন প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ। সভায় ডঃ সুলতানা আলম দৃঢ়তার সাথে বললেন, মানুষের অধিকারের পক্ষে আমাদের সোচ্চার থাকতে হবে। জনগণের জন্য করা সব কাজকে সমন্বয় করে আমেরিকার মূলধারার সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশিদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি।

১৯৭১ সালে ডঃ সুলতানা আলম তরুণী মাতা ছিলেন। যে অল্পসংখ্যক বাংলাদেশি ফিলাডেলফিয়াতে মানবতাবাদী আমেরিকানদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্দোলনে নেমেছিলেন তারমধ্যে তিনি একজন। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সুলতানা আলম। তৎকালীন নিক্সন সরকার কংগ্রেসের আইন ফাঁকি দিয়ে গোপনে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাতে থাকে। তখন কোয়েকার গ্রুপের নেতা রিচার্ড টেইলার বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর দল জীবন বিপন্ন করে বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে বাল্টিমোর এবং ফিলাডেলফিয়া এলাকায় অস্ত্র নিতে আসা পাকিস্তানি জাহাজগুলোকে অবরোধ করতে থাকেন। মিডিয়াতে খবর হতে থাকে বিষয়টি একসময়, রিচার্ড টেইলর ফিলাডেলফিয়া খালাসীদের নেতা আফ্রিকান আমেরিকান রিচার্ড এসকিউর কাছে সহায়তা চান। বিশাল দেহের আর বিশাল হৃদয়ের মানুষ রিচার্ড এসকিউ তখন সবাইকে সাথে নিয়ে ফ্লোরিডার মায়ামীতে খালাসিদের বাৎসরিক সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর অনুরোধে বাংলাদেশি নাগরিক সুলতানা আলমকে হাজারো শ্রোতার উদ্দেশ্যে তিন মিনিট বক্তৃতা করার সুযোগ করে দেয়া হয়।

সুলতানা আলম তাঁর পরিষ্কার ইংরেজিতে চোখে জল নিয়ে, শাড়ি পেঁচিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। সুলতানা বলেন, আমার দেশে আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ক্ষমতা না দিয়ে গণহত্যা শুরু করেছে। কংগ্রেস না করার পরেও কেন আপনারা আমার দেশের নিরীহ মানুষ ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

সুলতানা আলমের বক্তৃতা শুনে গর্জে উঠেন তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতা, আরেকজন আফ্রিকান আমেরিকান। আমেরিকায় তাঁদের দুঃখেরও ছিল অনেক অকথিত কাহিনি। সেই সম্মেলনেই ঘোষণা দেয়া হলো, আজ থেকে আমরা কোন পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র উঠিয়ে দেবো না। সবাই উল্লাসের সাথে এমন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ার সভাপতি এসকিউ বললেন আমরা শুধু অস্ত্র নয়, কোন মালামালই পাকিস্তানি জাহাজে তুলবো না।

এর পর থেকে আমেরিকা লুকিয়ে ও আর অস্ত্র পাঠাতে পারেনি পাকিস্তানে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিশালী পদক্ষেপ একটি ইতিহাস রচনা করেছিল।

৭ জানুয়ারির ভার্চুয়েল সভায় ৮৩ বছর বয়সী এ নারী নিজের কর্মময় জীবনের অনেক গল্প তুলে ধরেন।

বার্ধক্য কিংবা ব্যাধি কোনোটাই তাঁকে এতটুকুও কাবু করতে পারেনি। দীর্ঘদিন হয় সুলতানা আলম বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। যদিও বছরে দু'তিনবার

আমেরিকায় আসেন চিকিৎসার জন্য। পাশাপাশি ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে।

এবারের সফরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়্যার ভ্যালির (বিএডিভি) বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য পেশাজীবীদের উপস্থিত, অংশগ্রহণ, এবং সংগঠনের সদস্য সংখ্যার ব্যাপকতা দেখে ডঃ সুলতানা আনন্দিত হন এবং আশাবাদ উচ্চারণ করেন। ষাট বা সত্তর দশকে আমেরিকায় হাতে গোনা বাংলাদেশিরা কমিউনিটির জন্য যতটুকু করতে পেরেছিলেন, বর্তমানে এরচেয়ে অনেক বেশী করার আছে বলে তিনি মনে করেন। বাংলাদেশি জনসমাজের জন্য অধিকতর কাজ করার প্রয়োজনের কথাটিই তিনি বার বার বলছিলেন। তাঁর মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশির শহর নিউইয়র্কে কমিউনিটির উন্নয়ন বা মানবিকতার স্বপক্ষে কাজ করা মানুষ বা সংগঠনের সংখ্যা অতি নগণ্য।

ডঃ সুলতানা বলেন, আমেরিকায় একসময় স্বদেশির সংখ্যা কম থাকলেও আন্তরিকতা ছিল। হিংসা বিদ্বেষের তেমন প্রাধান্য ছিল না। তাই মাত্র অল্প কয়েকজন হয়েও একাত্তরে তাঁরা অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন। বর্তমানের বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সমন্বয়ের অভাব থাকার কারণেই অতোটা এগুনো সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'দিন পরেই দেশে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের নানা অব্যবস্থা তাঁকে আহত করেছিল। স্মরণ করেন, দেশ থেকে ফিরে আসা মাত্রই কিছু স্বদেশীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাদের উৎসুক প্রশ্ন ছিল, দেশে গিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এ্যাম্বেসেডার বা অন্য কোন পদবি না নিয়ে কি করে ফিরলেন ! ডঃ সুলতানা বলেন, 'কিছু দিলেই কিছু নিতে হবে এই মানসিকতা আমাকে আরও বেশী আহত করে।'

ডঃ সুলতানা জানান, মানবতার জন্যে কাজ করার শিক্ষা তিনি হয়ত পেয়েছিলেন তাঁর পিতা ডঃ কে এস আলমের থেকে। ঢাকা মেডিক্যালের চিফ সার্জন ডঃ আলম ছিলেন সেই সময়ের হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালি এফআরসিএস এর মধ্যে অন্যতম একজন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের বাড়িতে আশ্রিত অনেক গুনীজনদের কথা, তাঁর বিচক্ষণ মায়ের সাহসী ভূমিকার কথা অনেক কিছুই তিনি জানালেন অকপটে।

১৯৬১ সনে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পিএইচডি করতে আসেন কনভেন্ট ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের চৌকস তরুণী সুলতানা। তৎকালীন সময়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণ তাঁকে ভীষণ ভাবে আহত করে। সেই অভিজ্ঞতাটি আজও তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় আর সে কারণেই সংখ্যালঘুদেরকে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রতি সচেষ্ট হওয়ার জন্যে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন বলে জানালেন।

ডঃ সুলতানা বলেন, জাতিগতভাবেই আমরা একটু পরশ্রীকাতর, সাহায্যকারী মনোভাবাপন্ন নয় বরং নিজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কিন্তু আমাদের এই স্বভাব বর্জন করে নিজেদের প্রতি তো বটেই সকল মানুষের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সবাই সম্মিলিত ভাবে কাজ করলেই আমরা সংখ্যালঘু হয়েও নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারবো বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশেষ করে আফ্রিকান আমেরিকানদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরির কথা জোর দিয়ে বলেন, তাঁদের আন্দোলনের কারণেই আমরা সংখ্যালঘুরা আজ আমেরিকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছি; এ কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

ডঃ সুলতানা আলম খুবই অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ। বাহুল্য বর্জিত জীবন যাপন করেছেন, আর নিয়ত মানবতার জন্যেই কাজ করে গেছেন বলে জানালেন। উন্নয়নশীল দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকারের নানা বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন, নানান সংস্থার সাথে কাজ করেছেন বলে জানালেন। শুরুর দিকে কানাডায় নেটিভ আমেরিকানদের নিয়ে কাজ করার বিষয়টি অনেক বিশদ ভাবে তিনি উল্লেখ করেন। এরপর নেদারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, নর্থ কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়াতেও কাজ করেন।জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংকের হয়েও কাজ করেছেন সুলতানা আলম। আমেরিকা ও পেসিফিক আইল্যান্ডের ফিজি, টুবালু, মার্শাল আইল্যান্ড, সামওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। সাউথ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে সহ নানা দেশে তাঁর কর্ম অভিজ্ঞতা তিনি তিনি কথা বলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে ডঃ সুলতানা আলম নিজের এলাকা, ধানমন্ডির পরিবেশ জোটের সাথে সামাজিক ও মানবিক বিভিন্ন কাজে যুক্ত হন। এরপর বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাথেও কিছুদিন কাজ করেন। তবে দীর্ঘ দিন আইন ও সালিশ কেন্দ্র নামক মানবাধিকার সংস্থাটির সাথে কাজ করেন বলে জানালেন। এবারে তাঁর আমেরিকা সফরে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সামাজিক, ব্যক্তিগত বা পেশাদারি কর্মকাণ্ড অবলোকন করছেন। দুঃখের সাথে এক বাংলাদেশি ট্যাক্সি ড্রাইভারের অসভ্য আচরণের কথাও জানালেন।

একদিন কৃষ্ণাঙ্গ দরিদ্র এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় চালক বার বার হর্ন বাজিয়ে অতি দ্রুততার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং কাউলা, কাউলা বলে গালি দিচ্ছিলেন। ডঃ সুলতানা এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানালে স্বদেশী ক্যাব চালক তাঁকে মাঝপথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন ! ডঃ সুলতানা বলেন, আমরা সবাই এখানে অভিবাসী। তিনি মনে করেন পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা,সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, বিনয় আর ভদ্রতার সাথে যেন প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

স্থানীয় বিভিন্ন নাগরিক, সামাজিক সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে বড় অঙ্কের ডোনেশন দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিউনিটির উন্নয়নে সবাই সম্মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং নিজেদের বিভিন্ন কর্ম ও অর্জনের প্রচার আরও বেশী ভাবে করাকে তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন।

গতানুগতিক মিটিং এর বাইরে ছিল ৭ জানুয়ারির আয়োজন। জনা ত্রিশেক শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন অশীতিপর তরুণ বক্তাকে। কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ কবির কিরণ, সঞ্চালনায় জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, ডাঃ ইবরুল চৌধুরী, ডাঃ ফাতেমা আহমেদ, ডাঃ আশেক আনসারি , ডাঃ মালেকা আহমেদ , মীর হাকিম , ফারহানা আফরোজ পাপিয়া, শোয়েব আহমেদ , লাবীব হোসেইন,কামরুল হাসান, আশরাফুল ইসলাম, আরিফ ইউসুফ, জোহরা খাতুন কলি, শাহিদা আফরোজ, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, হাসানুজ্জামান সাকি, ইব্রাহীম চৌধুরী, মিনহাজ আহমদ, ইশরাত জাহান পিকু, সালাউদ্দিন আহমেদ, রুমু আহমেদ, ফাতেমা খানম, শেলী রহমান, আবু রহমান,ডাঃ ইসমত হাকিম,আলী জাকের, ডাঃ আজাদ ও সামিরা রহমান।

২৪ শে ভোট দিবে ৪.২ বিলিয়ন, গণতন্ত্র মহাবিপদে!

এমরান হোসাইন

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ ভোট দেবে ২০২৪ সালে। এতে পৃথিবীর ৭০টি দেশের ৪.২বিলিয়ন মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। গণতন্ত্রের বৈশ্বিক এ ব্যালট যুদ্ধে অংশ নেবে বৃটেন টু বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া টু ইন্দোনেশিয়ার বৃহৎ জনগোষ্টি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা- বিশ্বে গনতন্ত্রের লু-হাওয়া বইয়ে যেতে পারে। এসব নির্বাচনে অনেক উদারপন্থি শাসকরা এসে পড়বে। অনেক স্বৈরশাসকও সাধারণ জনগণের উপর চেপে বসতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্যদের পুরুস্কৃত করা হবে। ফলে গণতন্ত্র পড়তে পারে মহা বিপদে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করবে বিশ্বব্যবস্থা কোন দিকে মোড় নেবে। সবকিছু মিলে বলা যায়, আগামী বছর হবে এক স্নায়ু যুদ্ধের ভয়ন্কর বছর। সুপার পাওয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে জটিল সমস্যা সমাধানের পথে– গাজা সমস্যা সমাধোনের পথ বের করতে হবে। এদিকে তালগোল পেছিয়ে পড়া রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে ইউরোপ (ইইউ) কে কোন সহজ সমাধানের পথে যেতে হবে। অন্যথায় পৃথিবী অঞ্চলভিত্তিক সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে পারে। এবার যুক্তরাষ্ট্রে নয়া-মেরুকরণের নির্বাচন হবে। যা গ্লোবাল রাজনীতিতে দারুণ রেখাপাত করবে। ২০২৪ স্নায়ু যুদ্ধের ভয়ন্কর বছর বলে প্রভাবশালী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এধরণের মন্তব্য ছাপা হয়েছে।

আগামী বছরে অনুষ্ঠিতব্য কিছু নির্বাচন সুস্পষ্ট লজ্জাস্কর হতে পারে - সেক্ষেত্রে বেলারুশ বা রুয়ান্ডায় ক্ষমতাসীনদের ভোট কতটা শতভাগ কাছাকাছি হবে তা দেখার বিষয়। ২০২০ সালের সীমা অপসারণের জন্য অবৈধভাবে সংবিধান পরিবর্তন করে ভ্লাদিমি পুতিন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে টানা তৃতীয় মেয়াদে (সামগ্রীকভাবে ৫ম) নির্বাচিত করার জন্য আরও একধাপ এগিয়ে। নির্বাচনী মূলপর্বে এশিয়ার বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণই ভোট দিবেন বেশী। ২০২৪ সালে অবিশ্বাস্যভাবে উদারপন্হিদের উত্থান দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এদিকে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈশ্বিক রাজনীতি ও নিজ দেশ ইন্ডিয়ার অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নতি তাঁকে সাফল্য এনে দিতে পারেন। তবে মুসলিম বিদ্বেষ কিছুটা বেকায়দায় ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইডোডো রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্টিত হতে চাইছেন বলে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পাশাপাশি স্বৈরাচারী হাওয়া বইছে,ভিন্নমত দমনপীড়ন বেড়েছে এবং বিরোধী নেতাদের জেলে ভরেছে। আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশী নির্বাচন হবে। কিন্তু সেখানে ভোটররা চিন্তিত – এ নিয়ে যে,গণতন্ত্র কিভাবে কাজ করবে। কারণ আফ্রিকায় একসময় একদশীয় শাসন ছিল। ভোটারদের ভয় দেখানো,কারচুপী করা সহ ব্যালটে ভোট ও ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল অকল্পনীয়। যা ধীরে-ধীরে পরিবর্তনের দিকে এগুতে থাকে। সাব সাহারা আফ্রিকানদের মধ্যে অনেক দেশ গণতান্ত্রিক সরকার নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন নিয়ে হতাশা ছাড়া কিছু না,কিন্তু বর্ণবাদ পরবর্তী নির্বাচনে তিনদশক পর এএনসি ক্ষমতায় আসার পর নাটকীয় পরিবর্তন চোখে পড়বে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। সব খবর খারাপ না; মেক্সিকোয় এ প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছে। ক্লড়িয়া শেইনবাম সামনের নির্বাচনে জোচিলত গালভেজের বিরুদ্ধে লড়বেন। যিনি দেশটির বিরোধীজোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে গালভেজকেই তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে বিরোধীরা। এতে যেই নির্বাচিত হউক নারী প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছে মেক্সিকো। বৃটিশ ভোটররা শেষ পর্যন্ত দুজন যোগ্যপ্রার্থীর মধ্যে একজনকে পছন্দ করবে। বাইরে থেকে অনেকে এবার বৃটেনের পরিবর্তন দেখবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। তাইওয়ানে ১৮মিলিয়ন ভোটার বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল কওমিনতাং এর পক্ষে। যা তাইওয়ানের সীমান্ত বিরোধকে উস্কে দিতে পারে। ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট এবং সংসদীয় নির্বাচনের দৌড়ের জন্য একটি সূচনা হিসেবে কেএমটি এগিয়ে থাকলো। কিন্তু মধ্যমেয়াদে এ আত্নতৃপ্তি তাইওয়ানের জন্য ঝুঁকি বাড়াতে পারে। সংঘাতের উথ্নান,বৈশ্বিক শক্তি সম্পদের মানচিত্র পুণরুদ্ধার করা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দ্রুত অগ্রগতি বিশ্ব মানসিক গতিকে বদলে দিচ্ছে। বিশ্বাস করা কঠিন -যুক্তরাষ্ট্রে দু বৃদ্ধের মধ্যের খেলা হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রার্থীদের হাতে আমেরিকার গণতনত্র কতটুকু নিরাপদ থাকবে। যিনি বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল মানতে অস্বীকৃতি জানান। যা একটি গণতান্ত্রিক বাতিঘরকে ম্লান করে দেয়। সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন- তিনি "প্রথম দিন ছাড়া " অফিসে ফিরে আসার পরে একজন স্বৈরশাসক হবেন না । যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, ট্রাম্পের আরেক দফা নির্বাচিত হয়ে আসার পরিণাম বিশ্বের গণতন্ত্র ও ভূ-রাজনীতি ভয়াবহ সংকটে পড়বে।

যে কারণে আফগান নারীরা হিজাব পরার পরও গ্রেপ্তার হচ্ছেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালেবান সরকার নারীদের উচ্চ শিক্ষায় নিষেধাজ্ঞার পর এবার হিজাব পরায়ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শুধু হিজাব পরলেই হবে না। এটি এমনভাবে পরতে হবে যেন শুধু চোখ দেখা যায়। এর বেশি দেখা গেলেই তা ‘বাজে হিজাবের’ অন্তর্ভুক্ত হবে। এই অভিযোগে ইতিমধ্যে দেশটিতে নারীদের গ্রেপ্তারও শুরু করেছে পুলিশ।

৬ জানুয়ারী শনিবার খামা নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘বাজে হিজাব’ পরার কারণে দেশটির রাজধানী কাবুলের কিছু এলাকা থেকে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে আফগান নারীদের মতে, এই কর্মকাণ্ড ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এবং ভীতির সৃষ্টি করেছে।

গ্রেপ্তারের বিষয়ে দেশটির দোষ ও গুণ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোল্লা আব্দুল গফফার ফারুক গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এই আটকগুলো অপকর্ম ঠেকানো এবং খারাপ হিজাব প্রতিরোধ করার জন্য করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি মেয়েকে আটক করা হয়েছে।’

গত দুই থেকে তিন দিনে নারীদের সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম কাবুলে। পরে ওই এলাকাগুলোতে নারীদের মাঝে গুরুতরভাবে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আটকের পর ছাড়া পাওয়া নারী মেজগান খামা নিউজকে জানান, কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাজার থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং এক দিন আটকে রাখে।

মেজগান তাঁর আটকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমি এবং আমার বোন আমাদের বাড়ি থেকে কিছু কিনতে বেরিয়েছিলাম। আমরা যখন বাজারে প্রবেশ করি, তখন একটি হইচই শুরু হয়। কারণ দোষ ও গুন মন্ত্রণালয়ের লোকজন সেখানে এসে পৌঁছায়। অল্পবয়সী মেয়ে ও কিশোরীরা তখন মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজছিল।’

মেজগান জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে তিনি তাঁর বোনকে নিয়ে একটি দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পরে দোকানের জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পান ‘বাজে হিজাব’ পরার অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকজন নারীকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে নিয়ে তোলা হচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি সঙ্গে থাকা মোবাইল দিয়ে ঘটনাটির ভিডিও ধারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যায় এবং মেজগানকে তাঁরা আটকের পাশাপাশি তাঁর মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পশ্চিম কাবুলে বসবাসকারী সাহার নামে আরেক কিশোরী বলেন, ‘আমি গার্লস স্কুলে পড়ি। মন্ত্রণালয়ের লোকেরা আমাকেও আটক করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ করি এবং সেখান থেকে পালিয়ে আসি।’ সাহার জানান, আটক হওয়ার ভয়ে তিনি এখন আর স্কুলে যাচ্ছেন না।

কাবুলের তাইমানি জেলার একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সেখানে উপযুক্তভাবে হিজাব পরার পরও কয়েকজন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে।

তবে এসব আটকের বিষয়ে দোষ ও গুন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দাবি করেছেন, বাজে হিজাবের কারণে গ্রেপ্তারের সময় নারী পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকেন এবং নারীদের কোনো ক্ষতি করা হয় না।

পুতিনকে শেষ না করলে যুদ্ধ শেষ হবে না: জেলেনস্কি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তাঁর রুশ প্রতিপক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনকে শেষ না করলে এই যুদ্ধ শেষ হবে না। তিনি বলেছেন, পুতিন ততক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধ শেষ করবেন না, যতক্ষণ না আমরা তাঁকে শেষ করে দেব। তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

লিথুয়ানিয়া সফররত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভিলনিয়াসে দেশটির প্রেসিডেন্ট গীতানাস নুসিয়েদার সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধ ও পুতিনকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমরা যদি এই বিষয়টি (ইউক্রেন যুদ্ধ) প্রতিহত না করি—আমরা সম্প্রতি ফিনল্যান্ড, উজবেকিস্তানের স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে শুনেছি—তিনি (পুতিন) কোনো কিছুই শেষ করবেন না, যতক্ষণ না আমরা সবাই মিলে তাকে শেষ না করি।’

এ সময় জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনকে ধ্বংস করার আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি আরও বলেন, তিনি (পুতিন) জানেন, কিয়েভ পরাজিত না হলে তাঁর সবকিছুই হুমকির মুখে পড়ে যাবে। তিনি বলেন, ‘এটি কী শুনতে আনন্দদায়ক? সম্ভবত না। কারণ এটি চ্যালেঞ্জ এবং এই যুদ্ধ একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি। এতে ইতিবাচক কিছুই নেই।’ এ সময় তিনি সতর্ক করে বলেন, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া এবং মলদোভাও রাশিয়ার পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে।

কোভিড-১৯ নিয়ে জরীপের জন্য সিটি ১০ হাজার লোক নিয়োগ করছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য বিভাগ ১০ হাজার লোক সংগ্রহ করছে। মহামারি কোভিড-১৯ এর উপর দীর্ঘ সময় নিয়ে গবেষণা করার জন্য এসব লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। কভিডের দীর্ঘস্থায়ি প্রভাব নিয়ে এসব লোকজনকে বছরের পর বছর পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ডাঃ আশীন ভাসান বলেছেন, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আমাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। জরুরী সময়ের শেষকে নতুন সম্ভাবনার শুরু বলে তিনি উল্লেখ করেন। যাতে করে কোভিডের মতো মহামারিতে আগামীতে আরও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা যায়, এ জন্যই এ গবেষণা পরিচালিত হবে। ১০ হাজার মানুষের উপর গবেষণা চালিয়ে কোভিড-১৯ সম্পর্কে এবং এর দীর্ঘমেয়াদের প্রভাব নিয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব বলে বলা হয়েছে। রোগটি সম্পর্কে ভালো করে ধারনা এবং যারা এ রোগে ভোগেছেন তাদের মধ্যেও অনেক ভুল বুঝাবুঝি এবং সংশয় রয়েছে। টানা জরীপের মাধ্যমে সিটির পক্ষ থেকে

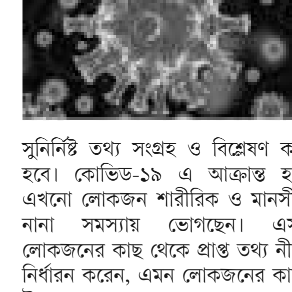

সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হবে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে এখনো লোকজন শারীরিক ও মানসীক নানা সমস্যায় ভোগছেন। এসব লোকজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নীতি নির্ধারন করেন, এমন লোকজনের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

১০ হাজার লোক সংগ্রহ এবং তাদের নিয়ে কোভিড -১৯ এর উপর দীর্ঘমেয়াদের গবেষণা প্রকল্পের জন্য সিটির পক্ষ থেকে জনসমাজের সাথে যোগাযোগ করা হবে। যেসব কমিউনিটির লোকজন বেশি করে আক্রান্ত হয়েছেন, এখনও ভোগছেন -তাদের মধ্য থেকে লোকজনকে সংগ্রহ করার জন্য সিটির বিভিন্ন কমিউনিটিতে সক্রিয় অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা হবে।

মিলর্বন বরো এখন বাংলাদেশিদের দখলে

পেনসিলভেনিয়া

আরিফ ইসলাম

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের মিলর্বন বরোর কাউন্সিলার পদে শপথ গ্রহন করলেন দুই বাংলাদেশি। ৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ড্রিস্ট্রিক জর্জ হেরী তাদের শপথ করালেন মিলর্বন বরোর কাউন্সিলার অফিসে। যে দুজন শপথ নিলেন তাদের মধ্য একজন হলেন মোঃ নূরুল হাসান, যার এটি হবে তৃতীয়বারের মতো বিজয়। আর নতুন প্রজন্মের সালাহউদ্দিন মিয়া, যিনি এবারই প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

মিলর্বন বরোতে নতুন দু'জন কাউন্সিলম্যান জয়ী হওয়ায় মিলর্বন বরো এখন পুরোটাই বাংলাদেশিদের দখলে। মেয়র, ৫ জন কাউন্সিলম্যান এবং ট্যাক্স কালেকটর সবাই বাংলাদেশি। বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার পক্ষ থেকে মিলর্বন বরোতে কাউন্সিলম্যান পদে মোঃ নূরুল হাসান ও সালাহউদ্দিন মিয়া জয়ী হওয়ায় তাদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের গেটে গাড়ির ধাক্কা, চালক আটক

ডেস্ক রিপোর্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হোয়াইট হাউসের কাছ থেকে ৮ জানুয়ারি সোমবার এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তি একজন গাড়িচালক। তিনি হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সের একটি বাইরের ফটকে গাড়ি তুলে দিয়েছেন বলে সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে। ঘটনার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে ছিলেন না। এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি উদ্দেশ্যমূলক (হামলা চালানোর জন্য) ছিল, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্থনি গুগলিয়েলমি এক্সে বলেছেন, আগের দিন সন্ধ্যা ছয়টার কিছু আগে হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সের বাইরের একটি ফটকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়।

ঘটনার পর গাড়ির চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়।

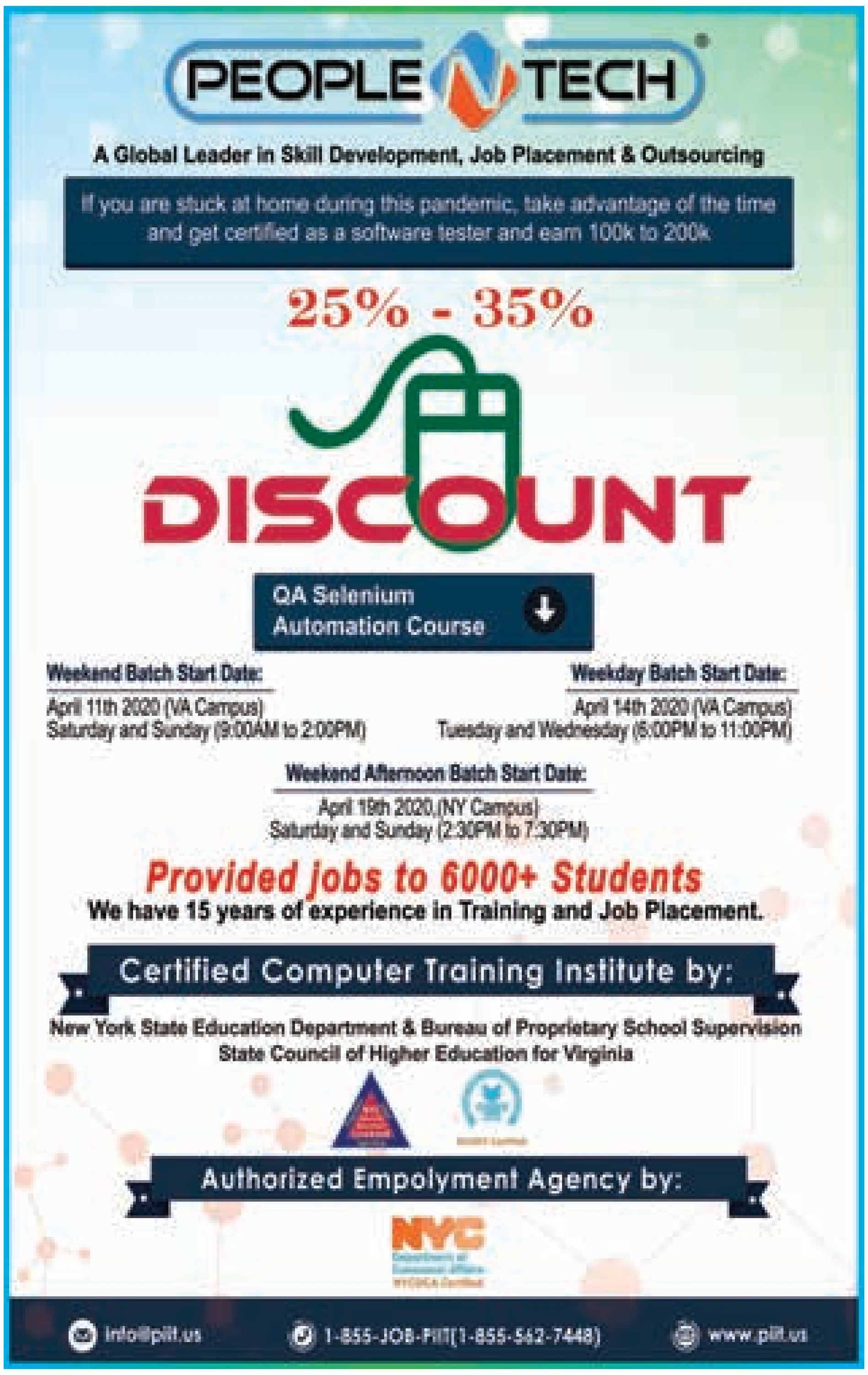
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

হিম হিম ঠান্ডা আর পাতা খসার দিন গুলো এলেই সকলে বুঝে যাই পৌষ এর হাওয়া গায়ে লাগতে শুরু করেছে। শাল জড়িয়ে হল থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়ের সেই গরম গরম ভাপা পিঠা, তেলের পিঠা, চিতই পিঠা , পেয়াজু , আহা!!! তারপর সোজা মুক্তমঞ্চের জম্পেশ অনুষ্ঠান আর নির্ভেজাল আড্ডা, রাতে চলে যাওয়া বটতলা , কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে তবেই হলে ফেরা! এ যেন জাবিয়ানদের শীতের প্রতিদিনের রুটিন। তাই আমেরিকায় জাবিয়ানদের সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও আয়োজন করে পৌষ উৎসব এবং সেই সাথে ২০২৪ ও ২০২৫ কার্যবছরের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। গত ৬ই জানুয়ারী, ২০২৪ (২২শে পৌষ, ১৪৩০) নিউ ইয়র্কের একটি পার্টি হলে আয়োজন করা হয় এই পৌষ উৎসবের।

বিকাল ৪টা থেকেই সকল জাবি পরিবার তাদের নিজের হাতের তৈরী রকমারি পিঠা নিয়ে ভেন্যুতে আসতে থাকেন। কেউ আনেন ভাপা পিঠা, কেউ ভেজানো পিঠা, দুধ পুলি, তেলে ভাজা পিঠা, গোকুল পিঠা, ডিম বিস্কুট পিঠা, চিতই পিঠা সাথে ধনিয়া পাতা এবং শুটকি বাটা, পাকন পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, মশলা পিঠা, নুনগরা পুঠা, ফুলঝুড়ি নকশী পিঠা, পায়েশ এবং ছোলাভুনা সহ রকমারি সব দেশীয় ঐতিহ্যবাহি পিঠা। বাহারি রকমের শীতের পিঠা পায়েশের সমাহার বসে যেন এই পৌষ উৎসবে। পৌষ উৎসব উদ্বোধন করেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগর শীতের আগমনী বার্তা সঙ্গীত নেচে গেয়ে পরিবেশন করে। এবং আমন্ত্রিত সকল অতিথীদের এরপর শীতের পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। পিঠার স্বাদ গ্রহন শেষে উপদেষ্টা মোহাম্মদ জামান মনির নব্য নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

আল আকসা পার্টি হলে রমজানে ইফতার পার্টির জন্য হলভাড়া মওকুফের ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রঙ্কসের আল-আকসা পার্টি হলের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আলী হায়দার বলেছেন,আসন্ন রমজান মাসে রোজাদারদের জন্য যারা পার্টি আয়োজন করবেন তাদের কোন হলভাড়া দিতে হবেনা । তাদের ইফতার আইটেমেও থাকবে বিশেষ ছাড়। তিনি এই সূযোগ গ্রহন করার জন্য নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গত ৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্হানীয় নির্বাচিত অফিসিয়ালদের সম্মানে আয়োজিত এক ডিনার অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন। ১৪১৬ ইউনিয়ন পোর্ট রোডে অবস্হিত আল আকসা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলী হায়দার বলেন, তাদের চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন পার্টি হল টি সপ্তাহের ৭দিনই খোলা থাকে। তারা ৫ বরোর সর্বত্রই ক্যাটারিং করে থাকেন।স্হানীয়ভাবেও যে কেউ অর্ডার দিয়ে তাদের চাইনিজ খাবার অর্ডার করতে পারেন। ডেলিভারির ব্যবস্হা রয়েছে।তিনি তাদের পার্টি হল এবং চাইনিজ রেস্টুরেন্টের সেবা গ্রহনের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানান। পার্কচেস্টার কমিউনিটি বোর্ড চেয়ারম্যান এডভোকেট এন মজুমদার আল আকসা পার্টি হলের ব্যবস্হাপনা,খাবার ইত্যাদির প্রশংসা করে বলেন আমি নিজে এবং আমার পরিচিত অনেকেই এখানে পার্টি করে তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কমিউনিটির এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির জন্য তিনি এলাকাবাসী সহ সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।অনুষ্ঠানে কমিউনিটি বোর্ড -৯ এর পক্ষ থেকে আল -আকসা পার্টি হলের সিইও আলী হায়দারের কাছে একটি সম্মাননা পত্র তুলে দেয়া হয়।সম্মাননাটি তুলে দেন কমিউনিটি বোর্ড -৯ এর ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার শার্লি আলোনজো।এছাড়াও সিনেটর নাটালিয়া ফার্ন্দান্দেজের পক্ষ থেকে একটি সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি বোর্ড -৯ এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার উইলিয়াম রিভেরা,ফাস্ট ভাইস চেয়ার এন্ডেও মার্টিনেজ, সেকেন্ড ভাইস চেয়ার মিশেল হেলপার্ন,কোষাধ্যক্ষ হেনরি পিলায়ো প্রমুখ । বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আঃ শহীদ, আঃরহিম বাদশাহ, সাংবাদিক নুর মোহাম্মদ , এ ইসলাম মামুন, সিপিএ জাকির চৌধুরি, ডিটেকটিভ মাসুদুর রহমান প্রমুখ। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য স্টার্লিং এভিনিউর কাছে ১৪১৬ ইউনিয়নপোর্ট রোডে মনোরম সাজ সজ্জায় আল-আকসা পার্টি হলের পাশে রয়েছে আল আকসা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট । বেলা ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭ দিনই খোলা থাকছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

WE ACCEPT EBT
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP14
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT
NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG
SIZE 800-1000 SALE $14.99/EA HILSHA A & A BRAND
SALE $4.99/LB 100-200 RUPCHANDA
SALE $6.99/EA 500 GM CROWN FARM SHOIL BLOCK
SALE $6.99/EA 500 GM CROWN FARM TAPOSHI BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARM LOTIA MIXED
SALE 3/$5.00 200 GM KESKI TRAY SHAHJALAL
SALE $5.99/EA 500 GM PER PACK TAPOSHI LOOSE
SALE $14.99/EA 10 LB FRESH FOOD CHINIGURA
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $8.99/EA 900 GM TAPAL DANEDAR LOOSE TEA
SALE $14.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $17.99/EA 20 LB AASHIRVAAD ATTA
SALE 2/$3.00 86 G NONGSHIM BOWL NOODLE
SALE 2/$5.00 5 LB IDAHO POTATO BAG
SALE 69¢/LB GREEN PAPAYA
SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP54
SALE $4.49/LB CUT OFF FROZEN WHOLE GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN Minimum Purchase of 10 LB CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.49/LB CHICKEN THAI / BREAST
SALE 2/$18.99 SIZE 2 KG ROHU
SALE 2/$28.99 SIZE 8/10 HILSHA
SALE $5.99/LB 100-200 WHITE POMFRET
SALE $5.99/EA 500 GM BATA IQF CK BRAND
SALE $4.29/LB SIZE 4 - 6 LOOSE KOI CK BRAND
SALE $7.99/EA 500 GM CK BRAND TAPOSHI IQF
SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND LOTIA MIX
SALE $2.49/LB SIZE 1/2 SHOR PUTI
SALE $10.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL RAW SHRIMP
SALE 2/$5.00 EACH $2.99 250 GM CK BRAND GURA BAILA
SALE $34.99/EA 50 LB With Additional Purchase of $150 DELTA PARBOILED RICE
SALE $19.99/EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $4.99/EA 20 PCS MOJA PATLA PARATHA
SALE 2/$5.99 560 GM MAGGI NOODLES
SALE $7.99/EA 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
SALE $13.99/EA LA PALMA DATES
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

কুইন্সের পর ব্রুকলিনে সেবা দিচ্ছে শেখ মেডিকেল কেয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান শেখ মেডিকেল কেয়ার পিএলএলসি'র সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কুইন্সের ওজন পার্কের পর এবার ২য় শাখার যাত্রা শুরু হয়েছে বাঙালী অধ্যুষিত ব্রুকলীনে। উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সম্প্রতি ব্রুকলিনের ১৯০ ফরবেল স্ট্রিট (মসজিদ আল আমানের পার্শ্বে) শেখ মেডিকেল কেয়ারের এ শাখাটির যাত্রা শুরু করেছে।

শেখ মেডিকেল কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ব্রঙ্কসের আলবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন মন্টিফিউর মেডিকেল সেন্টারের মেডিসিন বিভাগের এটেনডিং ফিজিশিয়ান এবং নর্থওয়েল লং আইল্যান্ড জুইশ মেডিকেল সেন্টারের এ্যাফিলিয়েটেড ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং তার স্বামী নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনে সাবেক পাবলিক এডভোকেট পদপ্রার্থী হেলাল আবু শেখ। তারা জানান, ওজন পার্কের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ব্রুকলীনের বাঙালীসহ অন্যান্য কমিউনিটিকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাঙালী অধ্যুষিত এই এলাকাটিকে এবার বেছে নেয়া হয়েছে।

হেলাল আবু শেখের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি শেখ মেডিকেল কেয়ার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্ট ১৯ এর সিনেটর রেক্সোনা প্রাসাদ, ডা. মুজিবুর রহমান, ডা. আসলাম আহমেদ, ডা. হাসান, ডা. রুকাইয়া হোসাইন, ডা. কাওসার, ডা. সাদিয়া বারী, ডা. প্রকাশ, ডা. সানবিয়া, পুলিশ অফিসার শামির আলবুরাই, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শামসুল আবেদীন, রাজ্জাক, বেলাল এ শেখ, ফাতেমা ইয়াসমিন, আক্তার হুসাইন, সিদ্দিকা নাজমা, জবাসহ কমিডিনিটির নের্তৃবৃন্দ।

শেখ মেডিকেল কেয়ারের সত্ত্বাধিকারী ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি এবং হেলাল আবু শেখ জনসমাজের জন্য আন্তরিক ও বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তারা জানান, বাঙালী অধ্যুষিত এ এলাকায় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী এধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে পেরে আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তারা বলেন, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে শেখ মেডিকেল কেয়ার সবসময় কমিউনিটির পাশে থাকব। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, একটি সত্যিকার স্বাস্থ্য সেবা সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে শেখ মেডিকেল কেয়ার। আর সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্রের কাছে আমাদের যে ঋন, দায়বদ্ধতা তার কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশী-আমেরিকান ডা. তানিয়া মুকিত শেখ, এম.ডি জানান, তাদের সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাইমারী কেয়ার/ইন্টারনেল মেডিসিন, এমপ্লয়মেন্ট ফিজিক্যাল, অ্যানুয়াল ফিজিক্যাল (১৮+), কলেজ এবং স্কুল ফিজিক্যাল, আর্থাইট্রিস ট্রিটমেন্ট, অন সাইট ব্লাড ওয়ার্ক, ক্রনিক কন্ডিশন ম্যানেজমেন্ট, এলার্জি টেস্টিং, এসটিডি টেস্টিং, ইকেজি, টিবি ক্লনিং, স্পাইকোমিট্রি, প্যাপ টেস্ট, হাই ব্লাড প্রেসার ম্যানেজমেন্ট, অন সাইট সনোগ্রাম এবং ইকো, ইমুইনাইজেশন/ভ্যাকসিন, প্রিভেন্টিভ কেয়ার, ধূমপান প্রতিরোধ এবং কাউন্সিং সহ আরো অনেক সেবা।

তিনি বলেন, আমরা উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রোগীদের কথা শুনবো এবং তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদামত তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবো। এজন্য আমাদের রয়েছে প্রশিক্ষিত উদ্যোমী এবং কর্মঠ পেশাদার সহকর্মী।

ডা. তানিয়া এম শেখ, এম.ডি জানান, তাদের এখানে মেডিকেয়ার মেডিকেইডসহ প্রায় সকল হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করা হয়। তবে যাদের হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স নেই তাদেরও চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে। বাংলা ছাড়াও স্পেনিশ, হিন্দি, আরবি ও উর্দু ভাষায় এখানে কথা বলা যাবে। শেখ মেডিকেল কেয়ার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ৭১৮-৪৮৭-৩৯৪৪ এবং ফ্যাক্স : ৭১৮-৪৮৭-৩৯২৯ নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

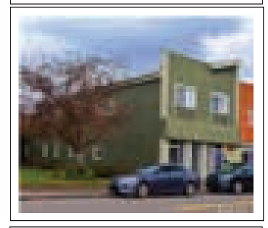

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

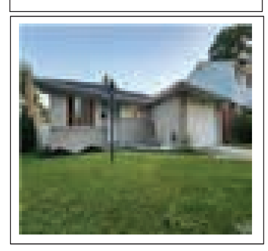

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

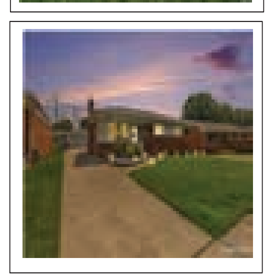

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

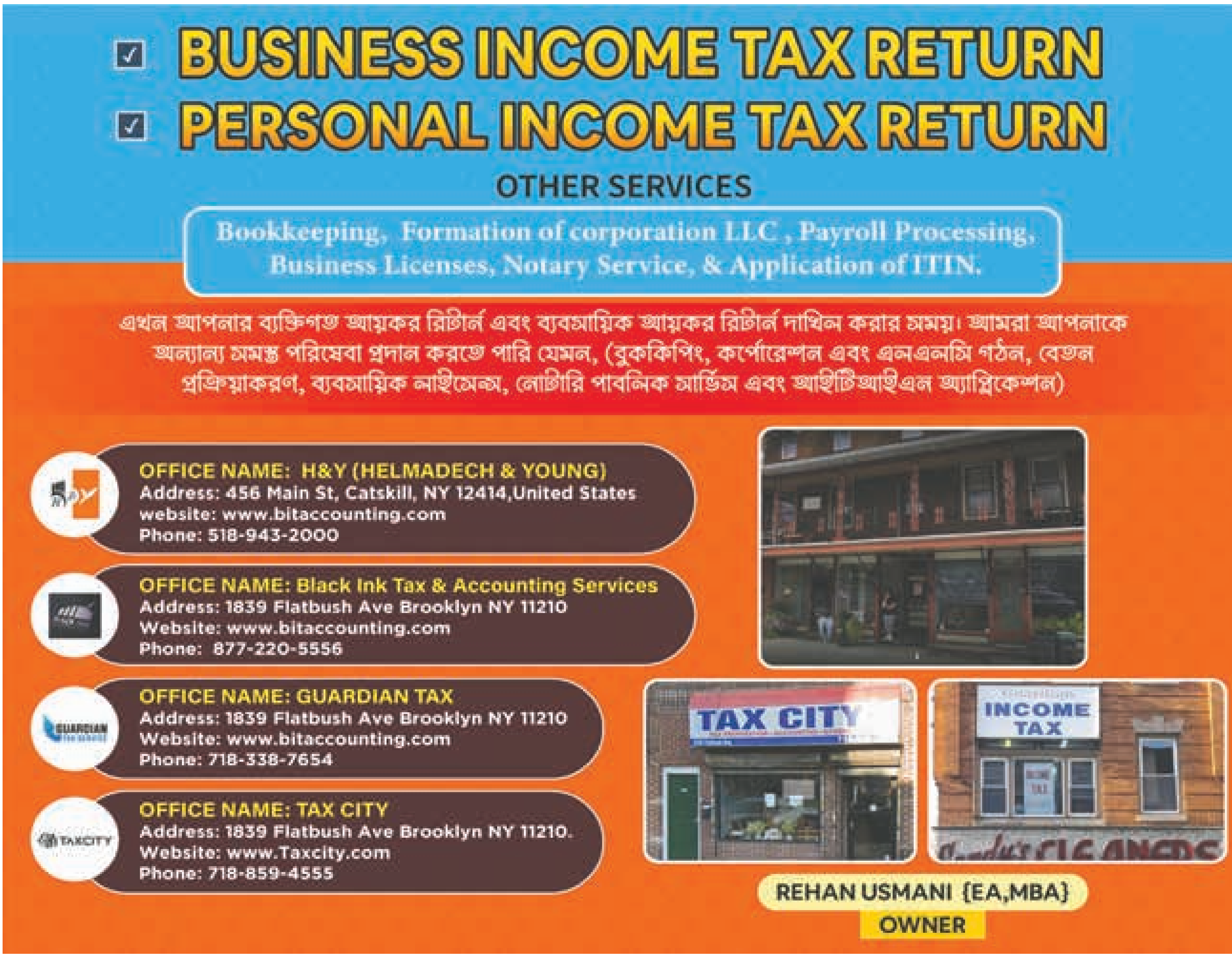
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
JAMUNA BANK
UCB
bKash

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

INTERNAL MEDICINE | ASTHMA DIABETES CENTER | CARDIOLOGY | PHYSICAL THERAPY | UROLOGY
GYNECOLOGY | PODIATRY | GASTRO-ENTEROLOGY | ORTHO-PEDICS | HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার	শনিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

অরিন চৌধুরীর কাউন্সিলর হিসাবে শপথ গ্রহন

আরিফ ইসলাম

আমেরিকার মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন অরিন চৌধুরী। ২০২৩ এর নভেম্বরের নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে তিনি জয় লাভ করেন। নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিলেন শ্বেতাঙ্গ লুথার র্যানহেইম।

মিনিয়াপোলিস সিটি কাউন্সিলের নতুন সদস্য ২১ নভেম্বর শপথ নিয়েছেন। অরিন চৌধুরী ১২ নং ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিল সদস্য অ্যান্ড্রু জনসনের অবশিষ্ট মেয়াদ পূরণ করতে সিটি হলে শপথ গ্রহণ করেন। নতুন চাকরি নিতে বছরের শেষের আগেই তিনি পদত্যাগ করেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়সি অরিন চৌধুরীকে দেখা হচ্ছে আমেরিকায় বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের গর্ব হিসেবে। তিনি তার নির্বাচনি প্রচারণায় জনগণের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অরিন চৌধুরী এই প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও এর আগে স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার বাসযোগ্য আবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাউন্সিলর হিসেবে তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, আবাসন সংকটের সমাধান করা এবং বেকারত্ব দূরীকরণে চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়া।

অরিন চৌধুরী ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন চিকিৎসক এবং মা চাকুরীজিবী। তার আরো এক ভাই ও এক বোন রয়েছে। তারা দুজনেই মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার স্বজনরা আশা করেন, কাউন্সিলর হিসেবে অরিন খুব ভালো করবেন এবং ভবিষ্যতে একজন নারী কংগ্রেসম্যান হিসেবে স্থানীয়দের সেবা

ওমান উপসাগরে ‘মার্কিন’ তেলের ট্যাংকার জব্দ করল ইরান

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব

গত বছর ইরানের একটি ট্যাংকার জব্দের প্রতিশোধে মার্কিন ওই তেল ট্যাংকার জব্দ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওমান উপসাগরে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করেছে ইরান। তবে ট্যাংকারটি আমেরিকান বলে দাবি করেছে ইরানের তাসনিম নিউজ। গত বছর ইরানের একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দের প্রতিশোধে আজ বৃহস্পতিবার মার্কিন ওই তেল ট্যাংকার জব্দ করা হয়েছে বলে ইরানের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে।

অপরিশোধিত ইরাকি তেলবাহী ওই ট্যাংকার তুরস্কের উদ্দেশে যাচ্ছিল।

ব্রিটিশ সমুদ্র নিরাপত্তাবিষয়ক সংস্থা অ্যামব্রে বলেছে, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী সেন্ট নিকোলাস নামের ওই ট্যাংকারটি গত বছর ইরানি তেল পরিবহন করায় জব্দ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাহাজের গতিবিধি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যামব্রে ওমানের সোহার শহরের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আজ কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি সেই ট্যাংকারটির নিয়ন্ত্রণ নেয় বলে জানিয়েছে।

পরে সেটিকে ইরানের বন্দর-ই-জাস্কের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্র্যাকিং সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে ট্যাংকারটির অবস্থান শনাক্ত করা যাচ্ছে না। গত বছর ওই ট্যাংকারটি যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করার পর ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দিয়ে তেহরান বলেছিল, এর সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

ইরানের সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতির বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম ফারস নিউজের খবরে বলা হয়েছে, ‘ইরানের সামরিক বাহিনীর বিচারিক আদেশের মাধ্যমে ওমান উপসাগরে একটি আমেরিকান তেল ট্যাংকার জব্দ করার ঘোষণা দিয়েছে।’

তবে এই ট্যাংকারকে কেন আমেরিকার বলে ইরানের গণমাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি পরিষ্কার নয়। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় সেন্ট নিকোলাস ট্যাংকারটি জব্দ করেছিল। তখন এই ট্যাংকারটির নাম ছিল সুয়েজ রাজন।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ওই সময়ে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে চীনে ইরানি তেল পাঠানোর চেষ্টা করছিল।

এদিকে আজ ট্যাংকারটি ইরাকের বসরা বন্দরে ১ লাখ ৪৫ হাজার মেট্রিক তেল লোড করার পর সুয়েজ খাল হয়ে পশ্চিম তুরস্কের আলিয়াগা যাচ্ছিল। ট্যাংকারটির পরিচালনাকারী সংস্থা এম্পায়ার নেভিগেশন ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, ট্যাংকারটির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা গোষ্ঠী হামাসের প্রতি সমর্থনের অংশ হিসেবে গত নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে ইসরায়েল ও অন্য পশ্চিমা দেশের জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা।

তাদের এই হামলায় বিশ্বের অনেক বড় শিপিং কোম্পানি সুয়েজ খাল দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের দীর্ঘ এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল রুটে জাহাজ পরিচালনা করছে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ পণ্যসামগ্রী সুয়েজ খালের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

আজ এ ঘটনা ওমান ও ইরানের মধ্যে হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি এলাকায় ঘটেছে। এম্পায়ার নেভিগেশন বলেছেন, জাহাজটিতে মোট ১৯ জন ক্রু আছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন ফিলিপিনো এবং একজন গ্রিক নাগরিক।

ব্রিটেনের সমুদ্র নিরাপত্তাবিষয়ক সংস্থা মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন এজেন্সি (ইউকেএমটিও) আজ বলেছে, ওমান উপকূল থেকে প্রায় ৫০ নটিক্যাল মাইল পূর্বে একটি ট্যাংকারে চার থেকে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি উঠে পড়েছে বলে তারা খবর পেয়েছে। সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা সামরিক ধাঁচের ইউনিফর্ম এবং কালো মুখোশ পরা ছিল বলে জানা গেছে।

ট্যাংকারটির প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জাহাজটি ইরানের আঞ্চলিক জলসীমার দিকে গতিপথ পরিবর্তন করেছে এবং ট্যাংকারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন। ট্যাংকারটির সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না এবং কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা দিয়েছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন পদন্নোতিপ্রাপ্ত তিন পুলিশ অফিসারকে সংবর্ধনা দিয়েছে। তারা হলেন, ১০৭ এর কমান্ডিং অফিসার মো ট্যাঙ্কস, ১০৩ কমান্ডিং অফিসার রেলফ এ ক্লিম্যান্ট ও ১০৭ এর কমান্ডিং অফিসার ভিক্টোরিয়া। জ্যামাইকার হিলসাইডের গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেয়াজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ। তিন পুলিশ অফিসারকে অভিনন্দন ও জ্যামাইকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জেবিএসের সিনিয়র সহ সভাপতি আহসান হাবিব, উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলী,এ্যাড.মুজিবুর রহমান, সহসভাপতি রিনা সাহা, কমিউনিটির বিশিষ্ট সমাজসেবক রুবাইয়া রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: বদরুদ্দোজা,সাংবাদিক ও ইসলামিক চিন্তাবীদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে শাহনেওয়াজ জ্যামাইকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নিরাপত্তাসহ জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলো সংবর্ধিত তিন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে জ্যামাইকা এখন একটি গুরত্বপূর্ণ এলাকায় পরিনত হয়েছে। তাই এখানকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি জ্যামাইকাবাসীর সার্বিক নিরাপত্তার দিকটি দেখার জন্য কমান্ডিং পুলিশ অফিসারদের আহবান জানান।

সময় শাহ্নেওয়াজ সংগঠনের পক্ষ থেকে জ্যামাইকার গুরত্বপূর্ণ রাস্তা ও ফুটপাতগুলো পরিস্কার রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

জ্যামাইকায় দিন দিন উঠতি যুবকদের মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে রাব্বী সৈয়দ বলেন,খুব দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। তিনি পুলিশ অফিসারদের এ বিষয়টি দেখার আহবান জানান।

সিনিয়র সহসভাপতি আহসান হাবিব তার বক্তব্যে জ্যামাইকার ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন, স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপার ও নিরাপত্তার জন্য গুরত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কথা তুলে ধরেন।

সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধানের কথা তুলে ধরে বলেন,পুলিশ বিভাগসহ আমাদের সবাইকে জ্যামাইকার কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

দুই এলাকার কমান্ডিং তিন পুলিশ অফিসার জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের বক্তাদের কথা শুনে, তুলে ধরা সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রæতি দেন। যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা তাদের বক্তব্যে সংগে সংগে ৯১১কে কল করার পরামর্শ দেন। সেই সাথে তারা জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের ও জ্যামাইকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সদস্য,পুলিশ বিভাগের সদস্য ছাড়াও সাপ্তাহিক আজকাল ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাদমান নেওয়াজ, আবু বকর সিদ্দিক, জেমিনি পত্রিকার সম্পাদক বেলাল আহমেদ, সাংবাদিক মোস্তফা অনিক রাজসহ জ্যামাইকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রার্থীতা থেকে সরলেন ক্রিস ক্রিস্টি

নির্বাচন ২০২৪

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের এ বছরের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থিতার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালেন নিউজার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি। রিপাবলিকান দলের এগিয়ে থাকা প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক হিসেবে নির্বাচনি প্রচারণায় আলোচিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রার্থিতার দৌড় থেকে ক্রিস্টির সরে যাওয়ায় অন্য প্রার্থী সাবেক গভর্নর নিকি হ্যালি সুবধা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার জন্য দলীয় প্রাইমারি শুরু হয়ে গেছে। আইওয়া রাজ্যে রিপাবলিকান ককাস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আসছে ১৫ জানুয়ারি। এর মাত্র দিন কয়েক আগে ক্রিস ক্রিস্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

১০ জানুয়ারি বুধবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক টাউন হল সভায় দেয়া ক্রিস ক্রিস্টি নির্বাচন থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে রিপাবলিকান দলে বিরাজমান ঘৃণা,

ক্রিস ক্রিস্টি

বিদ্বেষ আর স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে কথা বলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য কখনো ছিল না।ক্রিস্টি বলেন, আমি আগেই জানিয়েছি যে যখন টের পাওয়া যাবে আমার পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থিতার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, তখনই আমি সরে দাঁড়াবো। তিনি বলেন, আজ মনে হচ্ছে প্রার্থিতার দৌড়ে জয়ের জন্য স্পষ্ট কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। ফলে নির্বাচনি প্রচারণা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার ঘোষণা প্রদান করেন তিনি।

নিজে নির্বাচনি দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালেও কোন প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানানোর কথা বলেননি ক্রিস ক্রিস্টি। ২০১৬ সালের নির্বাচনেও প্রার্থীতায় নেমেছিলেন নিউজার্সি রাজ্যের সাবেক এ জনপ্রিয় গভর্নর। প্রচারণার মাঝপথে সরে দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানানো হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন ক্রিস ক্রিস্টি। যদিও ট্রাম্পের সাথে তাঁর চরম বৈরিতা শুরু হয় ২০২০ সালের দিকে। এবারের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রার্থী হলে ক্রিস ক্রিস্টিও নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করেন। প্রচারণায় এ পর্যন্ত ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করে আসছিলেন ক্রিস ক্রিস্টি।

রিপাবলিকান দলে এখনও ব্যাপক ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত দুই সপ্তাহে জরিপে দেখা গেছে জনপ্রিয়তায় অন্যতম প্রার্থী নিকি হ্যালি বেশ এগিয়েছেন। ট্রাম্প ও নিকি হ্যালির মধ্যে ব্যবধান এখন ৮ শতাংশের কাছাকাছি। নিকি হ্যালির সমর্থকরা ক্রিস ক্রিস্টির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, ট্র্যাপকে টেকাতে হলে ক্রিস্টি যেন প্রার্থীতা থেকে সরে দাঁড়ান। ক্রিস্টি সরে দাঁড়ালেও নিকি হ্যালিকে তিনি সমর্থন জানাননি। অনেকেই মনে করছেন, দলের মধ্যে এগিয়ে থাকা ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিং মেট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিকি হ্যালিকে দেখা যেতে পারে। এসব বিবেচনায় ক্রিস ক্রিস্টি কোন প্রার্থীকে সমর্থনে সময় নিচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বাধা

মেহেদি হাসান চাকরি ছাড়লেন টিভি চ্যানেলের

উত্তর আমেরিকা অফিস

মেহেদি হাসান

জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক ও তার্কিক মেহেদি হাসান ৭ জানুয়ারী রোববার রাতে 'সান ডে শো' এই নেটওয়ার্ক ছেড়ে জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজ করার কথা জানিয়ে এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট দেন।

সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি রোববার রাতে এমএসএনবিসি চ্যানেলে মেহেদি হাসানের ‘সান ডে শো’ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়, এই অনুষ্ঠানে আর মেহেদি হাসানকে দেখা যাবে না।

তবে ২০২৩ এর নভেম্বরে চ্যানেলটি তাঁর অনুষ্ঠান বাতিল করে। এ ঘোষণার পর প্রগতিশীল আইনপ্রণেতা ও অধিকারকর্মীরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ রয়েছে, ইসরায়েল নিয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্যের কারণেই তাঁকে নিয়ে আপত্তি জানায় কর্তৃপক্ষ।

চ্যানেলটিতে সম্প্রচারিত সর্বশেষ অনুষ্ঠানে মেহেদি হাসান বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই যে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আমরা এ অনুষ্ঠানে, এ নেটওয়ার্কে যা অর্জন করেছি, তার জন্য আমি বেশ গর্বিত। আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য, সমর্থনের জন্য ও প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে নতুন বছর, নতুন পরিকল্পনা।’

সংবাদমাধ্যম পলিটিকোতে এক বিবৃতির মাধ্যমে হাসানের চলে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এমএসএনবিসি।

২০২৩ এর নভেম্বরে ই-মেইল বার্তায় চ্যানেলটির প্রেসিডেন্ট রাশিদা জোনস কর্মীদের চ্যানেলের শোগুলোর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বলেন। বার্তায় তিনি সকালে নতুন অনুষ্ঠান চালু করার কথাও বলেন। তবে তিনি মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মেহেদি হাসান বিকল্প উপস্থাপক এবং ধারাভাষ্যকার হিসেবে থাকবেন।

এবার হিলারি ক্লিনটনের নাম এপস্টাইনের মামলায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জেফ্রি এপস্টাইন ও গিসলেইন ম্যাক্সওয়েল দম্পতির মানবপাচার মামলা সম্পর্কিত নথির তৃতীয় অংশ ফাঁস হয়েছে। ৫ জানুয়ারী শুক্রবার ফাঁস হওয়া নথিতে বাদী ভার্জিনিয়া জিউফ্রে ও জোহানা জোবার্গের দেওয়া সাক্ষ্যে ‘১৩ ক্ষমতাধর সাক্ষীর’ মধ্যে সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনের নামও উঠে এসেছে।

জিউফ্রে এপস্টাইন ও ম্যাক্সওয়েল পাচারকৃত অসংখ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে একজন। ২০১৫ সালে জিউফ্রে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মানবপাচারের শিকার হওয়া নিয়ে মামলা করেন।

নতুন প্রকাশিত নথিতে এপস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি রয়েছে। এ বন্ধুরা তাঁকে মানবপাচার কারবার পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিলেন। জিওফ্রে ও জোবার্গের অধিকতর জবানবন্দিতে এপস্টাইন ও ম্যাক্সওয়েলের মানবপাচারের কারবারে কীভাবে কিশোরীদের ফাঁদে ফেলা হতো তা নিয়ে আরও বিস্তারিত রয়েছে।

নতুন এ নথি অনুসারে, ভার্জিনিয়া জিউফ্রের উল্লেখিত ১৩ জন নির্দিষ্ট সাক্ষীর মধ্যে হিলারি ক্লিনটনও রয়েছেন। আদালতে দাখিল করা এ নথিতে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

এপস্টাইনের সাবেক গৃহপরিচারিকা হুয়ান অ্যালেসি বলেন, প্রিন্স অ্যান্ড্রু প্রায়ই এপস্টাইনের পাম বিচ হোমে থাকতেন। সেখানে তিনি প্রত্যেকদিন ম্যাসাজ নিতেন। নথিতে আরও বলা হয়, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এপস্টাইনের সাউথ ফ্লোরিডার বাড়িতে যেতেন। তবে, ট্রাম্প কখনোই ওই বাড়িতে অবস্থান করেননি উল্লেখ করেন জুয়ান।

পেডো আইল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ফাঁসকৃত নথি অনুসারে, যৌনদাসী হিসেবে আনা প্রত্যেক মেয়ের বিনিময়ে ২০০ ডলারে চুক্তি করতেন এপস্টাইন। বেশ কিছু মেয়ে তাঁকে ম্যাসেজ করার বিনিময়ে টাকা পেয়েছে।

৩ জানুয়ারী বুধবার থেকে মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত ১৮০ টিরও বেশি নথি ফাঁস হয়েছে। ২০১৯ সালে জুলাইয়ে এপস্টাইনের বিরুদ্ধে যৌন দাসত্ব ও মানবপাচারের অভিযোগ আনা হয়। তবে বিচারকার্য শুরু হওয়ার আগেই তিনি ম্যানহাটনের কারাগারে আত্মহত্যা করেন। একই অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন ম্যাক্সওয়েল।

মার্কিন আদালত বলছে, ধনসম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে এপস্টাইন কিশোরীদের যৌন নিপীড়ন করতেন।

হেমট্রামিক সিটির মেয়র প্রটেম নির্বাচিত হয়েছেন মুসা

সামিল হোসেন

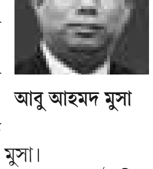

আবু আহমদ মুসা

এবার মেয়র প্রটেম (ডেপুটি মেয়র) নির্বাচিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হেমট্রামিক সিটির কাউন্সিলম্যান গোলাপগঞ্জের কৃতি সন্তান আবু আহমদ মুসা।

৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার হেমট্রামিক সিটি কাউন্সিল চেম্বারে আয়োজিত নির্বাচনে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র প্রটেম (ডেপুটি মেয়র) এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

জানা যায়, আবু আহমদ মুসা সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ১৯৯৬ সালে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি ২০১৪ সালে প্রথম কাউন্সিলম্যান হিসেবে নির্বাচনে বিজয়ী হন। তিনি তৃতীয় বারের মত হেমট্রামিক সিটির কাউন্সিলম্যান হিসেবে দায়িত্ব থাকা অবস্থায় প্রটেম (ডেপুটি মেয়র) নির্বাচিত হন। পাশাপাশি ২০১৮ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা মিশিগান স্টেট আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ডিসেম্বরে করোনায় প্রায় ১০ হাজার মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত ডিসেম্বরে করোনায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বুধবার জাতিসংঘের সংস্থাটি বলেছে, প্রায় ৫০টি দেশে ডিসেম্বরে করোনা আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছিল প্রায় ৪২ শতাংশ। এর বেশির ভাগই ইউরোপ ও আমেরিকায়। নভেম্বরের তুলনায় আইসিইউ ভর্তিও বেড়েছিল ৬২ শতাংশ। জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে খবরটি জানান হয়েছে। ডব্লিউএইচও-এর প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, এক মাসে ১০ হাজার মৃত্যু করোনা মহামারির শীর্ষের পরিসংখ্যান থেকে অনেক কম হলেও যে রোগ প্রতিরোধযোগ্য তাতে মৃত্যুর এই মাত্রা গ্রহণযোগ্য নয়।

সভাপতি হারুন ও সাধারণ সম্পাদক হাবিব, নরসিংদী জেলা সমিতির ইউএসএ-র নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ-এর ২০২৪ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। একবছর মেয়াদি এই কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব। নতুন কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ জানুয়ারী কুইন্সের জামাইকাস্থ চাংপাই রেস্টুরেন্টে।

২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর দুটি পক্ষের একটি লিখিত চুক্তির (দুই পরিষদ এক বছর মেয়াদ কালের জন্য গঠিত হবে) পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

জাপার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাপা সম্পর্কে বলেন, কেন্দ্রীয় কিছু নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা নির্বাচনে গেছে। দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের কর্মীদের বিস্তর ব্যবধান আছে। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে বোঝাপড়া, সুবিধা আদায় করা—এভাবেই চলবে জাতীয় পার্টি।

১৯৮৬ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় থেকে জাতীয় পার্টি গঠন করেন। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি ১৫৩টি আসন পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বড় দলগুলোর বর্জন করা ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে আসন পেয়েছিল ২৫১টি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৩৫ আসন পেয়ে তৃতীয় হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ৩২, ২০০১ সালে ১৪, ২০০৮ সালে ২৭, ২০১৪ সালে ৩৪ এবং ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে ২৩টি আসন পেয়েছিল।

জাপা সূত্রে জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে ভরাডুবির জন্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা দুষছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের। তাঁদের মতে, দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। দলের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের মতামতই প্রাধান্য পায়। গত ১৫ বছরে জনমুখী কোনো কর্মসূচি দিয়ে মানুষের কাছে যেতে পারেনি দল। ফলে মানুষের সমর্থন হারিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সদস্য আজকের পত্রিকাকে বলেন, জাতীয় পার্টিতে দীর্ঘদিন ধরে জনগণের অ্যাজেন্ডার রাজনীতি অনুপস্থিত। দলের শীর্ষ নেতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে সব।

দলীয় সূত্র বলছে, তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। অনেক কেন্দ্রীয় নেতারও একই মত ছিল। তবে দলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরসহ প্রেসিডিয়ামের বেশির ভাগ সদস্য নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন।

দলীয় সূত্র বলছে, তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। অনেক কেন্দ্রীয় নেতারও একই মত ছিল।

জাপার এই অবস্থার জন্য কয়েকজন নেতা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব, রাজপথে কর্মসূচির অভাবের পাশাপাশি এরশাদের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব নিয়ে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরের দ্বন্দ্বকেও দায়ী করেছেন। এই কোন্দলের কারণে দলে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়েছে।

সমঝোতার রাজনীতির কারণে জাপার অবস্থান দিন দিন দুর্বল হচ্ছে বলে মনে করেন দলটির প্রেসিডিয়ামের একাধিক নেতা। তাঁরা আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনদের তীব্র সমালোচনা করে নিজেদের দর-কষাকষির সুযোগ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছিলেন এরশাদ। সেই কৌশল এখনো ধরে রেখেছেন দলের নেতারা।

তবে নিজ আসনে বিজয়ী জাপা চেয়ারম্যান গতকাল মঙ্গলবার রংপুরে অভিযোগ করে বলেন, ‘জাতীয় পার্টিকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্তে সরকার লিপ্ত। আমাদের দলের মধ্যে নানা রকম অন্তঃকোন্দল সৃষ্টি করছে। স্বাভাবিকভাবে দলটাকে চলতে দেওয়া হচ্ছে না।’ নির্বাচন সঠিক হয়নি মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন করে ফেলেছি। এখন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলে আরেক ধরনের হতাশা সৃষ্টি হবে। সংসদে যাই, তারপর যতটুকু পারব দেশের জন্য কাজ করব।’

জাপার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শামসুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দলটি এরশাদের সময় থেকেই একটা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ধারায় ছিল। এবারও তা-ই করেছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাজনীতি করতে না পারলে আগামী দিনে তাদের আর রাজনৈতিক ভিত্তি থাকবে না।

ভোটের ফল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির সমাবেশ পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে এ কার্যালয়ে তালা দেওয়া ছিল। এরপর আজ সেখানে সংবাদ সম্মেলন হলো।

আব্দুল মঈন খান বলেন, আজকে জাতীয় সংসদের তিনশ’ আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনে কে বিজয়ী, কে পরাজিত সেগুলো নির্বাচনে নির্ধারিত হয়নি। এগুলো সব নির্ধারিত হয়েছে ঢাকার সর্বোচ্চ একটি টেবিলে। সেখানে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আগেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে কে কত ভোট পাবে, কে কত শতাংশ ভোট পাবে এবং কোন আসন থেকে কে নির্বাচিত হবে। এটা আর এখন বিএনপির কথা নয়, দেশে-বিদেশে সব প্রমাণসহ বিশ্ববাসীর কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সরকারের সবচেয়ে দুঃখজনক, লজ্জাজনক, কলঙ্কজনক বিষয় হচ্ছে- মানুষ ভোট চুরি করে গোপনে। এই সরকার ভোট ডাকাতি করেছে প্রকাশ্যে। তারা প্রকাশ্যে আলোচনা করেছে, আসন ভাগাভাগি করেছে, কে কোন আসনে নির্বাচিত হবে সেটা নির্ধারণ করেছে প্রকাশ্যে। এই সরকার কোথায় নেমেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সরকার যেটাতে বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে একদলীয় বাকশালী শাসন। এটা হচ্ছে অলিখিত বাকশাল। আজ নির্বাচনের পরে যা দাঁড়িয়েছে সেটা অলিখিত বাকশাল ওয়ান।

বিএনপির এ নেতা বলেন, দীর্ঘ ৭৫ দিন পর আমাদের নয়াপল্টনের কার্যালয় খোলা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর ক্র্যাকডাউনের পরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি সরকার বেদখল করে নিয়েছিল। আজ তারা আবার এখানে এসেছেন জনগণের কথা বলার জন্য। তারা রাজনীতি করেন জনগণের জন্য, তারা রাজনীতি করেন জনগণকে নিয়ে এবং তারা রাজনীতি করেন জনগণের মঙ্গলের জন্য।

অদ্ভুত নির্বাচনে গণতন্ত্রে শেষ পেরেক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিত ফেনী-২ আসনেও নৌকা ৯২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলেও ৬১ দশমিক ৮৫ ভোটার ভোটকেন্দ্রে আসেন। চট্টগ্রাম-৬ আসনে ৯৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে নৌকার প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এই আসনে ভোটের হার জেলার ১৬ আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৩ শতাংশ। অথচ পাশের চট্টগ্রাম-৫ আসনে জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই হয়েছে। সেখান ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ২০ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ফলাফর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে আওয়ামী লীগের দুর্গখ্যাত গোপালগঞ্জ-৩ আসনে। এ আসনে ভোট দিয়েছেন ৮৭ দশমিক ২৪ শতাংশ ভোটার। নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পেয়েছেন ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুপ্রিম পার্টির এম নিজাম উদ্দীন লস্কর পান ৪৬৯ ভোট।সবচেয়ে কম ১৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ভোট পড়েছে ঢাকা-১৫ আসনে। এ আসনে ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৫০৪। নৌকা প্রতীকের প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার ৩৯ হাজার ৬৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

পুরো জেলায় ভোটার উপস্থিতি প্রায় ৪০ শতাংশ হলেও ময়মনসিংহ-২ আসনে ৫২ দশমিক ৭৭ শতাংশ ও ময়মনসিংহ-১০ আসনে ৬১ দশমিক ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ দুটি আসনেই কারচুপি, প্রকাশ্যে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগে নৌকার প্রতিপক্ষ প্রার্থীরা ভোট শুরুর পরপরই বর্জনের ঘোষণা দেন। ময়মনসিংহ-২ ও ময়মনসিংহ-১০ আসনে ভোট পড়েছে সবচেয়ে বেশি। অন্য ৯টি আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হলেও এ দুই আসনে নৌকার প্রার্থীরা সহজ জয় পেয়েছেন।

ময়মনসিংহ-২ আসনে ভোটার ৫ লাখ ৪০ হাজার ৩৪৫। আওয়ামী লীগের প্রার্থী গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ পেয়েছেন ২ লাখ ৬৩ হাজার ৪৩১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সাবেক এমপি শাহ শহীদ সারোয়ার ১২ হাজার ১৫ ভোট পান।

ময়মনসিংহ-১০ আসনে ভোটার ৩ লাখ ৮২ হাজার ৯৪৬। ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৫ ভোটার। আওয়ামী লীগের ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল একাই পেয়েছেন ২ লাখ ১৬ হাজার ৮৯৩ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী ড. আবুল হোসেন দীপু পান ৭ হাজার ৫১৩ ভোট। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট কায়সার আহাম্মদ ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ২৫০টি।

ময়মনসিংহ-১ আসনে ৩৭ দশমিক ৭১ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৩ আসনে ৪৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ ভোট। এ আসনের একটি কেন্দ্রের কারণে পুরো আসনের ফল স্থগিত করা হয়েছে। ময়মনসিংহ-৪ আসনে ৪০ দশমিক ৪১ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৫ আসনে ২৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৬ আসনে ২৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৭ আসনে ৩৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৮ আসনে ২৭ শতাংশ, ময়মনসিংহ-৯ আসনে ৪১ দশমিক ৭৮ শতাংশ ও ময়মনসিংহ-১১ আসনে ৪৫ দশমিক ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। ময়মনসিংহ–১, ৫, ৬, ৭ এবং ১১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। বাকি চারটি আসনেও দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে স্বতন্ত্রের লড়াই হয়েছে।

ভোটের ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক

শেষ একঘণ্টার ভোট নিয়ে আলোচনা সর্বত্রই। ভোটের দিন রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ইসির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেছিলেন, সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ১৮ দশমিক ৫০ শতাংশ ভোট পড়েছে। অর্থাৎ প্রথম চার ঘণ্টা ভোট পড়ে ২ কোটি ২০ লাখ ১৩ হাজার ৯টি ভোট। এরপর বেলা সাড়ে ৩টায় আবার প্রেস ব্রিফিংয়ে আসেন ইসি সচিব। তখন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিকাল ৩টা পর্যন্ত ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। হিসাব অনুযায়ী তখন ভোট পড়ে ৩ কোটি ২৩ লাখ ৫ হাজার ৫৭৮টি ভোট। তখন বিভাগ ওয়ারী কোন বিভাগে কত ভোট পড়েছে তার হিসাবও দেন ইসি সচিব। ভোটগ্রহণ শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। সন্ধ্যায় সাড়ে ৫টায় প্রেস ব্রিফিংয়ের শুরুতে সিইসি ভোটের হার ২৮ শতাংশের মতো পড়েছে বলে উল্লেখ করেন। পরে সিইসি’র পাশে থাকা সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সিইসিকে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানান। তবে পরে তা সংশোধন করে সিইসি বলেন, এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে আরও হয়তো বাড়তে পারে। আবার নাও পারে।

সোমবার বেলা সাড়ে ৩টায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সিইসি বলেন, চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ২৯৮ সংসদীয় আসনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। কারো সন্দেহ থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ইসি স্বাগত জানাবে। যদিও ইসির চূড়ান্ত ফলাফল শীটে ভোট প্রদত্তের হার ৪১ দশমিক ৯৯ শতাংশ।

ইসির দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শেষ এক ঘন্টায় ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। প্রথম সাত ঘন্টায় ভোট পড়েছে ৩ কোটি ২৩ লাখ ৫ হাজার ৫৭৮টি। হঠাৎ শেষ এক ঘন্টায় কীভাবে ১ কোটি ১ কোটি ৭৬ লাখ ৫৯ হাজার ৮৮৮টি ভোট পড়েছে তা নিয়ে স্বয়ং প্রশ্ন আছে ইসির সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

বিরোধী দল কে

এবারের নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ঘোষিত ২৯৮ আসনের ফলাফলে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ ২২২, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২ টি আসনে জয়ী হয়েছেন। জাতীয় পার্টি পেয়েছেন ১১ এবং ছোট ছোট পার্টি গুলো পেয়েছে ৩টি আসন। তবে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে হাসানুল হক ইনুর পরাজয়। ২০১৪ সালের পর জাতীয় পার্টি সংসদে বিরোধী দল। আবার ২০১৪ সালে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলেও ছিল মন্ত্রিত্বও নিয়েছে। এবার কি হবে। স্বতন্ত্র ভাবে বিজয়ী মুজিবুর রহমান নিক্সন, একে আজাদসহ বেশ কয়েক জন বলেছেন তারা বিরোধী মোর্চা করতে চান। জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট জি এম কাদেরও বলেছেন, তারা বিরোধী দলে থাকতে চান। তবে চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সাংসদ আব্দুল মোত্তালেব এ প্রতিবেদককে বলেছেন, স্বতন্ত্ররা বিরোধী জোট করতে আলোচনা হয়েছে। তবে সব কিছু সিদ্ধান্ত নিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মজার বিষয় হচ্ছে স্বতন্ত্র ৬২ জনই আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। তাই এ সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদ হচ্ছে ২৯৮ আসনের মধ্যে ২৮৪টি। পার্থক্য শুধু কেউ নৌকা প্রতীকে কেউ ঈগলে বা কেউ ট্রাক প্রতীকে। তবে সবাই তাকিয়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

আসল চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি

সরকারের নতুন মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ আসলেও অর্থনীতির মাথা ব্যাথা সরকারের। কারণ ডলার নেই। প্রতি ডলার ১৩০ টাকার কাছাকাছি। এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আবারো নামল ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় গতকাল ১২৭ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে দিন শেষে গত মঙ্গলবার নিট রিজার্ভ ২০.০৪ বিলিয়নে নেমে এসেছে।

জানা গেছে, আঞ্চলিক দেশগুলোর লেনদেনের নিষ্পত্তির একটি মাধ্যম হলো আকু। তেহরানভিত্তিক এ সংস্থার সদস্য দেশ হলো ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, ইরান, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল ও পাকিস্তান। সদস্য দেশগুলো প্রতি দুই মাস অন্তর অর্থ পরিশোধ করে। আকু পেমেন্ট করার পর সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যায়। প্রতি দুই মাসের দায় পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিশোধ করে এসব দেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত এক বছরে গড়ে প্রতি দুই মাস অন্তর আকুর দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলারের ওপরে। যেমন- গত বছরের জানুয়ারিতে ১ দশমিক ১২ বিলিয়ন, মার্চে ১ দশমিক ০৫ বিলিয়ন, মে মাসে ১ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ও জুলাই মাসে পরিশোধ করা হয় ১ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। গত সেপ্টেম্বরে পরিশোধ করা হয় ১.৩ বিলিয়ন ডলার। নভেম্বরে পরিশোধ করা হয়েছে ১১৭ কোটি ডলার। আর বছরের সর্বশেষ অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বরের আকুর দায় গতকাল পরিশোধ করা হয়েছে ১২৭ কোটি ডলার।

সূত্র জানিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ বাড়তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে নীতিমালা শিথিল করেছে। সেই সাথে ব্যাংকগুলোকেও বেশি হারে রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে ডলারের মূল্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংকারদের শীর্ষ সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) যৌথ বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, যেসব ব্যাংকের ডলার সঙ্কট রয়েছে তারা ইচ্ছে করলে বেশি দামেও রেমিট্যান্স আহরণ করতে পারবে। তবে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে এ সুবিধা ছিল বলে ওই সূত্র জানিয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যেহারে প্রতি মাসে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে সামনে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ আরো চাপে পড়ে যাবে। তখন আপদকালীন দায় মেটাতে কষ্টকর হবে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনার কাছে পরাজিত বাইডেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নেতা হিসেবে টানা চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হতে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার বিজয় প্রেসিডেন্ট বাইডেনেরও পরাজয়, যিনি গণতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার প্রচেষ্টায় ছিলেন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে।

৭৬ বছর বয়সি শেখ হাসিনা, যিনি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নির্বাচিত যেকোনো নারী নেত্রীর চেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। তিনি মৌলবাদী শক্তিকে দমন করেছেন এবং তার দেশকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছেন- যা অনেক উন্নয়নশীল দেশের নেতারা দেখাতে পারেননি।

নিবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে বাইডেনের প্রশাসনের তুলনা করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে হোয়াইট হাউস মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিরোধীদলগুলোকে গণগ্রেপ্তারের দায়ে শেখ হাসিনার সরকারকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু শেখ হাসিনা এসব প্রচেষ্টায় বেঁকে বসেছেন।

আরও বলা হয়, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ হাসিনার যদি ত্রুটিও থাকে তা সত্ত্বেও বিকল্প আরও তিক্ত। সর্বশেষ বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়েছিল এবং যারা ভারতকে টার্গেট করেছিল সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় নৃশংসতার জন্য দায়ী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে জোটবদ্ধ ছিল। ভারতীয়রা আরেকটি বিএনপি সরকারের ওপর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা স্পষ্ট, কারণ তাত্ত্বিকভাবে দেশটি বাইডেনের মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শেকড় গভীরে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ নির্বাচনের পাশাপাশি একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং মুক্ত গণমাধ্যমের মতো উদার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের অনেক নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্যে শিক্ষিত ছিলেন।

হোয়াইট হাউসের জানা উচিত ছিল, তাদের বোঝা উচিত ছিল, আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যারা ইসলামাবাদের সঙ্গে মার্কিন সমর্থন থাকার পরেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন করতে ভূমিকা রেখেছিল। রাশিয়া, চীন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতসহ সমর্থকদের একটি অপ্রত্যাশিত জোট গঠনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা দক্ষতার সঙ্গে মার্কিন চাপ মোকাবিলা করেছেন, যেখানে তাকে একটি অস্থিতিশীল দেশে স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচ হিসাবে দেখা হয়। বাংলাদেশের মানুষ হোয়াইট হাউসের পরিবর্তে শেখ হাসিনার ওপর বেশি ভরসা করে।

লেখক দাবি করেন, বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি হাই-প্রোফাইল ‘সামিট ফর ডেমোক্রেসি’ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিলেও অনেক খারাপ রেকর্ড রয়েছে এমন বেশ কয়েকটি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গত বছর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের নির্বাচনকে ‘দুর্বল করার জন্য দায়ী বা জড়িত’ হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা বলেছিল।

দিনের ভোট রাতে দিয়েছে বলার সুযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল বুধবার আওয়ামী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় উদ্‌যাপনের জন্য এ আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসতে শুরু করেন। দুপুরের পর ভিড় বাড়ে। নেতা-কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নেন। বেলা ৪টার দিকে আওয়ামী লীগের সভাপতি জনসভাস্থলে পৌঁছান। মঞ্চে উঠে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে নেতা-কর্মীদের অভিবাদনের জবাব দেন। পরে গান পরিবেশন করেন শিল্পী ফকির শাহাবুদ্দিন ও মমতাজ বেগম।

বিকেল সাড়ে ৪টার পর বক্তব্য শুরু করেন শেখ হাসিনা। আধা ঘণ্টার মতো দেওয়া বক্তব্যে তিনি আওয়ামী লীগের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। একই সঙ্গে নির্বাচন এবং নির্বাচন বিরোধিতাকারীদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন।

ভোট দিয়ে নির্বাচিত করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভোট বর্জনে বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচির বিষয়ে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘মানুষ যাতে ভোট না দেয়, লিফলেট বিতরণ করা, মানুষকে ভোট থেকে বিরত রাখা, সেই চেষ্টাও তারা করেছে। আমরা কিন্তু বাধা দেইনি। বাংলাদেশের মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগকে। এই নির্বাচনকে তারা গ্রহণ করেছে। এই জন্য আমি জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘নির্বাচনে মানুষ যাতে ভোট দিতে না আসে, সেটা ঠেকাতে চেয়েছিল। তারপরেও ৪১ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পড়েছে। এটা সোজা কথা নয়! এ কারণে আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমমনা দল যখন নির্বাচন করেছে, আরেকটি দল তখন নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে।’

নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসন থেকে শুরু করে সবকিছুই নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত ছিল, যেন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়। আমরা কখনো হস্তক্ষেপ করিনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীসহ যাঁরা নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।’

নির্বাচন নিয়ে সমালোচনাকারীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, ‘অবাক লাগে যখন মিলিটারি ডিকটেটররা জনগণের ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় আসত, তখন সেই নির্বাচন নিয়ে যারা কথা বলত না, আর আজকে যখন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, তখনই আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন, নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন।’

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগ আজকে ক্ষমতায় ফিরে আসছে বলেই বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা, এই অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষের শক্তিটাই বড় শক্তি। আরেকবার তার প্রমাণ হয়েছে।’

আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ ও উপপ্রচার সম্পাদক সৈয়দ আবদুল আউয়াল শামীমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কামরুল ইসলাম, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ, মাহবুব উল আলম হানিফ, দীপু মনি, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম প্রমুখ।

পরাজিত এমপিদের নির্বাচনে কারচুপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এনেছেন কেউ কেউ।

দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবারের ভোটে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগেরই বেশ কয়েকজন নেতা। তারা নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। নৌকা নিয়ে হেরে যাওয়ার তালিকায় রয়েছেন- আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান মিয়া গোলাপ, টানা তিনবারের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী দুইবারের সংসদ সদস্য এডভোকেট মাহবুব আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী দুইবারের সংসদ সদস্য এনামুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী তিনবারের সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য। এ ছাড়া ১৪ দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট করে হেরে যান। এসব প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন।

মাদারীপুর-৩ আসনের আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থী ও দলটির প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে গত মঙ্গলবার বলেছেন, নির্বাচনে নৌকার ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিয়েছে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগমের সমর্থকরা। তারা কালকিনি পৌরসভাসহ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে নৌকার পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়েছে।

ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে মানিকগঞ্জ-২ আসনে নৌকার পরাজিত প্রার্থী মমতাজ বেগম বলেছেন, সিংগাইর উপজেলার বলধারা ও বায়রা ইউনিয়ন এবং সিংগাইর পৌরসভার কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে। কালো টাকা দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট কিনেছেন। বলধারা ও বায়রা ইউনিয়নের কয়েকটি কেন্দ্রে মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীদের ভোটও ট্রাক প্রতীকে পড়েছে। এসব সিল মেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা।

নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (শম্ভু) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি গিয়ে এই অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগে বলা হয়, বেআইনিভাবে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নৌকা প্রতীকের উপস্থিত এজেন্টদের জোর আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে।

১৪ দলের প্রভাবশালী নেতা ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া-২ আসনে ধরাশায়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। নির্বাচনে হারের বিষয়ে তিনি বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে ভোট কারচুপি। প্রশাসন কারচুপি বন্ধ করার কোনো চেষ্টাও করেনি। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কারচুপি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজশাহী-২ আসনের নৌকা প্রতীকের পরাজিত প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা ইসির কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির নির্দেশে সব ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুবিধাভোগীর কার্ড আটকে রেখে কাঁচি প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আমি লিখিতভাবে অভিযোগও করি। নির্বাচনের আগের রাতে ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিজাম-উল আজিমকে এসব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী আটক করেও নিয়ে যায়। যদিও আর সব ওয়ার্ডে সেই একই প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

গাইবান্ধা-১ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী ও একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী একটি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, ভোটে কারচুপি হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ কেন্দ্রে আমি দুই-তিনজনের বেশি ভোটার দেখিনি। আমাদের সমর্থক ভোটাররা প্রথমে সকাল ১০টার মধ্যে ভোট দিয়ে দিয়েছেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নগণ্য ভোটার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু দিন শেষে কাস্টিং যা দেখলাম, আমার মনে হয়েছে, এখানে ভোট কারচুপি হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-২ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ও পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক আবদুল কাহার আকন্দ ভোটে অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই নির্বাচন মেনে নেইনি। আমি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবো। এই আসনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে।

শেষ ঘণ্টায় নৌকার পক্ষে ভোট কাটার অভিযোগ: নির্বাচনে ফরিদপুর-১ আসনে জাল ভোটসহ অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট পুনরায় গণনা ও অর্ধশতাধিক ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আরিফুর রহমান দোলন।

আতিকুর রহমান সালুর স্মরণসভা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালুর স্মরণ সভা ৭ জানুয়ারী রোববার কুইন্সের গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত বক্তারা তাদের বক্তব্যে আতিকুর রহমান সালুর মতো একজন সৎ আদর্শবান দেশপ্রেমিককে সবার সামনে তুলে ধরেন।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশের রাজনীতির নামে কমিউনিটির ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কের ওপর আঘাত হানছে। প্রবাসে আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়। রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু আমরাতো একে অপরের শত্রু নই। দেশকে ভালোবাসার প্রশ্নে প্রবাসীদের অবস্থান অভিন্ন। এ আলোকেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের একসাথে কাজ করতে হবে। হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাস করের দেশের কল্যাণে আতিকুর রহমান সালু কাজ করে গেছেন। আমরা দেশকে ভালোবাসলেই সালুর আত্মা শান্তি পাবে।

বক্তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালু ইউসুফজাই ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। সালু তার আদর্শ ও নীতি থেকে কোনদিন পিছপা হন নাই। দেশের স্বার্থে তিনি বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন । তিনি সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেন।

শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সৈয়দ টিপু সুলতান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শোক সভার সদস্য সচিব আলী ইমাম শিকদার। পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আলী ও সাংবাদিক ইমরান আনসারী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন পাঠ করেন শোক পালন কমিটির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আমিন মেহেদী। দোয়া পরিচালনা মওলানা মো: ফায়েক উদ্দিন।

সালুর আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস,আদর্শ এবং তার বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা করেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ, সাপ্তাহিক আজকাল প্রধান সম্পাদক ও আতিকুর রহমান সালুর স্মরণে প্রকাশনা কমিটির সদস্য মনজুর আহমদ, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, উদীচীর সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস, আতিকুর রহমান সালুর স্মরণে প্রকাশনা কমিটির সদস্য ও প্রবীণ সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ , সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ. খান, সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, আতিকুর রহমান সালুর ঘনিষ্ঠজন এ্যাড. ওয়াহিদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপি নেতা মশিউর রহমান, আসালের সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক মাফ মেজবাহউদ্দিন, যুবদল নেতা ইকবাল হায়দার, ,ফার্মাসিষ্ট নুরুল হক, বাল্যবন্ধু ডা. বিল্লা, প্রাবন্ধিক জামান

উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। আজ মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস নিশ্চিত করেছে যে,১৮৫০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২০২৩ সালই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। তবে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, গত বছরের গরমকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে চলতি বছরটি।

এ বিষয়ে স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে বায়ু পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ২০১৬ সাল থেকে যা প্রায় ০.১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

কোপারনিকাস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাক শিল্পযুগে অর্থাৎ যখন মানুষ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার শুরু করেছিল—সেই সময়ের তুলনায় ২০২৩ সালে গড়ে প্রায় ১.৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি ছিল।

তবে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, শিগগিরই এই রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে চলমান বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালেই ভেঙে যেতে পারে উষ্ণতম বছরের অতীত সব রেকর্ড। এ জন্য তাঁরা এল নিনো নাম চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন।

ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ ফিলিস্তিনি নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। হামলা হয়েছে আল আকসা হাসপাতালের আশপাশেও। সোমবার গাজা জুড়ে ইসরায়েলি আগ্রাসনে আরও আড়াইশ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। চতুর্থ মাসে গড়াল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন। হামাসকে লক্ষ্য করে হামলা চললেও, বেসামরিক হতাহতের সংখ্যাই বেশি। তীব্র হচ্ছে মানবিক সংকট।

সোমবার গাজার মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে তীব্র হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া, হামলা হয়েছে আল আকসা হাসপাতালের আশপাশে। এসব হামলায় ঘটেছে হতাহতের ঘটনা।

এদিকে, গাজা ইস্যুতে চতুর্থবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সোমবার রিয়াদে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠক শেষে ব্লিঙ্কেন বলেন, গাজায় স্থিতিশীলতা ফেরাতে তুরস্কের সাথে কাজ করতে সম্মত হয়েছে সৌদিসহ চারটি আরব দেশ। এর আগে জর্দান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ ৫টি দেশে সফর করেন তিনি। এদিকে, মঙ্গলবার ইসরায়েলে পৌঁছান অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে তার।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

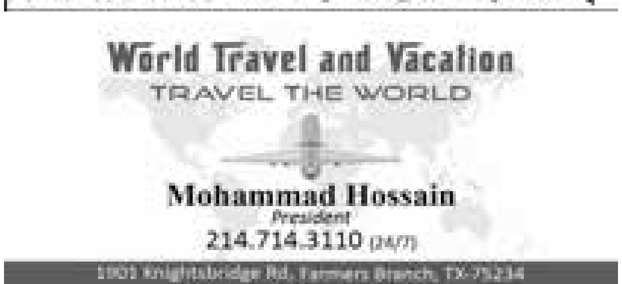

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

সিরাজুল আলম খানের জন্মদিন পালন পিপল আপের

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা ষাট ও সত্তরের দশকের ছাত্র রাজনীতির মহানায়ক সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক ভাবনার নতুন দিক উন্মোচন করেছেন তার আদর্শে দিক্ষিত প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেছেন, সিরাজুল আলম খান দাদা ভাই তার জীবনকে উৎসর্গ করেন জাতির জন্য। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনে নিজের গন্তব্য নির্ধারণ করেননি। তিনি ছিলেন প্রচলিত ধারার বাইরের মানুষ। তিনি যেখান থেকে বাংলাদেশকে দেখতেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করতেন তা প্রচলিত রাজনৈতিক দলনেতাদের সঙ্গে মিলবে না। রাজনৈতিক নেতারা যে প্রেক্ষিতে দল গড়ে তুলে রাজনৈতিক সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করে এগুলোর কোনোকিছুই সিরাজুল আলম খানকে ছুঁতে পারেনি। রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার পরক্ষণেই আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলকে দলপ্রধানের ব্যক্তিগত হাতিয়ার বানানোর প্রক্রিয়া। এই সত্য সিরাজুল আলম খান উন্মোচন করে গেছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান রূপকার সিরাজুল আলম খানের ৮৩তম জন্মদিন পালন করেছে রাজনীতি গবেষণা ও অনুশীলনের সংগঠক পিপল ইউনাইটেড ফর প্রগ্রেস, পিপল আপ। ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ষাট ও সত্তরের দশকের শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতার জন্মদিন উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের কর্পোরেট অফিসে ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. এম ওয়াজেদ, টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সিনিয়র সাংবাদিক মঈনউদ্দিন নাসের, প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনওয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মজুমদার, লেখক সাংবাদিক মাহবুব রহমান, হক কথা'র সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন, রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ এড. শেখ আখতারুল ইসলাম, জাসদ নেতা ও সিরাজুল আলম খানের স্নেহভাজন হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, রফিকউল্লাহ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি ইউএসএ শাখার সভাপতি রহমতউল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সত্তরের নির্বাচন আমরা যখন ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে শায়ত্বশাসন আন্দোলনটাকে ত্বরান্বিত করছি, তখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় আমাদের পক্ষে আসে। তখন সেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেয়ার মতো লোকও খুব কম ছিল। এত প্রভাব ছিল মুসলিম লীগের। সেই সময়ও এই ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দই নির্বাচনে জয়লাভের জাগরণ সৃষ্টি করে। আমরা সেই যুবশক্তিকে ভুলে গেছি। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাখা হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোতে রাখা হচ্ছে না। মানা হচ্ছে না। দেশ জন্ম হওয়ার আগে শ্লোগান ছিল গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের জন্য আমরা এত বেশি যৌক্তিক অবস্থানে ছিলাম, সেই মানুষ আমরা যারা কোনোদিন অস্ত্র দেখিনি সামরিক পোশাক দেখিনি তারাই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছি।

তিনি বলেন, রাষ্ট্র স্বাধীনের পর বড়রা নের্তৃত্ব করবে। নেতারা নেতৃত্ব করবেন সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু ৭০ সনে পাকিস্তানী নেতৃত্ব করবার জন্য বা পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য যাদের আমরা নির্বাচিত করি তাদের দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। সেটি কি বাংলাদেশের ছিল না কি পাকিস্তানের ছিল?

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা রাষ্ট্র বুঝতাম না। এর আগে রাষ্ট্র গঠন করিনি। রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যিনি স্বধীনতা যুদ্ধি দেখেননি যার সাথে এর কোনো সম্পর্কও ছিল না, তিনিই যেহেতু সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা তার নেতৃত্বেই সরকার গঠন করা হয়।

এই সরকারটা মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ সরকার হবার কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছেন, যারা সংগঠক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মাধ্যমে না হয়ে পাকিস্তানী পার্লিমেনেটে দায়িত্ব নেয়ার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

কে হবেন কিমের উত্তরসূরি?

নিউজ ডেস্ক

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। তার পরবর্তী উত্তর কোরিয়ার নেতা কে হবেন, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। করোনা মহামারি চলাকালীন কিম করোনা আক্রান্ত হলে তাকে স্থলাভিষিক্ত করবেন কে—এ নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়। কিমের ছোট বোন ও দেশটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের একজন কিম ইয়ো জং হতে যাচ্ছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা—এমনটাই মনে করছিলেন অনেকে। তবে কিমের সঙ্গে হঠাৎ করে ছোট্ট একটি মেয়ের উপস্থিতি এই ধারণা পাল্টে দেয়। ২০২২ সালে প্রথম জনসমক্ষে আসেন কিমের মেয়ে কিম জু-আয়ে। তখন নতুন গুঞ্জন ওঠে, তিনিই হতে যাচ্ছেন উত্তর কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নেতা। তবে এবার একই দাবি দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা করার পর এই ধারণাটি যেন ভিত পেলো। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, কিম জং উনের 'সম্ভাব্য' উত্তরসূরি হতে পারেন তার কিশোরী কন্যা কিম জু-আয়ে। বিভিন্ন সময় দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবং সামরিক কুচকাওয়াজে কিমের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে।

বিবিসি বলছে, এই প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএস) কিম জু-আয়ে'কে কিম জং উনের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করলো।

জনসম্মুখে জু-আয়ের প্রথম উপস্থিতি

২০২২ সালের শেষ দিকে প্রথম জনসম্মুখে উপস্থিত হন কিম জু-আয়ে। তখন থেকেই তাকে নিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় বেশ আগ্রহ দেখা যায়। সেই থেকে একটি 'ভিন্ন' ইমেজ নিয়ে কিম জু-আয়ের চলা শুরু।

এনআইএসের মতে, জু-আয়েকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করানোর পর থেকে তার প্রতি উত্তর কোরীয়দের সম্মান ও ভালোবাসা পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, বর্তমানে তিনিই কিমের সম্ভাব্য উত্তরসূরি।

গোয়েন্দা সংস্থাটি আরও বলছে, 'তবে অন্য সব সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আমাদের চোখ-কান খোলা আছে। কেননা, এখনও বেশ তরুণ কিম জং উন এবং তার বড় ধরণের স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যাও নেই।'

ধারণা করা হয়, কিম জু-আয়ে উত্তর কোরিয়ার নেতার দ্বিতীয় বড় সন্তান এবং তার বয়স ১০ বছরের আশপাশে।

'সম্মানিত' কন্যা

উত্তর কোরিয়ার পর্যবেক্ষকরা বলছেন, কিমকে এখন 'প্রিয়' কন্যার পরিবর্তে 'সম্মানিত' কন্যা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে কিম জু-আয়ের সর্বজনীন আত্মপ্রকাশের সময় তাকে 'প্রিয়' কন্যা হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছিল।

উত্তর কোরিয়ার সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন পাত্রের জন্য 'সম্মানিত' বিশেষণটি সংরক্ষিত। কিম জং উনের ক্ষেত্রে, উত্তর কোরিয়ার ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করার পরই তাকে 'সম্মানিত কমরেড' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের বলা হয়েছে, কিমস একটি পবিত্র রক্তধারা থেকে এসেছে। যার মানে দাঁড়ায়, শুধু তারাই দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই এই ঐতিহ্য রক্ষায় চতুর্থ প্রজন্মের কাছে এই পদটি তুলে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইবেন কিম।

কিমের সঙ্গে মেয়ের উপস্থিতি

সম্প্রতি, বাবার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার হাওয়াসং-১৮ সলিড-ফুয়েল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণে গিয়েছিলেন কিম আয়ে। এটি উত্তর কোরিয়ার অস্ত্রাগারের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র।

দুই বার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে গত নভেম্বরে সফলভাবে কক্ষপথে মালিগিয়ং-১ নামের একটি স্পাই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল উত্তর কোরিয়া। তখনও কিমের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে।

কট্টর পিতৃতান্ত্রিক কুসংস্কারের ইতি?

বিশ্লেষকরা বলেছেন, কিম আয়েকে আগে থেকেই জনসাধারণের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ হতে পারে, কিম চাইছেন ক্ষমতায় আসার আগে তার মেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক।

এটি কিমের জন্য উত্তর কোরিয়ার কট্টর পিতৃতান্ত্রিক কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠার একটি উপায়ও হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্ব কখনও কোনও নারীর হাতে আসেনি।

শেরপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ব্রঙ্কসে স্টার্লিং এভিনিউর আল আকসা পার্টি হলে এক বর্ণাঢ্য ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্তি সচিব একেএম বদরুল মজিদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন আরশি নাদিয়া। এরপরে পরিবেশিত হয় আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

১ম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির বিদায়ী সভাপতি ওসমান গণি। আয়ব্যয়ের হিসাবের রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী কমিটির কোষাধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান হাফিজ।

এরপর নতুন কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি একেএম বদরুল মজিদ।সংগঠনের নব নির্বাচিত সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনোয়ার দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি একেএম বদরুল মজিদ, শেরপুর জেলা সমিতির নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ ও সাবেক সাধারন সম্পাদক জসিম মিয়া, সাবেক সিনিয়র ডিডেকটিভ মাসুদ রহমান, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি খবির উদ্দিন ভূইয়া প্রমুখ।

৭৪ টি বেত্রাঘাত ইরানী এক নারীকে হিজাব না পরায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রোয়া হেশমাতি

ইরানি কর্তৃপক্ষ হিজাব না পরায় 'জনসাধারণের নৈতিকতা লঙ্ঘনের' অভিযোগ এনে এক নারীকে ৭৪টি বেত্রাঘাত করেছে । এ ছাড়া, মাথা ঢেকে না রাখার কারণে তাকে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের বিচার বিভাগ।

৬ জানুয়ারী শনিবার ইরানের বিচার বিভাগের সংবাদ সংস্থা মিজান বলেছে, দণ্ডপ্রাপ্ত রোয়া হেশমাতি তেহরানের ব্যস্ত রাস্তায় জনসাধারণের মধ্যে অসম্মানজনকভাবে চলাফেরার অনুমতি প্রদানকে উৎসাহিত করেছিল। জনসাধারণের নৈতিকতা লঙ্ঘনের দায়ে তাকে ৭৪টি বেত্রাঘাতের শাস্তি আইন এবং শরিয়া অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

রোয়া হেশমাতির আইনজীবী মাজিয়ার তাতাই ইরানের সংস্কারপন্থী দৈনিক শার্ঘকে বলেন, মাথার স্কার্ফ না পরে সামাজিক মাধ্যমে ছবি প্রকাশ করায় গত এপ্রিলে হেশমাতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জনসমক্ষে হিজাব না পরার দায়ে তাকে ১২ মিলিয়ন রিয়াল বা প্রায় ২৫ ডলার জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই ইরানের আইনে নারীদের ঘাড় এবং মাথা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি ইরানে খুব বেশি দেখা যায় না। তবে ২০২২ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় হিজাব বর্জনের চর্চা বেড়ে যাওয়ার পর ইরানের কর্মকর্তারা নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, পুলিশি হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভগুলোর শুরু। ২২ বছর বয়সী ইরানি কুর্দি নারী মাহসা আমিনিকে ইরানের কঠোর পোশাক রীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরপর পুলিশি হেফাজতেই মারা যান তিনি।

এতে ইরানসহ অনেক দেশেই শুরু হয় বিক্ষোভ। ইরানের বিক্ষোভকারী নারীরা প্রকাশ্যে তাদের হিজাব ও স্কার্ফ ছিঁড়ে এবং পুড়িয়ে ফেলে। বিক্ষোভকারী ছাড়া অন্যান্য নারীরাও ইরানের পোশাক রীতি লঙ্ঘন শুরু করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইরান কর্তৃপক্ষ।

নারীদের পোশাক রীতি লঙ্ঘন পরীক্ষার জন্য রাস্তাঘাটে নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন করেছে ইরান। সে সঙ্গে, নিয়ম লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানের পার্লামেন্টে একটি বিল নিয়েও আলোচনা হয়েছে—যেখানে পোশাক রীতি লঙ্ঘনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি ইউএসএ'র 'টোটাল ফিটনেস' ডে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন 'টোটাল ফিটনেস' ডে উদযাপন করে থাকে প্রতিবছর এই ধারাবাহিকতায় ৭ জানুয়ারী রোববার কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ'র নিউইয়র্কের জ্যামাইকাস্থ কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল, "সবাইকে আগে সালাম দিন।"

নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় শুরু হয় ইনডোর এবং অনলাইন প্রোগ্রাম, সঞ্চালনা করেন সোসাইটির দায়িত্বশীল মেহ্‌জাবীন আহমেদ অডিও স্ট্রিমিং এরমাধ্যমে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব শহীদ আল বোখারী।

আলোচক বলেন- মনে প্রশ্ন জাগতে পারে- এত বিষয় থাকতে সালাম কেন? টোটাল ফিটনেসের সাথে সালামের সম্পর্ক কী? আসলে উত্তরটা খুব সহজ। বিশ্বব্যাপী আসন্ন যে মহামারী তা হচ্ছে একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতার।আধুনিক নগরের বাসিন্দারা এখন এক নীরব ঘাতকের শিকার হচ্ছে, যার নাম একাকীত্ব। বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে বিল্ডিং, লক্ষ লক্ষ মানুষ! অথচ এত মানুষের ভিড়েও আপন কোনো মুখ সে খুঁজে পায় না। ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ১৫৩১ জন মানুষের ওপর একটি জরিপ করেন দেখা গেল গড়পড়তা মার্কিন নাগরিক মনে করে সুখ দুঃখের আলাপ করার জন্যে তার অন্তত তিন জন কাছের মানুষ রয়েছে ২০ বছর পর জরিপটি পুনরায় করা হলো এবার অংশগ্রহণকারীরা জানাল আমার একজনও কাছের মানুষ নাই।

গত কয়েক দশকে মানুষ ক্রমাগত অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে! অচেনা মানুষ তো দূরের কথা প্রতিবেশীর সাথেও তার কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই।শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাওয়া যাবে যারা একই বিল্ডিংয়ে বছরের পর বছর বাস করছেন, কিন্তু পরস্পরকে চেনেন না লিফটে বা সিঁড়িতে দেখা হলে কুশল বিনিময় না করে মোবাইলের দিকে চোখ রেখে তারা দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

এ নিঃসঙ্গতার মহামারী থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে তিনি বলেন, সমস্যাটি যেহেতু পাশ্চাত্যকে বেশি আক্রান্ত করেছে তাই সেখানে এই নিয়ে জোরদার গবেষণা চলছে বিজ্ঞানীরা নানানরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষা চালিয়ে নাগরিকদের পরামর্শ দিচ্ছেন, যদি সুখী ও সফল হতে চাও পরিচিত অপরিচিতদের হ্যালো বা গুড মর্নিং বলার অভ্যাস বাড়াও বিখ্যাত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ মানুষের ওপর জরিপ করে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীদের নিয়মিত হ্যালো বলেন যারা অন্যদের তুলনায় তারা বেশি ভালো থাকেন ছোট এই অভ্যাস শুধু যে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় তাই নয় শারীরিক সুস্থতা আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পেশাগত সাফল্যের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

মজার বিষয় হলো আধুনিক বিজ্ঞান নতুন কিছু বলছে না এখন থেকে ১৪শ বছর আগে নবীজী (স) বলেছেন, আসসালামু আলাইকুম বলে আগে সালাম দাও। সর্বত্র সালামের প্রচলন করোতোমরা লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তা তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যাকে দেখছেন তাকেই হাসিমুখে সালাম দিন।আর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহযাত্রী, মহল্লার দোকানদার, যানবাহন চালক যার সাথেই দেখা হবে সবাইকেই আগে হাসিমুখে সালাম দিন।আপনার দিন শুরু হোক সালাম দিয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে।

প্রসঙ্গতঃ একজন মানুষ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ সতেজ, সুখী প্রশান্ত জীবন যাপনের জন্য শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক ফিটনেস অনেক বেশী জরুরী। এই চার উপাদান মিলেই হচ্ছে টোটাল ফিটনেস।

কোয়া ন্টাম বর্ষ ৩২ আপনার সোশ্যাল ফিটনেসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করুক। আপনি ঘরে কর্মস্থলে সামাজিক পরিমণ্ডলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুন। পরম করুণাময় সবসময় আমাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন। এই প্রার্থনা রেখে তিনি আলোচনা শেষ করেন।

ভিডিও ক্লিপ : "Vitamin S : বাড়াবে আপনার সামাজিক নিরাপত্তাবোধ"। দেখানোর পর শুরু হয় মেডিটেশন : নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করি। মেডিটেশন শেষে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে অংশগ্রহণকারীদের অনেক পদের দেশীয় পিঠা দিয়ে আপ্যায়নের মধ্যদিয়ে।

রোববার, সকাল ১০টায় ৮৬-৪৭ ১৬৪ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক, ফোন: ৫১৬ ৭৬১ ১৬১৪ কোয়ান্টাম লার্নিং সেন্টার হল এ সোসাইটির নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় যা সকলের জন্য উন্মুক্ত,পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে অংশগ্রহণ করতে ভিজিট করুন qmsusa.org/sadakayonরয়েছে মনোযোগ, সচেতনতা, সাফল্য, সুস্বাস্থ্য, ও প্রশান্তি বাড়ানোর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া - মেডিটেশন আরো রয়েছে অসুস্থ ও সমস্যা পীড়িতদের জন্যে হিলিং এবং ফ্রি কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা।

গেইম ওভার! প্রথম মানুষ হিসেবে বিস্ময়বালক গিবসনের টেট্রিস জয়

রোমেনা রোজী

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জনপ্রিয় পাজল গেইম 'টেট্রিস'কে হারিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের এক কিশোর।

'ক্লাসিক' ভিডিও গেম টেট্রিসের অবাস্তব (অলীক) 'কিল স্ক্রিন'-এ পৌঁছে উইলিস 'ব্লু স্কুতি' গিবসন বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ১৩ বছরের বিস্ময়বালকের এ অর্জনকে ইতোপূর্বে অসম্ভব মনে করা হতো। তার এই স্তরে আগে আর কোনো মানুষই পৌঁছাতে পারেনি।

একজন সাধারণ গেমারের এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক, ৩৫ বছর পর টেট্রিসের প্রকৃত নিনটেনডো ভার্সনে অর্জন করার মত আর কিছুই নেই। কিন্তু উইলিস 'ব্লু স্কুতি' গিবসনকে একজন সাধারণ গেমার হিসেবে ধরে নিলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। ১৩ বছরের এই বালক, ২১ ডিসেম্বর, অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছে। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই ক্লাসিক ধাঁধার খেলাটিকে 'ব্রেক' করতে পেরেছে এই বালক।

একটি সরাসরি সম্প্রচারে সে গেমটির ১৫৭তম লেভেলে 'গেম এন্ডিং গ্লিচ' এ পৌঁছে দর্শকদের (পাশাপাশি নিজেকেই) তাক লাগিয়ে দেয়, যেটি এর আগে কেউই কখনো দেখেনি। এমন একটি অর্জন যাকে একসময় অসম্ভব বলে ধারণা করা হতো, সেটি আদায় করে নিতে গিবসন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

উইলি গিবসন নামের ওই কিশোরের টেট্রিস গেইম জয়ের বিশেষ মুহূর্তটি দেখা গেছে তার পোস্ট করা ইউটিউব ভিডিও'তে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, গেইমের ১৫৭ নম্বর লেভেলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্লাসিক ভিডিও গেইমটি শেষ হয়ে গেছে। সে সময় ১৩ বছর বয়সী উইলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলছেন, "ওহ মাই গড... আমি মারা যাচ্ছি।"

"নিজের আঙ্গুলগুলো এমনকি নিজের হাতেও অনুভূতি পাচ্ছি না... আমি মারা যাচ্ছি।" — যোগ করেন উইলি। ভিডিও'তে আরও দেখা যায়, যখন উইলি শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন, তখন তাকে বলতে শোনা যায়, "আমি খুবই বাজে ভাবে কাঁপছি।" ইউটিউবে 'ব্লু স্কুটি' নামে পরিচিত এ কিশোর গেইমারের গেইমটি শেষ করতে সময় লেগেছে মাত্র ৩৮ মিনিট। এ অর্জনে তার পাশে ছিল সমমনা গেমারদের একটি নিবেদিতপ্রাণ গোষ্ঠী। একইসঙ্গে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, অধ্যবসায়, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, এবং গেমটির এক দশকের গভীর ইতিহাস তাকে এই রেকর্ড গড়তে সহযোগিতা করেছে।

১৯৮৪ সালে সোভিয়েত প্রকৌশলী আলেক্সি পাজিতনভের হাত ধরে জন্ম নেয় 'টেট্রিস' গেইমটি, যেখানে স্ক্রিনের ওপর থেকে ক্রমাগত নামতে থাকা ভিন্ন আকৃতির 'টুকরো (টেট্রোমিনো)' লাইন অনুযায়ী সাজাতে হয় গেইমারকে।

কোনো লাইন এ ধরনের টুকরোর মাধ্যমে পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যায়, যার ভিত্তিতে পয়েন্ট পেয়ে থাকেন গেইমার। এভাবেই অস্পষ্ট রেখাগুলো স্ক্রিন ওপরের অংশ পর্যন্ত অতিক্রম করলে গেইমটি শেষ হয়ে যায়।

প্রচলিত ধারণা ছিল, গেইমটির সর্বোচ্চ লেভেল ২৯, যা মানুষ জয় করতে পেরেছে। তবে ইউটিউবার 'এগেইমস্কাউট' উইলির কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, অবশেষে কেউ গেইমটির ৩০ লেভেলে পৌঁছানোর রেকর্ড ভেঙেছে। আর এ কৃতিত্ব অর্জন করা হয়েছিল ২০১১ সালে।

পরবর্তীতে, অন্যান্য গেইমারকেও গেইমটির আরও সামনের লেভেলগুলোতে পৌঁছাতে দেখা গেছে। তবে, এখন পর্যন্ত 'টেট্রিস' গেইমের শেষ লেভেলে যাওয়ার কৃতিত্ব ছিল কেবল এআই চালিত কম্পিউটারের।

২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই, পুরাতন টেট্রিস প্লেয়াররা ধরে নেন, একজন নিবেদিতপ্রাণ গেমারের পক্ষেই নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণের মাধ্যমে এই গেমকে হারানো সম্ভব। ২০২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর গিবসন এটা করে দেখিয়েছে। সে গেমটির ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যে কিনা সত্যিকারের 'কিল স্ক্রিন' অর্জন করতে সক্ষম হয়। গেমটি চালু হওয়ার প্রায় ৪০ বছর পর এটা করে দেখিয়েছেন গিবসন। যা এর আগে কেউই করতে পারেনি।

টেট্রিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মায়া রজার্স জানিয়েছেন, যেহেতু আমরা এই বছরেই টেট্রিসের ৪০ বছরপূর্তি পালন করছি, এই ধরনের অর্জন আমাদের কাছে গেমটির প্রতি আগ্রহীদের আবেগ ও নিবেদনকেই ফুটিয়ে তোলে

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সৈয়দ এনায়েত আলীর অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেনে পদোন্নতি

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশি আমেরিকান সৈয়দ এনায়েত আলী অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় বক্সিংয়ের প্রাক্তন হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন এবং দক্ষিন এশিয়ান গেমসের রানার্সআপ বক্সার ছিলেন। ১৯৮৮ সালের বডিবিল্ডিংয়ে হেভি ওয়েট মিস্টার বাংলাদেশ হয়েছিলেন। সৈয়দ এনায়েত আলী ১৯৮৯ সালে আমেরিকা চলে আসেন।

তিনি অক্সিলারি পুলিশ হিসেবে ২০০২ সালে যোগদান করেন এবং তিনি প্রথম ২০০৯ সালে প্রথম বাংলাদেশি অক্সিলারি পুলিশ সার্জেন্ট হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০২১ সালেও তিনিই প্রথম অক্সিলারি পুলিশ লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ১৯৫০ সালে অক্সিলারি পুলিশ গঠন করে। এটি মূলত ভলান্টারী সার্ভিস, প্রায় ১১০ জন বাংলাদেশি ভলান্টারী সার্ভিস করছেন কমিউনিটিকে সাহায্য করার জন্য। কোনো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং কমিউনিটিকে সাহায্যের উদ্দশ্যে এই সকল স্বদেশীরা কাজ করে যাচ্ছেন সুনামের সাথে।

কমিউনিটিকে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সাহায্য করার জন্য তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে যোগদান করেন এবং পুলিশ ও কমিউনিটিকে তারা

> নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ১৯৫০ সালে অক্সিলারি পুলিশ গঠন করে। এটি মূলত ভলান্টারী সার্ভিস, প্রায় ১১০ জন বাংলাদেশি ভলান্টারী সার্ভিস করছেন।

বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। এনায়েত আলী বর্তমানে কুইন্স নর্থের ১১৪ নম্বর পুলিশ প্রিসেন্টে কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপার) করেসপন্ডিং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেক্টিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক সৈয়দ এনায়েত আলীর পদোন্নতিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ৯ জানুয়ারি মঙ্গলবার তাঁর পদোন্নতি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ, বাপা'র ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, বাপা'র ট্রাস্টি সার্জেন্ট লতিফ , বাপা'র সদস্য অফিসার ইরফানসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী লোকজন।

নববর্ষ ২০২৪ উদযাপন সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি ইংরেজী নববর্ষ ২০২৪ উদযাপন করেছে। ১ জানুয়ারী সোমবার দুপুরে বাংলাবাজারের নিরব রেস্টুরেন্টে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান ও অধ্যাপিকা সুমিত্রা সেনের যৌথ পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ আব্দুস ছালাম। শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন তোফায়েল চৌধুরী। গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান।

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএর সভাপতি আব্দুস শহীদ, কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা মন্‌জুর আহমেদ, হেলথ এডভাইজার ডাঃ মোক্তার আহমেদ, বীরমুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, প্রধান উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি, হৃদয়ে বাংলাদেশ সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, সারাহ হোম কেয়ার

ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, ব্রঙ্কস বাংলাদেশী এসোসিয়েশন বিবিএ সভাপতি কামাল উদ্দীন, আকতারুজ্জামান হ্যাপী।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মাঝে সংগঠনের লগো সম্বিলিত পিন, উত্তোরিয়, ক্যাপ বিতরন ও ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করেন বীরমুক্তিযোদ্ধা এম এ নাসির, অধ্যাপক ছানা উল্লাহ ও হীরা লাল দাস। কবিতা পাঠ করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী, ফিরোজ রেজা শরীফ, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল। নতুন বর্ষে সকলের মঙ্গল কামনায় মুনাজাত করেন বীরমুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ আব্দুস ছালাম।

সভায় বক্তারা বলেন, আজ নববর্ষে আমাদের প্রত্যাশা সকলে যাতে একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি।

হোয়াইট হাউসের গেটে ধাক্কা, গাড়িচালক গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন ও কার্যালয় হোয়াইট হাউসের গেটে ধাক্কা দেওয়ায় এক গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছেন দেশটির নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মকর্তারা। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টার একটু আগে হোয়াইট হাউসের সীমানাপ্রাচীরের একটি গেটে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি। ঘটনার পরপরই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্থনি গুইলিয়েলমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) বলেছেন, 'গাড়িটি হোয়াইট হাউসের প্রাচীরের একটি গেটের সঙ্গে ধাক্কা খায়।'

পেন্টাগন গোপন রাখল মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অসুস্থতার খবর

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন চলতি মাসের শুরু থেকেই অসুস্থ হয়ে আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৫ জানুয়ারী শুক্রবার পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার এক বিবৃতিতে এটি নিশ্চিত করেন। এর আগে ৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার গণমাধ্যম সিবিএসকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পেন্টাগণ কর্মকর্তা একই তথ্য দিয়েছিলো। বর্তমানে তিনি নিজ পেশাদার দায়িত্বে ফিরে গেলেও ১ জানুয়ারী সোমবার তাকে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছিলো। এ বিষয়ে রাইডার বলেন, 'চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা চিন্তা করে সংবাদটি গত কিছুদিন গণমাধ্যমে প্রদান করা হয়নি।'

তাছাড়া পলিটিকোর পেন্টাগন বিটের রিপোর্টার লারা সেলিগম্যান জানান, অস্টিন শনিবার পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। তবে তিনি কখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না সেলিগম্যান। এদিকে অস্টিনের সম্পর্কে দেরিতে তথ্য প্রকাশের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন দ্য পেন্টাগন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন। চিঠিতে বলা হয়, দেশের নেতারা কখন অসুস্থ হচ্ছে সেটা জানার অধিকার জনগণের রয়েছে।

দু'শ কর্মীর চাকরি গেল ২ মিনিটের মিটিংয়ে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফ্রন্টডেস্ক যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সঙ্কটের মুখে মাত্র ২ মিনিটের অনলাইন মিটিংয়ে তাদের প্রায় ২০০ কর্মীকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করেছে। প্রযুক্তি ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম টেক ক্রাঞ্চের বরাত দিয়ে এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বছরের শুরুতেই ১ জানুয়ারী সোমবার এ পদক্ষেপ নেয় প্রতিষ্ঠানটি।

ফ্রন্টডেস্কের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেসি ডিপিন্টো ২ মিনিটের অনলাইন মিটিংএ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অস্বচ্ছতার অযুহাতে এ পদক্ষেপের কথা জানান। তিনি জানান, ব্যাংকের লোন, দেউলিয়াত্বের সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন অস্বচ্ছলতার কারণে তারা এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটি এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে তা নতুন করে সাজিয়ে আবার ভাড়া দিত। বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের থেকে ২৬০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নেওয়ার পরেও এ সঙ্কটে পরতে হয় তাদের। মূলত বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের সাথে নানান সমস্যার কারণে এ পরিস্থিতিতে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ হাজারের অধিক বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান একই রকম সমস্যার কারণে তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন নৌ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মার্কিন নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তাকে দুই বছরেরও বেশি সময়ের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওয়েনং জাও (২৬) নামে ওই নৌ কর্মকর্তা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। জাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের স্পর্শকাতর সামরিক তথ্য পাঠিয়েছেন। ওয়েনং জাও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া নৌঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। গত অক্টোবরে তাঁকে চীনের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে স্পর্শকাতর সামরিক তথ্য পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক। ৬ জানুয়ারী শনিবার ল সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অভিষেক অনুষ্ঠান সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ল' অ্যাসোসিয়েশনের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা।

নবনির্বাচিত সভাপতি ও ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুলের সভাপতিত্বে এবং ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব পর্ণা ইয়াসমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীমেম্বার প্রতিনিধি জামি কাজী, এ্যাডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, এটর্নী খায়রুল বাশার, সংগঠনের উপদেষ্টা দস্তগীর জাহাঙ্গীর, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া। শুরুতেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনা করা হয়।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ্যাডভোকেট আবুল কে আজাদ তালুকদার নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তিনি নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন। এসময় নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

নতুন কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। আর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন দস্তগীর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া।

পরে নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এ্যাডভোকেট মো. সাইদুর রহমান প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন এডভোকেট জাকির মিয়া ও শফিক জামিল।

নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য, নির্বাচন কমিশন, অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতাকারী, কার্যকরী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী সেলিম ইব্রাহীম, দিনা মনি, হিরা, মিতা, বাপ্পী ও পারমিতা তালুকদার।

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু হচ্ছে ২৯ জানুয়ারী

শেষ পৃষ্ঠার পর

৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন মোহাম্মদ হাসেম। মৌসুমি ট্যাক্স রিটার্ন যারা করেন, তাদের কাছে না গিয়ে আইআরএস এর উয়েভসাইটে ট্যাক্স পেশাজীবীদের তালিকা রয়েছে। বেশী রিটার্ণ পাওয়ার আশায় ভুল তথ্য না দিয়ে প্রকৃত পেশাজীবীদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন মোহাম্মদ হাশেম। এ ব্যাপারে যে কোন পরামর্শের জন্য তাদের জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০; জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯১৭-৪৮৫-৯৯৬৯ নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নাচ যেমন আমার অক্সিজেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয থেকে মাইক্রো-বায়োলজিতে অনার্স করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজার্সির রাটগার্রস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যান্সার সেল বায়োলোজিতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন।

'সেল এন্ড জিন' আসলে কি এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে রোকেয়া দীপার প্রশ্নে তিনি বলেন," ক্যান্সারের চিকিৎসায় বহুল প্রচলিত কেমো থেরাপি। এর পূর্বে ছিল রেডিয়্যাশন থেরাপি, কেমোথেরাপিতে ক্যান্সারের সেলগুলোর সাথে সাথে অনেক সুস্থ সেল ও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অনেক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতো মানব দেহে। ২০১৭ সালে প্রথম জিন থেরাপির মেডিসিন প্রয়োগ শুরু হয়।আমরা জানি কেমো থেরাপিতে অনেকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু 'সেল এন্ড জিন' থেরাপিতে একটি ডোজ-ই ব্যবহার করা হয়। জিন থেরাপি শুধু ক্যান্সার নয় বরং অন্যান্য জেনেটিক সমস্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের স্পাইনাল ভাস্কুলার ডিসফাংশন এর ক্ষেত্রে জিন থেরাপিটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।"

তিনি বলেন, আলাদা করে সেল থেরাপির কথা বলতে গেলে,

ব্লাড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেল থেরাপিটা যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। মূলত ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে রক্ত নিয়ে রক্তের 'টি-সেল' গুলো আলাদা করে, 'টি-সেল' গুলোকে জেনিটেক্যালি মোডিফাই করে, সেই রক্ত আবার রোগীর শরীরে দেওয়া হয় পরবর্তীতে মোডিফাই করা 'টি-সেল' গুলো রোগীর রক্তের মধ্যে থাকা ক্যান্সার সেলগুলোকে খুঁজে খুঁজে ধংস করে দেয়।"

ক্যান্সার সেল থেরাপি উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করছেন সুবর্ণা খান। সে সম্পর্কেও জানালেন।

ক্যান্সারের ওষুধ বাজারে আনতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই সম্পর্কেও বলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে সুবর্ণা খান এর একটা স্কুল আছে। সেখানে নাচে নাচে শিশুদের শেখানো হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্য। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে ১৬ বছর ধরে 'সৃষ্টি একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস' নামের একটি নিবন্ধিত নাচের স্কুলও পরিচালনা করছেন তিনি। একজন বিজ্ঞানীকে সাধারণত আমরা এমন শিল্পসমৃদ্ধ কাজে তেমন দেখিনা। বিজ্ঞানী মানেই গভীর চিন্তা ও গবেষণার এক চিত্র উঠে আসে আমাদের সামনে। যাইহোক, একজন বিজ্ঞানীর মাঝে এই শিল্পসত্তা বিরল হলেও সুবর্ণা খান বহুগুণে গুণান্বিত। এ নিয়ে তিনি বলেন, "আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই নাচ শিখি। আমার মা খুব করে চাইতেন আমি নাচ করি। আমার মা নাচ শিখতে পারেননি, উনাদের সময়ে সমাজ ব্যবস্থা ভিন্ন ছিল। মেয়েদের নাচ শেখা, নাচ করার প্রচলন কম ছিল। উনি এক প্রকার ধরে বেঁধেই আমাকে নাচ

শেখাতে নিয়ে যেতেন, আমার নাচের হাতেখড়ি রুপনম মরিয়মের কাছ থেকে। এরপর আলপনা মমতাজ, সোমা মততাজ, শিবলী মোহাম্মদ, বেলায়েত হোসেন খান- এরা সবাই আমার গুরু। আমার কাছে সাইন্স আর নিত্যকলা এ দুটোর মধ্যে কোন কনফ্লিক্ট নেই। সাইন্স আর নাচের কোরিওগ্রাফি দুটোই আমার কাছে এক্সপেরিমেন্ট। দুটোই আমার কাছে সৃষ্টিশীল কাজ। একটা ল্যাবে করছি আর একটা স্টেজে করছি।"

কর্মব্যস্ত জীবনে আমাদের বিনোদন বা বিশ্রামের দরকার আছে। কাজ আর দায়িত্বের মাঝখানে নিজের মনের খোরাক যোগাতে না পারলে আমরা অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সুবর্ণা খানের কোনো ক্লান্তি নেই। তিনি কাজ, দায়িত্ব এবং উপভোগের জায়গাটা ব্যালেন্স করেই সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, "আমার কাছে মনে হয়, আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে একটু শিল্পের ছোঁয়া থাকা জরুরি। এতে মন সতেজ থাকে, এক ধরনের শক্তি প্রদান করে শিল্প। ল্যাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট এর রেজাল্ট ভালো আসলে যেমন একটা ভালোলাগা কাজ করে, তেমনি শিল্পের ব্যাপারটাও আমাকে যতটা ভাললাগা ও শক্তি দেয়, তা অন্য কিছুতে আমি পাই না।"

১৭/১৮ বছর যাবত পেশাগতভাবে সুবর্ণা খান একজন ক্যানসারবিজ্ঞানী। ১৫ বছর ধরে ক্যানসার–বিষয়ক নানা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। একই সাথে শিশুদের নৃত্যের মাধ্যমে দেশের ঐতিয্যকে বিদেশের মাটিতে তুলে ধরছেন। একজন বিজ্ঞানী এবং একজন নৃত্যশিল্পী- কোনটা তাকে বেশি টানে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় আমাদের জীবনে একজন মানুষ হিসেবে একটা উদ্দেশ্য আছে, আর সেটা হলো 'টু সার্ভ টু গিভ। আমার মনে হয়েছে এই বয়েসে এসে 'টু সার্ভ'-করি। আমার কাজ হচ্ছে কমিউনিটিকে কিছু দেওয়া। এজন্য আমি দুটোকেই সমানভাবে উপভোগ করি।

আমাদের একটা ড্রাগ যখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করে অনুমোদিত হয়ে মার্কেটে আসে, আমার কাছে মনে হয় এর একটা অংশে আমি আছি, যদিও সেটা খুবই ছোট একটা অংশ। একজন মানুষ যখন সুস্থ হয়ে উঠে এটা বিশাল একটা পাওয়া। তেমনি একটা বাচ্চা যখন আমার কাছে আসে, নাচ শেখে এবং আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে একটা সময় সে নিজের থেকে এগিয়ে যায়, নিজের মতো করে নাচটাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যায়, একটা ভালো অবস্থান তৈরি করে, তখন এখানেও আমার একটা অবদান আছে বলে মনে হয় যা একটা বিশাল পাওয়া। এখানে আমাকে দুটোই সমান ভাবে টানে।"

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতিমূলক কাজগুলি করে যাচ্ছেন তিনি নিয়মিত। এ দুটোই বৃহৎ পরিসরের কাজ। দুটো একসাথে ব্যালেন্স করা সম্পর্কে তিনি বলেন, "এটা আসলেই কঠিন। নিজের প্রেশারগুলো নিজে ম্যানেজ করা যায় কিন্তু পরিবারের উপর যে প্রেশার আসে এটা আসলেই কঠিন। তবে এই দিক দিয়ে বলতে গেলে আমি অনেক সৌভাগ্যবান, কারণ আমার স্বামী এবং আমার দুই ছেলে আমাকে সবকিছুতেই সবসময় সহযোগিতা করে এসেছে। বিশেষ তরে, আমার স্বামী শুরু থেকে আমার পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার এবং আমার নাচের স্কুল- সব ব্যাপারে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে গেছে। যার কারনে আমার সবকিছু ম্যানেজ করা সহজ হয়েছে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

সুবর্ণা খান পলিটিক্যাল ফ্যামিলির একজন। পরিবার সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমাদের পরিবার পুরোটাই রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার বাবা রাশেদ খান মেনন ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান, বাবা-মা দুজনেই মেম্বার অব পার্লামেন্ট। আমার বাবা-মা দুজনেই ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার দাদা স্পিকার এবং চিপ জাস্টিক ছিলেন৷ আমার চাচারা, আবু জাফর বাইতুল্লা, এনায়েতুল্লা খান, তারাও যার যার জগৎ থেকে নাম করেছেন সাংবাদিক এবং ডিপ্লমেট হিসেবে। এবং আমার ফুফু সেলিনা রহমান, তিনিও রাজনীতির সাথে জড়িত। আমি আসলে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে উঠেছি।"

সুবর্ণা খান তার জীবন দর্শন সম্পর্কে বলেন, "আমার কাছে মনে হয় আমরা মানুষ। আমাদের একটা প্রিভিল্যাজ থাকা উচিত। আমরা একসময় থাকবো না, কিন্তু আমাদের এমন কিছু একটা করে যাওয়া দরকার যা অন্য কাউকে পরিবর্তন করবে বা সমাজে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর জন্য খুব বড়ো কিছু হতে হবে তা কিন্তু না। আমার কাছে মনে হয়, নিজ অস্তিত্বের একটা অর্থ থাকতে হবে এবং আমি আমার মতো করে সেটা চেষ্টা করে যাই।"

এভাবেই শেষ হয় ৪ জানুযারি, বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল Prothom Alo USA, ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/prothomalony?mibextid=LQQJ4d।

'ভোট বর্জনের জন্য' জনগণকে ফুল দিলেন বিএনপির নেতারা

ঢাকা অফিস

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের দিন রাজধানীতে ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল। 'ভোট বর্জনের জন্য' জনগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আজ বুধবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক। এ সময় সাধারণ মানুষের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেন বিএনপির এই নেতা। 'নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ জনগণ গ্রহণ করবে না'—এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'ভোট বর্জনে জনগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা। অবৈধ নির্বাচন জনগণ বর্জন করেছে। আমরা জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিচ্ছি, এই ভোটে অংশগ্রহণ না করার জন্য।'

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে 'ভোটারবিহীন' আখ্যা দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের এই সদস্য বলেন, 'গত দুবারের মতো নতুন সংসদও অবৈধ। এই নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করেনি। এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, গ্রহণযোগ্য হয়নি। শুধু তা-ই নয়, জনগণের অংশগ্রহণবিহীন এই নির্বাচন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলোও গ্রহণ করে নাই। আমরা মনে করি, এটা অবৈধ সরকারের অবৈধ সংসদ।'

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে গণসংযোগ করছে বিএনপি। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ রাজধানীর গুলশান-১-এ দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এ সময় তিনি বলেন, 'সরকার একতরফা প্রতারণার নির্বাচন করে গোটা জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে। আর জনগণ নির্বাচন বর্জন করে, প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়েছে।'

খেজুরের গুড় কি বিলুপ্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেড়েছে? মোটেই না, বরং কমেছে। দেশে খেজুরের গুড় উৎপাদন হয় মূলত বৃহত্তর ফরিদপুর যশোর ও রাজশাহী জেলায়। ময়মনসিংহ জেলাতেও কিছু হয়।সেই জেলা গুলিতে খেজুর গাছ দিন দিন কমে আসছে। কমার কারন গুলি নিম্নরুপ:

১. খেজুর বাগান কেটে আবাদি জমি বানানো হচ্ছে
২. নতুন করে খেজুর গাছের চাষ হচ্ছে না
৩. গাছ কেটে রস সংগ্রহ করার মতো গাছালের অভাবে সব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা যাচ্ছে না
৪. কেউ বাণিজ্যিক ভাবে খেজুর গুড়ের চাষ করছে না।
৫. খেজুর গাছ কেটে ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে পুড়ানো হচ্ছে।

খেজুর গুড়ের পুষ্টি ওষুদী গুণ:

পুষ্টিবিদরা বলছেন, নানা ধরনের গুড়ের মধ্যে খেজুর গুড়ের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি।খেজুর গুড়ে রয়েছে ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম জাতীয় খনিজ উপাদান। যারা নিয়মিত এক চামচ গুড় খান, তারা পাবেন খেজুর গুড়ের নানান উপকারিতা।খেজুর গুড় ওজন কমাতে দারুণ কাজ করে। যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে, তারা নিয়মিত ডায়েটে রাখতে পারেন এক চামচ খেজুর গুড়।খেজুর গুড় কোল্ড অ্যালার্জি থেকে অনেকটাই আপনাকে দূরে রাখবে। রক্তাল্পতায় ভুগলেও খেতে পারেন খেজুর গুড়। কারণ, এই গুড় শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়। মানব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এই গুড় বেশ কার্যকর।আয়রন কিংবা গ্লুকোজের ঘাটতি হলেও খেজুরের গুড় শরীরে ভালো কাজ করে। গুড়ে থাকা প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও কাজ করে।এই গুড় ত্বক সতেজ রাখে, পাশাপাশি ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কমায়।

খেজুরের গুড়ের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন:

পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে খেজুর গুড়ের মূল উৎপাদন স্থল বৃহত্তর ফরিদপুর ও যশোর জেলার সাথে ঢাকার যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে।এখন ঐ অঞ্চলে এই খেজুর গুড়ের বাণিজ্যিক চাষের মাধ্যমে গুড় শিল্প গড়ে তোলা সহজ হবে। যেহেতু দেশে এবং বিদেশে এই গুড়ের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এই শিল্পে প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক লাভ অর্জন করা সম্ভব। এতে গ্রামীন জনগণের কর্মসংস্থান সহ গ্রামীন অর্থনীতিতে এই শিল্প ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবে। খেজুর গাছের যেহেতু ডাল পালা নাই এবং পাতাও ঝরে না তাই জমির আইল সহ যে কোন জায়গায় খেজুর গাছ লাগানো সম্ভব। কাঁটাযুক্ত খেজুর গাছের তেমন কোন যত্নও নিতে হয় না, তাছাড়া খেজুর গাছ সহজে মরেও না।তাই দেশের আনাচে কানাচে প্রচুর খেজুর গাছ লাগানো সম্ভব ঐতিহ্যবাহী ও উপকারী এই গুড়ের গুণগতমান সহ উৎপাদন বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ দরকার।এ বিষয়ে দেশের শিল্প উদ্যোক্তা ও সদাশয় সরকারের কৃষি মন্ত্রলাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জননিরাপত্তা সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত: এরিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমে গেছে এবং চাকরি বেড়েছে। মহামারী চলাকালীন আমরা প্রায় ১ মিলিয়ন প্রাইভেট-সেক্টরের চাকরি হারিয়েছি তার সবকটি আমরা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। নিউইয়র্ক জাতির অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি।"

তিনি বলেন, "আমরা যখন ২০২২ সালের জানুয়ারিতে অফিসে আসি, তখন শহরটি কোভিড-১৯ মহামারীর বিধ্বংসী প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসছিল। তখন মাত্র এক সপ্তাহের ঘটনায় আমরা দেখেছি, ১১ মাস বয়সী শিশুর মাথায় গুলি করা হয়েছিল, পুলিশ অফিসারদের রাতের বেলা গুলি করা হয়েছিল এবং দুটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল- এনওয়াইপিডি গোয়েন্দা রিভেরা এবং ম্যারা উভয়কেই বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই স্মৃতি আমার মনে চিরকাল থাকবে। কিন্তু, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত, অফিসিয়ালি সামগ্রিক অপরাধ হ্রাস পেয়েছিল। গত বছর খুন এবং গুলিবর্ষণ উভয় কমেছিল, অর্থাৎ খুনের ঘটনা ১২ শতাংশ কমেছে, এবং গুলি করার ঘটনা ২৫ শতাংশ কমেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে গুলির ঘটনায় এটাই সর্বোচ্চ হ্রাস আমাদের শহরে।"

অপরাধের এই হ্রাস অ্যাডামস্ প্রশাসনের অধীনে ২০২২ সালে থেকে শুরু হয়েছে বলে অ্যাডামস্ জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এগুলি কেবল সংখ্যা নয়, এগুলি শহরবাসীদের জীবন রক্ষা করা, পরিবারগুলিকে একত্রে রাখা এবং আশেপাশের এলাকা ও সম্প্রদায়গুলিকে ভয়ানক অভিজ্ঞতা এবং ট্রমা থেকে রক্ষা করা।"

অ্যাডামস্ বলেন, "২০২২-এর তুলনায় ২০২৩-তে পাঁচটি বরো এবং আমাদের সমস্ত শহর জুড়ে গুলির ঘটনা কম ছিল৷ এর অর্থ হল আমাদের উন্নত পুলিশিং মডেল এবং অপরাধ মোকাবেলায় আমাদের ৩৬০-ডিগ্রি পদ্ধতি কাজ করছে৷ আমাদের প্রশাসন নিরলস অফিসারদের সমর্থন করে চলেছে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলদের উন্নতির জন্য উপযুক্ত সমাধানগুলি খুঁজে চলেছে৷ এমনকি ২০২৩ সালে ট্রানজিট অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। আমরা অটো চুরির সাথে সম্পর্কিত প্রায় ২ হাজার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছি যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা। গত দুই বছরে আমরা রাস্তা থেকে ১৩ হাজার ৫০০টিরও বেশি অবৈধ বন্দুক সরিয়েছি।"

তিনি বলেন, "আমরা জানি ট্র্যাফিক সহিংসতাও একটি সহিংসতা, আর তাই আমরা অবৈধ স্কুটার, মোপেড বাহনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২০২৩ সালে ১২ হাজার ৫০০টিরও বেশি অবৈধ মোপেড বাহন এবং স্কুটার বাজেয়াপ্ত করেছি যা ২০২২ এর তুলনায় ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি। আমরা সর্বাধিক সংখ্যক মোপেড বাহন এবং স্কুটার বাজেয়াপ্ত করেছি যা নিউইয়র্ক সিটির জন্য একটি ইতিহাস।"

অ্যাডামস্ বলেন, "বেআইনি এবং সহিংস বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একত্রিত প্রচেষ্টা- এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি নিতে সাহায্য করেছে যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এবং মাত্র দুই বছরে, আমাদের প্রশাসনের অধীনে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার এরও বেশি চাকরি তৈরি হয়েছে।"

এ সমস্ত কাজে কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি এনওয়াইপিডি কমিশনার ক্যাবান সহ এনওয়াইপিডির অন্যান্য সাহসী পুরুষ ও মহিলা, ডেপুটি মেয়র ব্যাঙ্কস ও তার জননিরাপত্তা দল এবং অন্যান্য কমিশনার, সংস্থাগুলিকে ধন্যবাদ জানান, যারা শহরের জননিরাপত্তার প্রচেষ্টায় হাতে-কলমে কাজ করেছেন। অ্যাডামস্ বলেন, "আমরা ২০২৪ সালের প্রতিটি দিন নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে শহরকে আরো বেশি উন্নত করতে বদ্ধপরিপকর।"

নির্বাচনে বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাংসদ হাবিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া। পবিত্র গিতা থেকে পাঠ করেন কবি শুধাংসু মন্ডল।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, অধ্যাপক এস মুজিবুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও আব্দুল হাসিব মামুন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, কানেটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, মূলধারার রাজনৈতিক আব্দুস শহিদ, গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হল অ্যান্ড ক্যাটারিং এর সিইও বিলাল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সাইদুর রহমান লিংকন, অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবু লেইস চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি বশির আহমেদ, এডভোকেট কামাল মন্ডল, যুবলীগ নেতা নেতা নুরুল ইসলাম, মোঃ শাহীন কামালী, জামাল আহমদ, এইচ এম ইকবাল, মোঃ রেজাউল হক রুহেল, ছাদিকুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, শ্যামল কান্তি চন্দ, জহুরুল ইসলাম, মাহবুব মামুন, আব্দুল মোমেন প্রমুখ।

সমাবেশে ভার্চুয়ালী বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে।

চমৎকার এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ।

গভীররাত পর্যন্ত চলা এ উৎসবে সংঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা তিথি ও শারমিন তানিয়া। কবিতা আবৃত্তি করেন কবি শুধাংসু মন্ডল, কবি আবু তাহের চৌধুরী, পল্লব সরকার ও কাজী জাকির কিং। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থ মেয়াদে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এর মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দলটি।

গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯৯টি আসনে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২২২টি আসনে, জাতীয় পার্টি ১১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২টি আসনে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের জোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) একটি করে আসন পেয়েছে। নির্বাচনে একটি আসনে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি।

এরমধ্যে নির্বাচন (ইসি) কমিশন আজ ২৯৮ জন সংসদ সদস্যের তালিকাসহ গেজেট প্রকাশ করেছে।

কঠিন সময়ের কল্প বিশ্বাস

সেলিম খান

'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতি পর্বের এই গানে এভাবে বৈশাখের আবাহন করেছিলেন, যা পয়লা বৈশাখে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে প্রতি বছর অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। সে কারণে সবার কাছে কম-বেশি পরিচিত। কেন জানি, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিতে এই লাইন দুটো দিয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনায় ভাসিয়ে লেখাটা শুরু করার ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হলেই তো হলো না, বাস্তবতা বলে একটা কথা আছে।

আসলেই ২০২৪ সালটা কেমন যাবে? সবজান্তা সমশের ভেবে কেউ কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করেন। আমি নিরুত্তর। কারণ, আমার কাছেই বিষয়টা পরিষ্কার না। আবার যদি হতাশার কথা বলি, তাহলে তিনি নিরাশ হবেন। এত না-পাওয়ার মধ্যে আর নতুন করে কাউকে হতাশার সাগরে ফেলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আশাবাদী হব, এমন সাহসও যে পাই না। সব মিলিয়ে সুন্দরের খোঁজে কেমন জানি এক অদ্ভুত আঁধারে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ জানুয়ারি। সবার অংশগ্রহণ না হওয়া সত্ত্বেও হিংসার ব্যাপ্তিতে পিছিয়ে নেই এর প্রচার। শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি পারিষদ-দলের মুখের ভাষা মারে আরও শতগুণ। যারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে নির্বাচিত হতে মাঠে নেমেছেন, তাঁদের উঠে আসার ছবিটাই যদি এমন হয় এবং নির্বাচনের আগেই যদি প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমতার দাপট দেখানো চলতে থাকে, তাহলে প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পেলে না জানি কী হয়। আদপে সে কথা ভাবলে আশ্বস্ত হওয়ার সুযোগ খুবই কম। আর এটাই তো বছরের শেষ নির্বাচন না, দিন গড়ালে আরও আসবে। আপাতত সে আলোচনা উহ্যই থাকুক।

কিন্তু আমরা কি এভাবে ভালো থাকতে পারব? বিশ্বজুড়ে আমাদের বন্ধুরা যদি ভালো না থাকে, তাহলেও আমরা যেমন ভালো থাকব না; তেমনি তারা যদি ভালো থাকতে না দেয়, তাহলেও আমাদের পক্ষে খারাপ থাকা ঠেকিয়ে রাখা অনেক কঠিন। এই ভুবনগ্রামে এখন আর কারও পক্ষে নিঃসঙ্গ বা একাকী চলা সম্ভব না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলোকে বাদ দিয়েও যদি ১৯৯০-উত্তর পশ্চিমা প্রেসক্রিপশনের কথা বলি, তাহলে তা গত ৩২-৩৩ বছরে আমাদের এই ব্যবস্থা শুধু শেখায়নি, অভ্যস্ত করে তুলেছে। এই দেখুন ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া হামলা চালাল ইউক্রেনে, আর কিনা সাথে সাথে আগুন লাগল আমাদের পণ্যের হাটে। আটা, ময়দা, সয়াবিন তেল, চিনিসহ আরও অনেক পণ্য বাজারে যেভাবে দামের পাল্লা দেওয়া শুরু করল, তাতে বোঝা কঠিন ছিল—যুদ্ধটা ঠিক কোথায় বেধেছে।

একইভাবে গাজায় আগ্রাসী ইসরায়েলকে থামাতে লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। এতে পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে ঘুরপথে চলতে হচ্ছে। ফলে বাড়ছে খরচ। আর সেই খরচ শেষমেষ জোগাতে হবে আমাদের। এত কিছুর পর এই তো বেশ আছি–এ কথা বলার মতো দেশ হাতে গুণে কটা পাওয়া যাবে বলা কঠিন। ফলে অগ্নিস্নানে ধরার শুচি হওয়া আপাতত দিবাস্বপ্নেই থাক।

আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সপ্তাহখানেক পর ১৩ জানুয়ারি তাইওয়ানে নির্বাচন। চীনের কাছে বিষয়টি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। আমেরিকার আপত্তি সত্ত্বেও শি জিনপিং-এর সরকার এ ব্যাপারে খুল্লাম খুল্লা। কোনো রাখঢাক নেই। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে শি বলেছেন, চীনের মূল খণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের পুনরেকত্রীকরণ অনিবার্য।

চীনা বরাবরই শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে। যেমনটা হংকং-এর ক্ষেত্রে হয়েছে। হংকং-এ ইউনিয়ন জ্যাক নামানো যতটা সহজ হয়েছে, তাইওয়ানে সেটা খাটছে না। কারণ আমেরিকা। এই একটি বিষয়ে দুই পরাশক্তি একেবারে দুই মেরুতে। ফলে ১৩ জানুয়ারির পর তাইওয়ানকে ঘিরে এই দুই দেশ কী ভূমিকা নেবে, তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের আগামী দিনের পথচলা। চীন ইতিমধ্যে প্রতিবেশী এই দ্বীপটি ঘিরে সঙিন উঁচিয়ে আছে। 'চীন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারবে না'–প্রেসিডেন্ট শির এই কথায় যদি লালবাহিনী অগ্রগামী হয়, তাহলে ওয়াশিংটন বসে থাকবে—এমন ভাবাটা বোকামি।

সবার কাছে এটা এখন পরিষ্কার যে, ইউক্রেনের যুদ্ধ আসলে আমেরিকার যুদ্ধ। দ্বিতীয় কোনো দেশকে দিয়ে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশটিকে যদি ঘায়েল করা যায় তো মন্দ কী? অবিভক্ত ভারতে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের ত্রিপুরি সম্মেলনে সভাপতি পদে সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছে হেরেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর নিজের প্রার্থী পট্টাভি সীতারামাইয়া। এটা মানতে পারেননি গান্ধীজি। বলেছিলেন, 'সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়।' গান্ধীজির এই পক্ষ নেওয়ার কষ্টে কংগ্রেসই ছেড়েছিলেন সুভাষ বসু। সে এক অন্য গল্প। এখানে অন্ত্যঃমিল হলো, ইসরায়েলে হামাসের হামলা নিতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রথম দিন থেকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো সমর্থন দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এ লড়াই আসলে ইসরায়েলের না, আমেরিকার। ইসরায়েলকে অন্ধ সমর্থনের ব্যাপারে সব মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ছাড়িয়ে গেছেন বাইডেন। বারো শ প্রাণের বিনিময়হার ২০ হাজার না ২০ লাখ হবে, তা ঠিক করার একান্ত অধিকার ইসরায়েলের–এটাই হয়তো বাইডেন সাহেবের মত।

তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াল? আমেরিকা ২০২২ সালে ইউক্রেনে একটা যুদ্ধ শুরু করেছে, যা এখনো চলমান। ২০২৩-এর শেষের দিকে আরেকটা শুরু করেছে মধ্যপ্রাচ্যে। এটা শেষ হওয়া দূরস্থান আরও কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, তা নিয়েই চলছে নানা জল্পনা–কল্পনা। আর ২০২৪-এ আশঙ্কা দূর প্রাচ্যে (পড়ুন চীনে) এমন ঘটতে পারে। কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে সব। গুলাবে না-ই বা কেন? তারপরও চলুন অতীতটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কফিনে শেষ পেরেকটা পোতার পর থেকেই আমেরিকা এই দুনিয়ার একক অধীশ্বর। এত দিন তারা যা বলেছে, তাই হয়েছে। বিনা প্রশ্নে, বিনা বাধায় আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে একপাক্ষীয় যুদ্ধ চলেছে। কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আইএসআইএস-এর নাম করে সিরিয়া দখল করতে গিয়ে তারা প্রথম বাধা পায় রাশিয়া, ইরান ও চীনের কাছ থেকে। ওই প্রথম তারা বুঝতে পারে, ১৯৯১ সালে কফিনে পেরেক পোতার পর আরও কিছু কাজ বাকি ছিল, যা এখনই করতে হবে। এই কাজটি হলো প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থাকে আবার নতুন করে এবং অতি অবশ্যই নিজেদের মতো করে ঢেলে সাজানো।

১৯৯০ সালে প্রথম ইরাক যুদ্ধের আগে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ সে দেশের কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে বলেছিলেন, 'আমেরিকা সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা অনুসরণ করবে।' এখনো তাদের মতো করে তেমনটাই তো চলছে। তাহলে হঠাৎ কী হলো?

আসলে চলেছে না। ওই যে বললাম, সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে না হটাতে পারাটা মানতেই পারেনি আমেরিকা। সোভিয়েত-কালের সামরিক জোট ওয়ারশ ভাঙার পর ক্রমাগত ন্যাটোর সদস্য বৃদ্ধি নিয়ে রাশিয়ার ক্ষোভকেও কখনো গ্রাহ্য করেনি আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা। ১৯৯০-এ ওয়ারশ জোট ভেঙে দেওয়ার পর কথা ছিল ন্যাটোকে আর বাড়ানো হবে না। কিন্তু সে কথা রাখেনি তারা। গত ৩০ বছরে বিলুপ্ত ওয়ারশ জোটের অন্তত ১০টি দেশকে ন্যাটোর সদস্য করা হয়েছে, যা মানতে পারেনি পুতিনের রাশিয়া। এ জন্য প্রতিবেশী জর্জিয়ায় হামলা চালিয়ে ন্যাটো জোটকে শিক্ষা দিয়েছিল মস্কো। একই কাজ ন্যাটো করেছে ইউক্রেনের সাথে। অনেকটা তারই ফল বর্তমান যুদ্ধ। কারণ, রাশিয়া কখনোই চায়নি ন্যাটো তার সদর দরজার সামনে এসে অপেক্ষায় থাকুক।

কিন্তু আমেরিকা গত ৫০ বছরে সবচেয়ে বোকা বনেছে চীনকে 'মোস্ট ফেভারড নেশনের' মর্যাদা দিয়ে এবং সেখানে অঢেল বিনিয়োগ করে। আমেরিকার চিন্তকদের ধারণা ছিল, পুঁজির দাপটে চীনের কমিউনিস্ট শাসনের বজ্র আঁটুনি ক্রমশ ফসকা হয়ে আসবে। তিয়েনআনমেন স্কয়ারের ঘটনার পর এটাই ছিল চীনের জন্য দাওয়াই। কিন্তু ঘটল পুরো উল্টো। চীন নিজ দেশে কমিউনিস্ট শাসন আরও পাকাপোক্ত করে অর্থনীতিতে ফুলেফেঁপে উঠল। অর্থনীতির পাশাপাশি প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিল তারা। এখনো অবশ্যই সামরিক সক্ষমতায় আমেরিকার চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকলেও চীন কিন্তু অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। আমেরিকা যখন বিশ্বজুড়ে সুমদ্রপথের ওপর সামরিক আধিপত্য কায়েমের মাধ্যমে নিজস্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা পাকা করেছে, তখন চীন তলেতলে এগিয়েছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) নামের ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক প্রকল্প নিয়ে। এখন দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ-শক্তিকে ক্রমাগত সংহত করছে দেশটি। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরপরই ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা দুটি বিমানবাহী রণতরি পাঠানোর সাথে সাথে চীন ওই এলাকায় দুটো যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। অর্থাৎ, এটা বোঝানো যে বৈশ্বিক নৌ-শক্তিতে বেইজিং কারও চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই।

চীনের বিষয়টি এমনভাবে বুমেরাং হবে, তা বোধহয় মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। আর আমেরিকা যে গোপনে হলেও তার বৈশ্বিক নীতি বা অ্যাজেন্ডা পাল্টাতে চলেছে, যার প্রধান লক্ষ্য এই দুই দেশ– এটা রাশিয়া ও চীন আগেই টের পেয়েছিল। যার প্রমাণ মেলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে (২০১৮ সালে) শি জিনপিং-কে আজীবনের জন্য চেয়ারম্যান রাখার সিদ্ধান্ত। একই সাথে দুবারের পর আর প্রেসিডেন্ট হওয়া যাবে না– রুশ সংবিধানের এই ধারা বাতিল করে (২০২০ সালে) আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকার পথ পোক্ত করেন পুতিন। দেশ দুটি বুঝেছিল, আমেরিকা ও তার মিত্রদের সাথে সমানে সমানে খেলতে হলে শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা আশঙ্কা থাকলে চলবে না।

বিশ্বে নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে আমেরিকার বৈশ্বিক নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সেই বারাক ওবামার আমলে নেওয়া। মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' (মাগা) নীতি এসব কিছুকে তলে ফেলে দিয়েছিল। যাকে আবার চাগিয়ে তুলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান গত এপ্রিলে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনে দেওয়া এক বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন যে, 'শেষ পর্যন্ত, আমরা একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে যাচ্ছি। তা অনেকগুলো স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমনটা আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে করেছিলাম।' এর অর্থ ৭৫ বছরের পুরোনো আর্থিক কাঠামোটা আর কাজে আসছে না। মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর বক্তব্য, সুলিভানদের ভয় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে চীন এমন জায়গায় না চলে যায় যে, আবার একটা শীতল যুদ্ধের হ্যাপা সামলাতে হয় তাদের।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর জন হপকিন্স স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভান্স স্টাডিজে দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন কী বলেছেন শুনুন: 'একটি যুগ শেষ হচ্ছে, আরেকটি নতুন যুগ শুরু হতে যাচ্ছে এবং আমরা এখন যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তা আগামী কয়েক দশকের জন্য ভবিষ্যতের রূপ দেবে।' বিশ্লেষক মোহাম্মাদ হাসান সেওইদানের মতে, এই শব্দগুলোর মাধ্যমে ব্লিঙ্কেন আমেরিকান যুগের 'টার্নিং পয়েন্ট' সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা এক বিশ্বব্যবস্থা থেকে অন্য বিশ্বব্যবস্থায় রূপান্তর হতে চলেছে।

এর মাসখানেক পর সুলিভান ও ব্লিঙ্কেনের বস প্রেসিডেন্ট বাইডেন হোয়াইট হাউসে এক আলাপে জানালেন, 'একটি ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৫০ বছর ধরে ভালোভাবে কাজ করেছে। সেখানে বাষ্প-শক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন একটি নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন।' তাঁর স্বপ্ন, '(আমেরিকানদের) কিছু করার সুযোগ আছে, যদি তারা যথেষ্ট সাহসী হয় এবং নিজেদের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখে বিশ্বকে এমনভাবে একত্রিত করার, যা আগে কখনো হয়নি।'

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা! যার বাস্তবায়নে রাশিয়া, চীন, ইরান, উত্তর কোরিয়াসহ সব বেয়াড়া দেশকে উচিত শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা আরও দীর্ঘকাল 'জো হুজুরের' দলেই থাকে। তবে তেমনটা হওয়া কঠিন। বাইডেনের কথার জবাব দ্রুত এসেছে মস্কো থেকে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি 'নতুন বিশ্বব্যবস্থার' প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত। তবে এটা যে আমেরিকার নেতৃত্বে থাকা উচিত, এতে বিশ্বাস করেন না। এমনটা আসলে আর হবে না। ক্রেমলিনের এই মনোভাবের সাথে কিন্তু ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা বা জার্মানির অমিল নেই। তারা সবাই নিজেকে বিশ্বসভায় গুরুত্বপূর্ণ আসনে দেখতে চায়। বিশেষ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে। অর্থাৎ, ভেটো দেওয়ার অধিকার চায়। অন্যদিকে সৌদি আরব, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া পারিপার্শ্বিক বাস্তবতায় পারমাণবিক বোমার অধিকারী হতে চায়, সেটা গোপনে হলেও। কারণ, আমেরিকার নিরাপত্তা ছায়াতলে তারা আর স্বস্তি পাচ্ছে না। বরং এই অস্ত্রই আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর বা বিশ্বসভায় সমীহ অর্জনের একমাত্র পথ, এটা ধনাঢ্য দেশগুলো তা ভালোই বুঝেছে। ফলে দুনিয়া আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জায়গায় নেই যে, চাইলেই আমেরিকা ও তার মিত্ররা একটা সর্বজনীন বৈশ্বিক নীতি বাজারে চালিয়ে দেবে।

সংঘাতের শুরু আসলে এই জায়গা থেকেই। নতুন এই বৈশ্বিক পরিকল্পনায় রাশিয়া এত বড় দেশ হিসেবে থাকবে কি-না; চীনের সম্প্রসারণ ও আধিপত্যে আচ্ছামতো লাগাম পরানো; ইরানকে পঙ্গু করে মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া; পাশাপাশি ইসরায়েলকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া– কত কিছুই না থাকতে পারে। আর এত বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনেক সময় তো অছিলা লাগেই। কে জানে ইউক্রেন, হামাস, হুতি, তাইওয়ান–এর সবই সেই অছিলা কি-না?

একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। টুইটারে (বর্তমানে এক্স) পাওয়া। এর সত্যতা নেটে সার্চ দিলেই মিলবে। ফেসবুক, থুড়ি মেটা-র মালিক মার্ক জাকারবার্গ বিলিওনিয়ার বা শত কোটিপতি হয়েছেন কবে জানেন? সেই ২০০৮ সালে। তারপর ১৫টা বছর কেটে গেছে। কিন্তু তাঁর মাথায় এ ভাবনা আসেনি। হঠাৎ ২০২৩ সালে এসে তিনি এক বিরাট সমৃদ্ধ বাঙ্কার বানিয়েছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রজন্ম ছাড়া তেমন কেউ বাঙ্কারের সাথে পরিচিত না। সেটা সৌভাগ্যই বটে। তবে নিরাপত্তাবাহিনীর সাথে যুক্ত সবাই মাটির নিচে বাঙ্কারের সাথে পরিচিত। আর সর্বশেষ ইসরায়েল যেভাবে হামাসের বাঙ্কার নিয়ে মারমুখী হয়েছে, তাতে আর কারও কাছে অন্তত শব্দটি অপরিচিত না।

আমেরিকার ধনকুবেরদের অধিকাংশ এমন সুরক্ষিত বাঙ্কারের অধিকারী। এই বাঙ্কার তাঁদের বিলাসিতা নয়, নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বিশ্বে কখনো পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে সপরিবারে, সপার্ষদ এখানে আশ্রয় নেবেন তাঁরা। অর্থাৎ ওই যুদ্ধে কোটি কোটি উলুখাগড়ার প্রাণ গেলেও তাঁরা ঠিকই টিকে থাকবেন শ্মশান-ভূমে নতুন ফুল ফোটাতে! হাওয়াইতে দেড় হাজার একর জমির ওপর জাকারবার্গের যে বাড়ি, সেখানেই এই সুরক্ষিত বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে। ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সেখানে ন্যূনতম ৩০টি ঘর ও ৩০টি বাথরুম আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোয়াইট হাউসসহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় এ ধরনের বাঙ্কার করা আছে।

ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি সুরক্ষিত বাঙ্কার কোনো নতুন বিষয় নয়। আর জাকারবার্গ তা করতেই পারেন। কারণ, তাঁর অঢেল টাকা। প্রশ্ন হলো—২০২৩-এ এসে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? এর মধ্যে কী কোনো ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? মনে রাখা দরকার, আমেরিকাসহ পশ্চিমাদের মুখোমুখি যারা দাঁড়িয়েছে, সেই রাশিয়া, চীন, ইরান সবাই পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশ। সেটা স্বীকৃত হোক বা না হোক। এর বাইরে ইসরায়েল, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এ মারণাস্ত্রে বলীয়ান। ফলে সংঘাত বাধলে কে কোথায় কী ব্যবহার করবে আগাম বলা কঠিন।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, এই সংঘাতের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের সবার বয়স ৭০-এর ওপরে। কেউ কেউ কিছুদিনের মধ্য অশীতিপর হবেন। ফলে এই নেতারা বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন, সেটাও বিরাট প্রশ্ন। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মস্তিষ্কের ক্ষয় বাড়ে। কারও ক্ষেত্রে তা লয়ও হয়। তাই বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রাজ্ঞ বা বিজ্ঞজনের মাথায় অজ্ঞতা ভর করা, বিস্ময়ের কিছু না। ভয়টা আসলে সেখানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী কালজয়ী বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বড় কোনো যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই তাঁর একটা বক্তব্য বেশ প্রচার পায়। যেমন এখন পাচ্ছে। কথাটা হলো: 'আমি জানি না, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহার হবে, তবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ মানুষ লড়বে লাঠি আর পাথর দিয়ে।' এই মহান বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অমোঘ সত্য। আমরা চাই, সেই সত্য যেন চিরকালের জন্য ভুল প্রমাণিত হয়। আমরা সবাই জোর গলায় বলি, '... মহাকালসিংহাসনে/ সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,/ কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী/ কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন/ নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের/ হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে/ নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।'

গ্লোবাল স্পেকট্যাকল: ২০২৪ সাল, একটি প্রধান নির্বাচনী বছর—বাংলাদেশ-এর ভ্যানগার্ড

ইমরান চৌধুরী বি ই এম, (ব্রিটিশ এয়াম্পায়ার মেডেল)

নজিরবিহীন গণতান্ত্রিক অনুশীলনে নেতা বাছাই করতে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে ৫ বিলিয়নেরও বেশি ভোটার । ২০২৪ সাল একটি ঐতিহাসিক বছর যেখানে বিশ্বব্যাপী পাঁচ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ তাদের নেতা নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে প্রস্তুত, বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক দর্শনের অগ্রগামী হিসেবে আবির্ভূত হেয়েছে । যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, উগান্ডা, আলজেরিয়া, বতসোয়ানা, চাদের মতো দেশে শাসনের গতিপথকে রূপ দেবে এমন একটি সিরিজ নির্বাচনের সূচনা করে। , কমোরোস, ঘানা, মৌরিতানিয়া, মরিশাস, উগান্ডা, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, টিউনিসিয়া, ব্রাজিল, কানাডা অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা এবং মোজাম্বিক।

এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা নিছক একটি পছন্দ নয় বরং অনেক দেশে একটি বাধ্যতামূলক নাগরিক কর্তব্য। এই নির্বাচনের আশেপাশের নৈতিকতা একটি বিখ্যাত প্রবাদে আবদ্ধ হয়, " আপনাকে এটিতে থাকতে হবে, এটি জিততে হলে।" এই ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বয়কট করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানানো নিন্দাজনক বলে বিবেচিত হয় এবং এটি থেকে দূরে সরে যাওয়াকে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির সরাসরি অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা এই সমাজের ভিত্তি তৈরি করে।

নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের একটি গভীর ইতিহাস রয়েছে যা বহু শতাব্দী ধরে বিস্তৃত। গণতান্ত্রিক শাসনের শিকড় প্রাচীন গ্রীসে খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকের অংশগ্রহণের ধারণাটি প্রথম রূপ নেয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ধারণাটি বিকশিত হয়েছে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।

আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম ১৭ এবং ১৮ শতকে আলোকিত যুগে দায়ী করা যেতে পারে। জন লক, জ্যাঁ-জ্যাক রুসো এবং মন্টেসকুইউ-এর মতো চিন্তাবিদরা গণতান্ত্রিক শাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ব্যক্তি অধিকার, সামাজিক চুক্তি এবং ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়েছিলেন ওনারা। এই ধারণাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ব্যবহারিক প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছে, এর সংবিধান অনেক গণতন্ত্রের জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে, গণতন্ত্রের বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছিল, বিশেষ করে উপনিবেশকরণের সময়কালে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং শাসনের উপায় হিসাবে গণতান্ত্রিক নীতিগুলি গ্রহণ করেছিল। ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি অন্যান্য সদ্য স্বাধীন দেশগুলির জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গনতান্ত্রিক দেশ ভারতেও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাদের ১৮ তম নির্বাচন এবং সর্বমোট সাড়ে ৯৫ কোটি ভোটার ভোট প্রদান করবে।

একুশ শতকের দ্রুত এগিয়ে যাওয়া, এবং গণতন্ত্র একটি বিশ্বব্যাপী আকাঙ্খা। এই বছর নির্বাচনে অংশ নেওয়া দেশগুলির নিখুঁত বৈচিত্র্য গণতান্ত্রিক মডেলের সর্বজনীন আবেদন প্রদর্শন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক শক্তিশালা থেকে শুরু করে উদীয়মান আফ্রিকান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, গণতান্ত্রিক পরীক্ষাটি খাপ খাইয়ে চলেছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনের অগ্রগামী হিসেবে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের বিকশিত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। জাতি তার অনন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে অনুরণিত একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে একটি জটিল পথ অতিক্রম করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকারের ইঙ্গিত দেয়, যা বাংলাদেশী নাগরিকদের তাদের নেতা নির্বাচনের অধিকার বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে।

এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে নির্বাচন রাজনৈতিক ঘটনার চেয়ে বেশি; তারা নাগরিকের জন্মগত অধিকার। জনগণকে এই মহৎ নাগরিকত্ব অনুশীলনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া গণতন্ত্রের মর্মকে ক্ষুণ্ন করা। ভোট দেওয়া নেতা নির্বাচনের বাইরে; এটি সেই নীতিগুলিকে নিশ্চিত করে যা একটি সমাজকে সংজ্ঞায়িত করে - সাম্য, ন্যায়বিচার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

নির্বাচনে যদিও অংশগ্রহণ মৌলিক, তবে ব্যক্তিদের পছন্দকে সম্মান করা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া বা না করা সমান অপরিহার্য। ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা ভোট দেওয়ার মতোই গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য। ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা গণতন্ত্রের চেতনার বিরুদ্ধে যায়, যা এর নাগরিকদের স্বেচ্ছায় এবং অবহিত সম্পৃক্ততার উপর বিকাশ লাভ করে।

বৈশ্বিক সম্প্রদায় এই নির্বাচনের উন্মোচন প্রত্যক্ষ করে, এটি একটি অনুস্মারক যে গণতন্ত্র একটি গতিশীল ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে খাপ খায়। এই নির্বাচনের ফলাফলগুলি জাতিগুলির গতিপথকে রূপ দেবে এবং বিশ্বব্যাপী বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করবে। ২০২৪ -এর এই গুরুত্বপূর্ণ বছরে, বিশ্ব বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির দিকে তাকিয়ে আছে যখন তারা গণতন্ত্রের জটিল ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করে, এই চিরন্তন প্রবাদটি পুনর্ব্যক্ত করে যে অংশগ্রহণ কেবল একটি অধিকার নয় বরং একটি দায়িত্ব যা জাতির ভাগ্যকে নব্যরূপ দেয়।

বৈশ্বিক এই গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সোপানের অগ্রগামী দেশ হতে পেরে বাংলাদেশ সৃষ্টি করলো নতুন মাইল ফলক এবং বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যাতে কোন ভাবেই ব্যাহত না হয় আগামী দিন গুলোতে। সকলের অংশগ্রহণেই যেন বলিষ্ঠ হয়ে উঠে গণতন্ত্র ।

৭ জানুয়ারির নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় ও একটি স্পষ্ট বার্তা

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশে সম্প্রতি সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচন রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে, যেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঐতিহ্যগতভাবে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ স্ব-ধার্মিক আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী উভয়ের কাছে যথেষ্ট ভাবে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। নিছক সংখ্যাগত ক্ষতির বাইরে, এই ফলাফল একটি বিস্তৃত প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে, রাজনৈতিক প্রকৃতি এবং মানব আচরণের জটিল আন্তঃক্রিয়া বিবেচনা করে গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে এর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর বিকশিত গতিশীলতাকে হাইলাইট করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ স্বার্থের কথা স্বীকার করে রাজনৈতিক আত্মশুদ্ধির পথে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই কৌশলগত সিদ্ধান্ত দুর্নীতি নির্মূলে তার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এমনকি যদি এটি চ্যালেঞ্জিং প্রভাবশালী নেতা এবং মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে। তৃণমূল পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পদোন্নতি এই প্রতিশ্রুতির একটি বহিঃপ্রকাশ, যা ঐতিহ্যগত প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি থেকে বিদায় নিচ্ছে।

৭ জানুয়ারী নির্বাচনের ফলাফলের একটি ঘনিষ্ঠ পরীক্ষা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি নতুন মেরুকরণ কে প্রকাশ করে, যা পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে নির্বাচন-পরবর্তী তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিন প্রতিমন্ত্রী, চার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সদস্য এবং ১৯ জন সংসদ সদস্য পরাজয়ের মুখোমুখি হন। যদিও কেউ কেউ যুক্তি দেন যে এই ধাক্কা অগত্যা একটি রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে না, এটি নিঃসন্দেহে প্রচলিত প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে আন্ডারস্কোর করে এতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় ।

হেভিওয়েট আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জাফরুল্লাহর মামলা, মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সনের কাছে টানা তিনটি পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তার বয়স নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। একইভাবে, আবদুস সোবহান গোলাপ, একজন প্রভাবশালী প্রচার সম্পাদক, মাদারীপুরে নাটকীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে তার রাজনৈতিক গতিপথে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে মানিয়ে নিলে গোলাপের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এখনও থাকতে পারে। পরিশ্রমী আওয়ামী লীগ নেতা মৃণাল কান্তি দাস এবং অসীম কুমার উকিল পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছেন, তবুও তাদের অভিজ্ঞতা, দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের কারণগুলি ভবিষ্যতে তাদের প্রত্যাবর্তনকে সহজতর করতে পারে। রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এবং স্বপন ভট্টাচার্যের অবস্থা ও উদ্বেগের বিষয়. বিপরীতে, রাজনৈতিক বহিরাগত হিসাবে বিবেচিত দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও বেশি। পূর্ববর্তী বিজয় সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তার সীমিত অবদান বিশ্লেষকদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সন্দিহান করে তোলে।

এই পরাজিত প্রার্থীদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত শেষ পর্যন্ত তাদের ধাক্কা থেকে শিক্ষা নেওয়ার, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ গুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অন্তর্নিহিত জটিলতাগুলো নেভিগেট করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি নতুন পথ নির্ধারণ করছে, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাফল্য দেশের রাজনৈতিক গতিশীলতার একটি সম্ভাব্য পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দেয়, ভোটারদের পছন্দ এবং প্রত্যাশার বিকাশের মুখে অভিযোজন যোগ্যতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।(তথ্যসূত্র :বাংলা ইনসাইডার)

বাংলাদেশ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ

> **সংসদের স্বাধীন সদস্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনে সক্ষম, সরকার জবাবদিহি করতে, বাংলাদেশে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহি-তামূলক এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা।**

একটি জাতি, স্বাধীনতার ৫২ বছর ধরে দুর্নীতির ক্রমাগত সমস্যায় জর্জরিত। স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিষ্ঠাতা জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দরিদ্রদের কল্যাণে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে একটি দুর্নীতিমুক্ত জাতির কল্পনা করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলের ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স (সিপিআই) প্রতিফলিত দুর্নীতি সম্পর্কে তার ধারণা পুনর্নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের যাত্রা চলছে। দুর্নীতি, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মাত্রার গভীরে প্রোথিত, সরকারী প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনগণের আস্থাকে প্রভাবিত করে। যদিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে আইনি সংস্কার এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর মতো প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা, সাফল্য নির্ভর করে বাস্তব বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির ওপর।

সংসদের স্বাধীন সদস্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনে সক্ষম, সরকার জবাবদিহি করতে, বাংলাদেশে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা। সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশে স্বাধীন সদস্যদের প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বা যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি কৌশলগত ও সহযোগিতামূলক পদ্ধতির প্রয়োজন। এটি অর্জনের জন্য এখানে কিছু মূল পদক্ষেপ রয়েছে: অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং নীতি প্রণয়ন, সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণ, স্বচ্ছতা এবং তথ্য অ্যাক্সেস, বর্ধিত তদারকি প্রক্রিয়া, নিয়মিত অধিবেশন, বিতর্ক, এবং সরকারের কর্ম ও নীতির অনুসন্ধানের প্রচারের মাধ্যমে সংসদীয় তত্ত্বাবধান কে শক্তিশালী করুন।

স্বাধীন সদস্যদের সক্রিয় ভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ, উদ্বেগ উত্থাপন এবং বিকল্প সমাধানের প্রস্তাব অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন।

জোট গঠন: সংসদে তাদের প্রভাব ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র সদস্যসহ বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জোট গঠনের সুবিধা প্রদান।

সাধারণ ইস্যুতে সহযোগিতা করুন এবং জাতীয় গুরুত্বের বিষয়ে ঐক্যফ্রন্ট উপস্থাপন করুন।

স্বাধীন সদস্যদের ক্ষমতায়ন: সংসদীয় কার্যক্রমে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং স্বাধীন সদস্যদের জন্য সমান সুযোগের জন্য উকিল।

নিশ্চিত করুন যে স্বাধীন সদস্যদের গবেষণা সহায়তা অ্যাক্সেস রয়েছে, তাদের বিতর্ক এবং আলোচনায় অবহিত অবদান রাখতে সক্ষম করে।

জনসম্পৃক্ততা এবং সচেতনতা: টাউন হল মিটিং, পাবলিক ফোরাম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে সরকারের নীতি এবং কর্মের বিষয়ে জনমত সংগ্রহ করুন। নাগরিক এবং সংসদীয় বিতর্কের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র নিশ্চিত করে, স্বাধীন সদস্যদের তাদের ভোটারদের উদ্বেগের প্রতিনিধিত্ব করতে উৎসাহিত করুন।

হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা: আইন প্রণয়নের জন্য উকিল যা হুইসেল ব্লোয়ার এর সুরক্ষা দেয়, যা ব্যক্তিদের জন্য সরকারের মধ্যে দুর্নীতি বা অন্যায়কে প্রকাশ করা নিরাপদ করে তোলে।

অসদাচরণের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীন সদস্যদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমর্থন ব্যবস্থা।

নির্বাচনী সংস্কার: সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ায় এমন নির্বাচনী সংস্কারের পক্ষে উকিল৷

একটি আরও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে উত্সাহিত করুন যা বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ প্রতিফলিত করে।

প্রাসাদের ধারন ক্ষমতা: স্বাধীন সদস্যদের জন্য তাদের সংসদীয় দক্ষতা, নীতি বিশ্লেষণ এবং শাসন কাঠামো বোঝার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচি প্রদান করা প্রয়োজন ।

বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জয় আধুনিক গণতন্ত্রে পরিবর্তনশীলতার জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সে অবদানকে মূল্যায়ন করতে হবে নতুবা দেশ কতৃত্বতাপরায়নের দিকে ঝুকে পড়বে এবং বহিঃ বিশ্বের সমালোচনার মুখে পড়বে।

ঘুরে এলাম আমিশ জনগোষ্ঠীর এলাকা পেনসিলভেনিয়া

ফজলুর রহমান চৌধুরী

গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ছুটির দিন রোববারে ঘরের / পরিবারের সবাই বাহিরে কোথাও বেড়াতে যাব। আমাদের বড় মেয়ের আগ্রহে, পরামর্শে নতুন জায়গা পেনসিলভেনিয়ার ইষ্ট ল্যাম্পিটার টাউনশীপ , অষ্টিন পল্লী ঘুরে আসি। আমেরিকার আদিবাসী এলাকা নামে পরিচিত পেনসিলভেনিয়ার আমিশ পল্লী (Amish country)র একটি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করি। আমিশরা আধুনিক জীবনযাত্রা , উন্নত যানবাহনে চলাফেরা না করে তাদের সেই ঐতিহ্য, পুরনো ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করে। তাদের ঘরবাড়ি ও পুরনো এ্যাথেনটিক কায়দায় নির্মীত। অনেকে আধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবহার থেকেও দূরে থাকতে চায়। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমগুলি বৈধভাবে গাড়ি চালানোর জন্য এবং কিছু প্রয়োজনীয় খামার সরঞ্জামের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। তাদের পোষাক -আষাকেও ধর্মীয় লেবাস।

এ রক্ষণশীল খ্রিস্টান ধর্মের সদস্যরা তাদের অ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Anabaptist) বিশ্বাসের জন্য ইউরোপে নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ১৮ শতকের গোড়ার দিকে পেনসিলভেনিয়ায় আসেন। ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টির পেনসিলভেনিয়ার আমিশ সম্প্রদায় হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম আমিশ সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। গত ২০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি আকারে বেড়েছে। অন্যান্য স্টেটেও এরা বসবাস করছে।

আমিশদের ইতিহাস ও তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন লিখা পড়ে যতটুকু জানা যায়-

১৭২০ -এর দশকে ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টিতে তাদের আগমন ঘটেছিল। যা নাকি দেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম আমিশ সম্প্রদায় । পেনসিলভেনিয়ার এ আমিশ সম্প্রদায় ইউরোপে বসবাস করতেন। ১৬ শতকে ইউরোপে যখন সংস্কার চলছিল তখন সময়কার একটি বিশেষ আন্দোলন দানা বাধে। উল্লিখিত এ অ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Anabaptist) আন্দোলন তিনটি "সাধারণ" সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকে উৎসাহিত করেছিল:- আমিশ, মেনোনাইটস এবং ব্রাদারেন। যদিও এই আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, আবার বিভিন্ন কাজে , চলাফেরায় , বিশ্বাসে পার্থক্য ও পরিলক্ষিত হয়। আমিশরা সবচেয়ে রক্ষণশীল, নম্রতা, পরিবার, সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং নন-অ্যামিশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেয়।যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের মতো আধুনিক সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে অনীহা। দৈনন্দিন জীবন এবং রীতিনীতি অলিখিত আচরণের কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যাকে বলা হয় Ordnung, এবং এড়িয়ে যাওয়া (Meidung) একটি অবিচ্ছেদ্য উপায় যেখানে সম্প্রদায় অবাধ্য সদস্যদের সাথে আচরণ করে।

আমিশদের মেনোনাইট সম্প্রদায়ের শিকড় রয়েছে। উভয়ই ইউরোপের প্রাথমিক অ্যানাব্যাপ্টিস্ট আন্দোলনের অংশ ছিল, যা সংস্কারের সময় হয়েছিল। অ্যানাব্যাপ্টিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের যারা তাদের বিশ্বাস স্বীকার করেছে তাদেরই বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত এবং তাদের বৃহত্তর সমাজ থেকে আলাদা থাকা উচিত। অনেক প্রারম্ভিক অ্যানাব্যাপ্টিস্টকে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়ের দ্বারা বিধর্মী হিসাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং আরও অনেকে সুইজারল্যান্ড এবং দক্ষিণ জার্মানির পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখানে চাষাবাদ এবং গির্জার পরিবর্তে বাড়িতে উপাসনা সেবা ধারণ করার আমিশ ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল।

পেনসিলভেনিয়ার আমিশ বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ যেমন ব্যক্তিবাদ এবং অহংকার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন, যা আধুনিক বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এইভাবে পেনসিলভানিয়ার আমিশ বহিরাগতদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বন্ধ করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। তারা এমন অভ্যাসগুলিকেও নিষিদ্ধ করে যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং লোভকে খাওয়ায়, যেমনটি তাদের সাদামাটা পোষাক শৈলী এবং ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় । ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়ন এবং ভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ পৃথক ব্যাখ্যা ঐতিহ্যগত মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

যদিও পেনসিলভানিয়া আমিশ সাংস্কৃতিক প্রভাবকে প্রতিহত করে, তারা আধুনিক বিশ্বের সাথে আপস করতে ইচ্ছুক, এখনও অ্যামিশ পরিচয় রক্ষা করে এর সুবিধাগুলি ব্যবহার করে। তারা বসবাস , কাজ এবং যোগাযোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক - যতক্ষণ না তারা পরিবার এবং সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত না করে। আমিশ লোকদের বিশ্বাস এবং জীবনধারায় নম্রতা, পরিবার, সম্প্রদায় এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা আমিশের মূল ভিত্তি। দৈনন্দিন জীবন এবং রীতিনীতি অলিখিত আচরণের কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যাকে বলা হয় Ordnung, এবং এড়িয়ে যাওয়া (Meidung) একটি অবিচ্ছেদ্য উপায় যেখানে সম্প্রদায় অবাধ্য সদস্যদের সাথে আচরণ করে। রীতি নীতি অমান্যকারীকে বিতাড়িত , যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় শাস্তি স্বরূপ।

তাদের কৃষি কাজ/ খামার, কুটির শিল্প ,নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে । এ সকল পুরাতন নিদর্শন দেখতে শত শত লোকজন ভিজিট করে এ এলাকা।

আমিশ পুরুষ এবং ছেলেরা চওড়া-কাটা কালো টুপি, গাঢ় রঙের স্যুট, ল্যাপেল ছাড়া সোজা-কাট কোট, ব্রডফল প্যান্ট, সাসপেন্ডার, শক্ত রঙের শার্ট এবং কালো মোজা এবং জুতা পরেন। ওল্ড অর্ডার আমিশ মহিলা এবং মেয়েরা বোনেট, কাঁধে কেপযুক্ত লম্বা পূর্ণ পোশাক, শাল এবং কালো জুতা এবং স্টকিংস পরেন; তাদের কেপ এবং অ্যাপ্রনগুলি সোজা পিন বা স্ন্যাপ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

তারা সাধারণত ৮ম গ্রেড পড়াশুনা করে ছেড়ে দেয় এবং ১৪ থেকে ১৮ বৎসরের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পূর্বে বাহিরের জগতের সাথে মিশে এ সম্পর্কে জানতে পারে।মহিলারা ঘরের কাজে , বাচ্ছা লালন পালনে খুবই মনোযোগী এবং দক্ষতাসম্পন্ন।

আমিশ হবু দম্পতিদের বিবাহের পূর্বে এক রাত একই বেডরুমে থাকতে দেয়া হয়।

দম্পতিকে রাতে একে অপরের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটি কেবল তাদের পবিত্র থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে না, এটি তাদের অকাল মানসিক এবং শারীরিক বন্ধন গঠন থেকে রক্ষা করে। আমিশরা বিয়ের আগে যৌনভাবে শুদ্ধ থাকতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

খ্রিস্টান চার্চ হিসেবে তারা খ্রিস্টান বিশ্বাসের মৌলিক নীতি অনুসরণ করে; যাইহোক, তারা প্রাপ্তবয়স্কদের বাপ্তিস্ম, সরলতা, সম্প্রদায়, জনপ্রিয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, গির্জা এবং রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ এবং শান্তিবাদের উপর জোর দেয়। তারা মারামরি, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সর্বদা দূরে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাসমতে।পুরুষ নেতৃত্বে বিশ্বাসী সর্বদা তাদের শিকড় ১৫২৫ সালে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের সময় অ্যানাব্যাপ্টিস্ট আন্দোলনে ফিরে আসে।

অটোবায়োগ্রাফির খণ্ডাংশ : আমি ফাগুন ও রহস্যময়তা

কাকন রেজা

হুমায়ূন আহমেদ তার বাবাকে নিয়ে লিখেছেন। পরম মমতায় সে লেখায় ছিলো তার বাবার নানা কাণ্ডের কথা। বাবা ছিলেন হুমায়ূন আহমেদের কাছে এক রহস্যময় মানুষ। স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র। তার বাবাকে জীবন দিতে হয়েছে দেশের জন্য। শহীদ হয়েছেন তিনি।

মানুষ হিসেবে সবাই রহস্যময় এবং আমিও। ফাগুনের কাছে আমিও তাই ছিলাম। আমার কর্মকাণ্ডকেও ফাগুন সেভাবে দেখতো। তার কাছে আমিও হয়তো ছিলাম স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র। কিংবা মিসির আলী আর হিমুর ব্লেন্ডিং ভার্সন। ফাগুনের ভাবনা হয়তো তেমনটাই ছিলো।ওর কাছে বাবাই ছিলো সব। আমাকে ডাকতো আব্বুজি। ওর এই ডাক যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো আশেপাশে। পাশের বাসায় আমার টুইন ভাতিজিরাসহ আরেক ভাতিজিও আমাকে আব্বুজি ডাকে। আব্বুজি ডাকে ফাগুনের আরেক প্রিয়জনও। ফাগুনের কাছে আব্বুজিই ছিলো সব। ওর কাছের জনকে সব-সময় বলতো, আমি আব্বুজির মতো হয়েছি। না, বাবা তুই আমার হসনি, ওই বয়সেই রহস্যময়তায় আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলি তুই। রাস্তায় স্যান্ডেল ছিড়ে গিয়েছে, হু কেয়ারস। স্যান্ডেল ছাড়াই খালি পায়ে সব কাজ করেছে ফাগুন, কারো তোয়াক্কা না করেই। ক্লাস থেকে অফিস সব। বৃষ্টির মধ্যে গভীর রাতে জনমানুষ্যহীন মাঠ-ঘাট পেড়িয়ে হেঁটে পৌঁছে গেছে প্রিয়জনের কাছে।

যে ছেলে ইংরেজি পরীক্ষার রাতে পড়ে গ্রিক মিথোলজি। প্রশ্ন করায় বলে, 'এটাও তো ইংরেজি'। এমন একটা ছেলে যখন আব্বুজিকে রহস্যময় বলে, তখন নিশ্চিত সে মানুষটা রহস্যময়। আমি নিজেও জানি আমার জিনেই রয়েছে রহস্যময়তা। আমার দাদার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো রহস্যময়তায়। হুমায়ূন আহমেদের বাবার মতো তিনিও ঝুঁকেছিলেন প্রেতচর্চায়। আমার এক জ্যাঠাও সেই রহস্যময়তায় ডুবেছিলেন। আমার দাদা তার অঞ্চলে প্রথম বেহালা কেনেন। না, তাকে তা বেচে দিতে হয়নি। ঈশ্বর তাকে যথেষ্ট দিয়েছিলেন। তিনি বাজানো শিখেছিলেন, বাজাতেন গভীর রাতে। অঞ্চলে কলের গানও প্রথম কিনেছিলেন তিনি। আমি যখন কলেজে পড়ি তখনও ছিলো সেই কলের গান। সেসময় জমিদার বাড়িতেই কেবল সিন্দুক থাকতো। আমার দাদাও কিনেছিলেন। না, দাদা জমিদার ছিলেন না, কিন্তু জমিদারদের চ্যালেঞ্জ করতে পছন্দ করতেন। সে সময় জমিদার ছাড়া কারো পানির উৎস হিসেবে ইঁদারা তৈরি নিষিদ্ধ ছিলো, তিনি জমিদারদের চ্যালেঞ্জ করে সেই ইঁদারা তৈরি করেছিলেন। ইঁদারাটি আজো আছে, সগৌরবে দাদার কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। সেই চ্যালেঞ্জ থেকেই তিনি সিন্দুক কিনেছিলেন। কিনেছিলেন বন্দুকও। শিকারেও তার আগ্রহ ছিলো প্রচুর।

রহস্যময়তা আর চ্যালেঞ্জ নেয়া আমাদের জেনেটিক। আমারও আছে, ছিলো ফাগুনেরও। হয়তো চ্যালেঞ্জ নেয়ার ইচ্ছে ও সক্ষমতা সবার চেয়ে বেশি ছিলো ফাগুনের। হয়তো তাই তাকে বিদায় করতে হয়েছে তার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায় ব্যর্থ কাউকে। আততায়ী হাত তাকে হত্যা করেছে। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিংবা দেশের পক্ষে বাপ-দাদার কাজের অন্যায় মাশুল দিতে হয়েছে তাকে।

আমি প্রেতচর্চা করি না দাদার মতন। কিন্তু প্যারাসাইকোলজিতে আগ্রহ রয়েছে।সময় পেলে পড়ার চেষ্টা করি। ফাগুনের আরও বেশি ছিলো। মানুষের রহস্যময় চরিত্র টানে আমাকে। শুধু প্রেতচর্চা নয় সকল রহস্যময়তাই আমাকে টানে। ফাগুনকেও টানতো। রহস্যময়তার পছন্দও হয়তো আমরা দুজন। একদিনের ঘটনা বলি। রাত তিনটার মতো। হঠাৎ করেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো। যেই ভাবা সেই কাজ। বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি চালাচ্ছি, হঠাৎ করেই গাড়ির পেছনটা খানিক দেবে গেল। পেছনে একজন মোটামুটি ভারি মানুষ উঠলে যেমন গাড়ির শকঅ্যাবজর্ভার টের পায় ঠিক তেমনি টের পেল সে মুহূর্তেও এবং ক্যাচক্যাচ শব্দ করে তার জানান দিলো। ঘাড়ের কাছে মানুষের নিঃশ্বাস অনুভব করতে লাগলাম। না, ভয় পাইনি। রহস্যময়তাকে অনুভব করার চেষ্টা করলাম। আধাকিলোমিটার পর যেভাবে একজন মানুষ নেমে যায়, শক্‌অ্যাবজর্ভার ক্যাচক্যাচ শব্দে পুনর্বার তার জানান দিলো। গাড়ির দেবে যাওয়া পেছন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলো। দীর্ঘদিন গাড়ি চালানোর ফলে গাড়ির ব্যাপার-স্যাপার মোটামুটি বুঝি। সেদিনও সব পরীক্ষা করেছিলাম রহস্যটাকে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু গাড়ির একেবারে ঠিকঠাক অবস্থা আমাকে সে রহস্য উড়িয়ে দিতে দেয়নি, আজো রহস্য হয়েই আছে। ফাগুনকে বলেছিলাম সে ঘটনাটি, সেও উড়িয়ে দেয়নি। রহস্যময়তা তাকেও টানতো এবং সেজন্যই হয়তো আজো তার চলে যাওয়া রহস্যময় হয়ে আছে।

ফাগুন কোনো কিছু উড়িয়ে দেয়ার মতন ছেলে ছিলো না। সব নিয়ে ভাবতো সে। বুঝতে চেষ্টা করতো গোড়া থেকে সবকিছু। তার সেই স্বভাবই হয়তো তারজন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিলো সে এবংশহীদ হতে হয়েছিলো তাকে। আমার রহস্যময়তা নিয়ে লিখার কথা ছিলো ফাগুনের। তুখোড় লেখার হাত ছিলো তার, বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে আরো ভালো লিখতো। ফাগুন চলে গেছে, তাই হয়তো নিজের কথা নিজেকেই লিখতে হচ্ছে এবং তা উপায়হীন বলেই। সেদিক থেকে হুমায়ূন আহমেদের বাবা ভাগ্যবান, তার ছেলেরা লিখেছেন তার কথা। আর আমার বেলায় উল্টো,হয়তো দুর্ভাগাদের প্রথম সারির একজন বলেই।

ভালোবাসা কারে কয়

কামাল কাদের

রাজধানী ঢাকা শহরের অনতিদূরে ছোট্ট মফস্বল শহর ভৈরব। ভৈরব রেল স্টেশনে দিপু (দীপালি ঘোষ) এসেছে সন্ধ্যা পাঁচটার ঢাকাগামী ট্রেন ধরার জন্য। এদিকে হিমু (হিমাদ্রী গোমেজ) তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে দু'দিন আড্ডা মেরে ঢাকায় ফিরবে বলে সেও সেই ঢাকাগামী পাঁচটার ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। স্টেশনে পৌঁছে ওরা জানতে পারল ট্রেন ছাড়তে বিলম্ব হবে। কখন ছাড়বে তার কোন হদিশ নেই। অগত্যা অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। বেশ কিছুদিন ধরে শীতটা জেঁকে বসেছে।কয়েকদিন ধরেই তাপমাত্রা ৬/৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠানামা করছে। তারসাথে ঘন কুয়াশার ফলে সন্ধ্যেবেলার সময়টাও ভরা রাত্রি মনে হয়। শীতের তীব্রতায় স্টেশনে বিশেষ কোনোলোকজন নেই। কেমন যেন থমথেমে ভাব। দিপুর মনে ভয়ের কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ভাগ্যিস স্টেশন মাস্টারের রুমটা খোলা আছে। প্লাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টের সামনে একটা খালি বেঞ্চে সে বসে পড়ল। এরই মধ্যে দিপু তার মা-বাবাকে ফোন করে জানিয়ে দিলো, তার বাসায় ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু বাবা-মায়ের মন বলে কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান বাড়িতে না পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনে স্বস্তি আসে না। দিপু এখানে এসেছিল একটা স্কুলের ইংলিশ টিচারের চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য। সে ইংলিশে এম ,এ। ইন্টারভিউ ভালোই হয়েছে। আকারে ইঙ্গিতে গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে দিপুকে তাদের পছন্দ হয়েছে। এখন শুধু প্রচলিত প্রথানুযায়ী কাজ কর্মগুলি সেরে তাকে নির্বাচন করার কথা জানাবে।

হিমু একা একা দিপুকে দূরের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে সামনে এগিয়ে আসলো। দিপুকে দেখেই তার সৌন্দর্যে একেবারে "থ" হয়ে গেল। মনে প্রশ্ন জাগলো, ভগবান মানুষকে এতো সুন্দর করে বানাতে পারে? এরকম রূপবতী মেয়ে সে কমই দেখেছে, সাক্ষাৎ যেনো দুর্গা! কিভাবে যে তার সাথে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না, পাছে তাকে লম্পট ছেলে না ভেবে ফেলে। কিন্তু এ সময়ে তার মন-মানসিকতা এক রূপবতী মেয়ের সান্নিধ্য পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। তারপর কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সে দিপুকে জিজ্ঞাসা করলো-

"আপনাকে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে, আপনিও কি আমার মতো ঢাকাগামী ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন?"

"সেটা জানা কি আপনার বিশেষ দরকার?"

"তা নয়! তবুও মনে হলো যদি আমি আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি, তাই.."

"আমাকে উপকার করে কি হিন্দী ছবির নায়কের মতো হিরো হতে চান?"

"যদি মনে করেন তাই, তাহলে সেটাই ধরে নিতে পারেন। সত্যি বলতে কি, ভগবান আপনাকে এতো সৌন্দর্য দিয়ে বানিয়েছেন যে তাতে যে কোনো ছেলেই হিরো হওয়ার লোভ সামলাতে পারবে না। আমি তো ছাড় এক সাধারণ মানুষ। মুনি-ঋষিরা আপনার এই রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যাবে।"

"আপনি করেনটা কি? মেয়েদের পিছনে লেগে থাকা কি আপনার কাজ?"

একটু হেসে হিমু বলল,

"সমাজের অন্যান্যদের মতো আমারও একটা পেশা আছে। এবং সে পেশাটি অনেক মূল্যবান, জনহিতকর কাজ।"

"সেটা কেমন?"

"এই যেমন লোকজনের শরীর নিয়ে কাটাছেঁড়া করা।"

"হে ভগবান! আপনি সন্ত্রাসী? আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না!"

"ঘাবড়াবেন না। আমি মোটেই সন্ত্রাসী নই। আপনাকে দেখে শিক্ষিত মনে হয়। ইংরেজিতে এই কথাটি কখনো শুনেছেন, sometimes you have to be cruel to be kind?"

"কি বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"আমি একজন ডাক্তার, সার্জেন! অসুস্থ মানুষকে অপারেশন করে সুস্থ করা আমার কাজ। অপারেশন করার সময় আমাদেরকে নির্দয়ের মতো প্রয়োজন অনুযায়ী শরীরের নানা জায়গায় কাটাছেঁড়া করতে হয়। পরিণামে অসুস্থ মানুষটি সুস্থ হয়ে উঠে। তার মানে রোগীকে বাঁচাবার জন্য, বেদনা থেকে পরিত্রান দেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দয় হতে হয়।

"আচ্ছা! তাই বলুন। আপনি তো আমাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

এরপর দুজনের হাসির দমকা ঝড় বয়ে গেল, দু'জন দু'জনকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করে নিলো। এমনি করে তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঢাকাগামী ট্রেন আসার ঘোষণা দেয়া হলো। ট্রেন প্লাটফর্মে ভিড়ল। একই কম্পার্টমেন্টে দু'জনে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে পাশাপাশি বসলো। গভীর রাতে ট্রেনটি ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছাল। হিমুদের ড্রাইভার আগে থেকেই স্টেশনে বসে ছিল তাকে বাসায় নিয়ে যাবার জন্য। এদিকে দিপু একটা ট্যাক্সি ভাড়া করার চেষ্টা করছে। দিপুর অবস্থা দেখে হিমু তাকে গাড়িতে আসার জন্য আহ্বান জানাল এই বলে যে, সে দিপুকে মাঝরাতে একা একটা ট্যাক্সিতে ছেড়ে দিতে পারেনা। দিপু একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও হিমুর আহ্ববানে সাড়া না দিয়ে পারল না। হিমুরা গেণ্ডারিয়াতে থাকে। তাই যাত্রা পথে দিপুকে তাদের গোপীবাগের বাসায় ড্রপ করতে কোনো অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হলো না।

তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। হিমাদ্রী তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা সরকারি এগ্রিকালচারাল এন্ড ফিশারিজ অফিসের চেয়ারম্যান। মা শিক্ষা বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি। স্বভাবতই দেশের এবং সমাজের রীতি অনুযায়ী হাই সোসাইটির লোক তারা। কিন্তু তারা অতিরিক্ত লোভী এবং ভীষণ স্বার্থবাদী। তারা চায়, তাদের ছেলে যেন এক বিরাট ধনী লোকের মেয়েকে বিয়ে করে। অর্থাৎ রাজকন্যা এবং রাজত্ব দুটোয় পেতে চায়। যেদিন হিমু তার বাবা-মাকে জানালো যে, সে একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তখন তাদের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়লো। মেয়েটি আর কেউ নয়, সে হলো দীপালি ঘোষ, হিমুর ধ্যান-ধারণার নিত্যসঙ্গী। একমাত্র সন্তানের মুখের দিকের তাকিয়ে নিরুপায় হয়ে হিমুর মা-বাবা, দিপুর বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। দিপুর বাবা প্রস্তাব শুনে বললেন, "এটা খুবই সুখবর। তবে এ মুহূর্তে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছি না, মাত্র কয়েক মাস হলো দিপুর বড়ো বোনকে বিয়ে দিয়েছি। প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছে, জমানো টাকা বাদেও ব্যাঙ্ক থেকে বড় অংকের ধার নিয়েছি। দু'পক্ষেই পরিকল্পনা করে বিয়েটা হয়েছে। শুধুমাত্র জামাইকে ২০ লক্ষ টাকা নগদ দেয়া হয়েছে ব্যবসা করার জন্য। বাকি অন্যান্য খরচ তো হয়েছে, তো বুঝতেই পারছেন...!"

"কোথাও থেকে আরো ধার করে ছোট মেয়ের বিয়েটা সেরে ফেলুন, আমাদের ছেলের মতো ছেলে কোথাও পাবেন বলে মনে হয় না। আর হ্যাঁ, আমাদের ছেলেকেও ২০ লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে। সেটা আগে থেকে জানিয়ে দিলাম।"

"আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের দ্বারা আপনাদের এই দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না।"

ঘটনাটি জানার পর হিমু তার বাবা-মায়ের অযাচিত আচরণে ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো। দিপু তার সম্বন্ধে কি ভাবছে তা ভেবে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছে। পরদিন হিমু দিপুদের বাসায় যেয়ে তার বাবা-মায়ের পক্ষ হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলো। জানালো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো যৌতুক বা বরপণ ছাড়াই অতি সাধারণভাবে যত কম খরচে দিপুকে বিয়ে করা যায়, তাতে সে রাজী। প্রথমে দিপুর মা-বাবা এভাবে মেয়েকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু হিমুর কথা বার্তায় দৃঢ়তা দেখে অবশেষে তারা এ বিয়েতে মত প্রকাশ করলেন। কিছু নিকট আত্নীয়স্বজন নিয়ে পরিচিত এক পুরোহিত ডেকে বিয়ে পরানো হলো। একমাত্র ছেলের জেদে হিমুর বাবা-মা এ বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

দিপু শশুরবাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারলো সে তার শশুরশাশুড়ির কাছে কতটা অবাঞ্ছিত। যতক্ষণ সে বাসায় থাকে একটা মুহূর্তও তারা তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। প্রতি পদে পদে তাকে অকারণে নানা ছুতায় অত্যাচার, অবিচার করে চলছে। প্রথম দিকে সে ভেবেছিল, আস্তে আস্তে উনারা তাদের মনোভাব পাল্টাবেন এবং তাকে পরিবারের একজন করে নেবেন। কিন্তু দিনকে দিন তার উপর আক্রোশটা বেড়েই চললো। যখন ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গেল, তখন হিমুকে তার কষ্টের কথা জানাতে বাধ্য হলো দিপু। প্রথমে হিমু ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। যখন হিমুকে তার মা-বাবার সম্বন্ধে ঘন ঘন অভিযোগ করেও কোনো ফল পেল না, তখন একদিন দিপু বললো, অনেক মানিয়ে চললাম। আর পারছিনা। চলো আমরা একটা বাসা ভাড়া করে অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু হিমুর সাফ জবাব, আমি আমার মা-বাবার একমাত্র ছেলে, আমি তাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।

নিরুপায় হয়ে দিপু তার সংসারের করুণ অবস্থা বাবা-মাকে জানাতে বাধ্য হলো। মেয়ের দুঃখের কথা শুনে স্বভাবতই তারা অনেক কষ্ট পেলো, মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করলো স্বামীর ঘর হলো মেয়েদের আসল ঘর, দেখেশুনে সামাল দিয়ে চলতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে আর পিছনে ফেরা যায় না। দিপু বাধ্য হয়ে ডিভোর্সের জন্য কোর্টে আবেদন করলো। হিমু করজোড়ে দিপুকে অনুরোধ করলো ডিভোর্স প্রত্যাহার করতে। সে দিপুকে জানালো তাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। দিপুর এক কথা, হয় আমাকে নয় তোমার বাবা-মাকে বেছে নাও। তাদের অত্যাচারে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে আমি এখন কোনঠাসা হয়ে পড়েছি।

হিমুর আর কিছুই করার রইল না। যথাসময়ে হিমাদ্রী গোমেজ এবং দীপালি ঘোষের দেশের প্রচিলিত আইন অনুযায়ী ডিভোর্স হয়ে গেল। ডিভোর্স নেয়ার পর দিপু উদ্যমহীনতায় ভুগতে লাগল, একিউট ডিপ্রেশন তাকে পেয়ে বসলো। তার কিছুই ভালো লাগেনা, চরম বিষণ্নতায় পেয়ে বসেছে দিপুকে। তাদের ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর দিপু জানতে পারলো হিমু আত্মহত্যা করেছে। ঢাকার ওয়ারী সলংগ্ন হাটখোলা রোডের কাছে খৃষ্টান কবরস্তানে হিমুকে সমাধিস্ত করা হয়েছে।

শীতকাল চলছে। একদিন কাউকে না জানিয়ে সে হিমুর কবরের পাশে এসে দাঁড়ালো। অশ্রুতে ভিজা চোখ দুটি বন্ধ করে তাদের প্রথম পরিচয়ের দিনটি স্মরণ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। দিপুর গায়ের শালটি হিমুর সমাধির উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি, এই শীতের রাতে তোমার গায়ে যেন ঠান্ডা না লাগে তাই এই শালটি তোমার কাছে রেখে গেলাম।"

সমগ্র দেশে শারদীয়া দুর্গা পূজার প্রস্তুতি চলছে। দূরের মাইক থেকে ইথারে ভেসে আসছে শ্যামল মিত্রের সেই কালজয়ী গান, 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই।' মানুষের শোকের আয়ু কত সময়ের জন্য তা অজানাই রয়ে যায়।

নিরুত্তর শব্দমালা

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে পাঁচ পাঁচটা দশক
এখনও কণ্ঠে সেই আহত পাখির ভগ্নস্বর -
বিঁধেছিল কবে নৈঃশব্দ্যের ধারালো ফলক!

যাপনচিত্রে তির্যক রঞ্জনরশ্মি ভেদ করে কখনই
ফুটে ওঠে না সেইসব ক্ষতচিহ্নের গভীরতা -
ভিতরে ঘুমিয়ে থাকে পাপবিদ্ধ বিবর্ণ শায়ক।

আরোগ্যের কাছে হাত পেতে রয়েছি কতকাল।
উপহাস জমেছে বিস্তর।
খরস্রোতা সময়ে ধুয়ে গেছে স্বপ্নের রূপজৌলুস -
পড়ে আছে ধূসর কঙ্কাল।

নিরুত্তর শব্দমালায় যতবার হাতরাই নীল অন্ধকার
ততবারই বেজে ওঠে অস্ফুট যন্ত্রণার বিষাদ বন্দিশ
নৈশ সিম্ফনির এক অলীক ইন্দ্রজাল।

এই পথে হেঁটে যাই

অলোক আচার্য

যতই সামনে হাঁটি
আরেকটু পথ সামনে এসে দাঁড়ায়
আমি পথিক হতে চাইনি, তবু
পথের দাবি মেনে হেঁটে যাই
পথ ছেড়ে পালাতে গেলে
দু'হাত বাড়ায়।
আমি ভাবি, থেকে যাই আরেকটু সময়
এখনও কাটেনি পউষের কুয়াশার ঘোর
কিশোরীর পায় রক্ত মেশানো রঙ মুছেছে
শিশিরের প্রলেপে
প্রণইয়ের আরও কিছুটা দেরী!
মনে পরে, একদিন আমিই ছিলাম পথজুড়ে
ক্যাম্পাসের স্লোগানে, আড্ডায়—প্রভাতফেরী!

শোভাময় সন্ধ্যা

আরজাত হোসেন

যদি সন্ধ্যার মৃদু মলয় হতাম,
তবে বক্ষে জড়িয়ে নিতাম প্রকৃতির অমৃত সুধা।
বলিতাম কতো মধুর অন্তরঙ্গ আলাপন
মৃত্তিকা হতে গগন ছুঁতাম।
যদি সন্ধ্যার মৃদু মলয় হতাম,
শিমুল কিংবা জলপাই গাছের ডগায় বসে
খেলিতাম রক্তিম হোলি।
কেউ কেউ দেখতো সে দৃষ্টিনন্দন ছাদ
মানুষের দৃষ্টি ভেদ করে হৃদয়ে পৌঁছাতাম।
যদি সন্ধ্যার আবির হতাম,
অথবা হয়ে যেতাম একটি শোভাময় সন্ধ্যা
পর্বতসমূহের মাথায় পরা হতো স্বর্ণালি মুকুট।
হতে পারতাম নিখিলের নিস্তেজ রাজা কিংবা
হয়ে যেত এক শোভন রাজ্যসভা।
বলা হতো- এমনই শান্ত সময় পেতে হলে
বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন পেরিয়ে এসো।

অন্তর্ধ্যানে অন্তর্ধান

তুহীন বিশ্বাস

লাস্যময়ীর ঠোঁটে অন্তর্ধ্যানে অন্তর্ধান;
নিমিষেই পরাস্ত জাগতিক প্রেমাস্পদ
বিষাক্ত নিকোটিনের কব্জায় ধরিত্রী
ভ্রুণ ছটফট করে মৃত্যুর দরজায়।

আগামী প্রজন্ম অবিশ্বাসের পাহাড়ে -
বালার্ক ঢেকে থাকে মেঘের কৃষ্ণতায়
অন্তর্হিত হয় বর্তমানের চারিত্রিক সনদ
এলোমেলো কাব্যে রচিত জীবনের গল্প।

গতকাল এসেছিলে আমার শহরে
সোমা মুৎসুদ্দী

গতকাল এসেছিলে আমার শহরে মেঘদূত হয়ে,
তোমার আসার খবরে আমিও ধারণ করেছি
প্রজ্জালাবনীর রূপ,
কুড়নো পাতার মতো এখান সেখান থেকে
কুড়িয়েছি কিছু কবিতা, শুধু তোমাকেই দিতে।
আমাদের কথোপকথন প্রবাহিত হয় গঙ্গার ধারায়
মাঝেমাঝে আমরা হয়ে যাই পশ্চিমবঙ্গের আকাশে
শুভ্র মেঘের সারি।
আমাদের ভালোলাগার অনুভূতিগুলো মুড়িয়ে নেই
প্রাচীন ভারতের কারুকার্য শোভিত শাখা পলায়।
কখনো, কখনো দুজন হয়ে যাই শিলং পাহাড়ের বৃষ্টি
হঠাৎ কোনও কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি
সেই রূপ, আর এভাবেই আমাদের ভালোবাসা;
আসামের চিরসবুজ পাহাড় হয়ে যায়।

অসহায়ত্ব

আবির হাসান

একটা অভাবগ্রস্ত কালো ছায়া দুরন্ত বাতাসের মতো
আমার পিছু নিচ্ছে
প্রবল দুশ্চিন্তা কিংবা ক্ষুধার থরকাঁপুনিতে
সীমাহীনভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের শরীর
আর হতাশার জীর্ণশীর্ণ পোশাকগুলো
পুড়িয়ে দিচ্ছে জীবন—তাই মুমূর্ষ ব্যক্তির মত
এখন আর বেঁচে থাকার সামান্য আশা নেই—

তমসাচ্ছন্ন রাতের দুরন্ত দেহ'জুড়ে
শুধু অসহায়ত্বের ক্ষতচিহ্ন—যেন পৃথিবীর সমস্ত
কোলাহল মিউট করে মূক হয়ে থাকছে সময়
আর কাঙালের মত মৃত্যুর দ্বারস্থ হচ্ছে
চেতনার শত শত সম্ভাবনা,
যেখানে নবযৌবনা ফুলের নামে
প্রতিনিয়ত উৎসর্গিত হয় হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধার যন্ত্রণা!

মেঘনার মেয়ে

গোলাম রববানী

নির্বাক বধির করে কথা কী শৃঙ্খলে চলে;
মন অবরোধ হলে- কোনও জিভ কী স্থির থাকে?
চাঁদপুরের একটি চাঁদ তুমি, রাত আকাশে কি খুঁজি!
চোখ দুটি বুজে আমি, আলো ঝলকানি দেখি।

সেদিনের সেই হাসিমাখা মুখ; কি যে অপরূপ-
কৃষ্ণ মেঘের পাখায় দিব্যি নিই আমি তোমার শপথ।
এ আমার একজীবনের সুখ- এতো সুভাষিণী মুখ,
ভোরের দূর্বাঘাসের ডগায় একফোঁটা নীহারও বুক।

অবহেলার বিরুদ্ধ কোপাতে যদি মেরুদণ্ড ভাঙে
তবে যাক ভেঙে, সব প্রেমিকতো ভাঙা মনে।
যেখানে ভাঙাড়ি মন থাকে- বলিষ্ঠ শিরদাঁড়া কী হবে?
সেখানে অটিস্টিক বেটার- প্রেমিকার দেয়া শ্রেষ্ঠ
উপহার।

কী দুঃখে মন ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছি ফুল-
বুকের মধ্যে শীতের শীল,আসবে বলেই পলাশ শিমুল।
ফাগুনের ফুটন্ত আগুন, প্রেমিকার বুকেতে দহন-
বিরহ, বেদনা-হোক না যাতনা, সমস্ত তোমার দান।

তিন অক্ষরের সাদামাটা 'গরিব'

আরমান দেওয়ানজী

তোমরা যে পথে হাঁটো, সে পথ পরিষ্কার রাখি আমি-রেল
কলোনির বস্তিতে বাস করা গরিব! আমার চুল, মুখ,
নোংরা জামা, খালি পা-এই আমার পরিচয়।
আমার পরিচয়ের আগে পরে কোন ডিগ্রি নেই, নেই কোনো
ভিজিটিং কার্ড, বাড়ি-গাড়ি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;
তিন অক্ষরের পরিচয়ে আমার আমি-গরিব!

আমি কখনো লোকাল মার্কেটের সবজি বিক্রেতা, কখনো
আমি ডাস্টবিন পরিষ্কারের সস্তা শ্রমিক, ইট পাথরের
দালানের শ্রমিক, রিকশাচালক, বাসের হেল্পার, কখনো
দিনমজুর; কখনোবা ফুটপাথের হকার!
ফুটপাতের দুই ফুট জায়গা আমার সঠিক বিছানা,
ঘামে মাখা শরীর আর রোদে অর্ধদগ্ধ মুখটাই আমার
পরিচয়!সাদামাটা, একেবারে সাদামাটা আমি-গরিব!

আমার অন্ন আর তৃপ্তি বলতে দুটি সিঙ্গারা, একটি পাউরুটি,
এক কাপ চা সাথে একগ্লাস জল।
দিনশেষে ফুটপাতে আরামদায়ক ঘুম আমার শান্তি
তিন অক্ষরের পরিচয় আমার-আমি গরিব!

হে জমিদার, ভোজনরসিক পুঁজিবাদী সমাজ-শোনো তবে,
আমি কাক-চিলের মতো পরিষ্কার করি তোমাদের শহর
কুকুরের মত পাহারা দেই তোমাদের নারী-শিশু বিলাসিতা
তোমাদের গর্বের রচনার সূত্র উৎপাদন করি-আমি গরিব।
আমি তোমাদের শহরের সেই ফুল, যে তোমাদের দূষিত
বায়ুর বিশুদ্ধতায় নিজে হয়ে উঠে এক অনন্য পদ্ম; যে
পদ্মের কোনো নাম নেই, ঘ্রাণ নেই, বর্ণনা নেই-
নেই একটু বাহবা্ তোমাদের মুখে।
আমি সেই তিন অক্ষরের গরিব-সাদামাটা গরিব।

মৃগয়া কালে কালে

কাজী ইসলাম

সে অনেকদিন আগের কথা। কত আগের? তা হাজার বিশেক বছর আগের তো বটেই! মানুষ তখন গুহায় বাস করতো। একেক গুহায় একেক পরিবার। তখন পুরুষেরা বিশাল দেহ ও দেমাগের অধিকারী হতো। এখনকার পুরুষেরা দেহে গতরে ছোট হলেও দেমাগে ঐ সময়ের মানুষের মতোই আছে অবশ্য। একেক পুরুষের একাধিক রমণী থাকতো আর থাকতো অজস্র বাচ্চাকাচ্চা। তারা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলতো। সাতসকালে পুরুষেরা তখন শিকারের সন্ধানে বেরুতো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। নারী আর শিশুরা গুহায় থাকতো। আশেপাশে শিশুরা খেলতো। মেয়েরা গুহা পরিষ্কার করতো, বাচ্চাদের সামলাতো। আশেপাশের জঙ্গলের গাছ থেকে টুকটাক ফলটল পেড়ে বাচ্চাদের খাওয়াতো। তার আগে নিজেরা খেয়ে দেখতো বিষাক্ত কিনা। বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ খাবার যাচাই করতে যেয়ে কত মা যে আদিমকালে বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন।

আমাদের আলোচ্য গুহা মানবের নাম, মুম্বা।মনে রাখতে হবে তখন তালু, জিহ্বা ও দন্তের ব্যবহারে শব্দোচ্চারণে মানুষ ধাতস্থ হয়নি।শুধু ওষ্ঠের ব্যবহারে শব্দ উচ্চারণ করতে জানতো গুহামানবরা। মুম্বা প্রত্যেকদিন দল নিয়ে শিকারে যেত। বল্কল বা মৃত পশুর চামড়া দিয়ে লজ্জানিবারণ করতে তখন তারা শিখে গিয়েছে। দলবেঁধে তারা যেত পাথরের, গাছের ডালের,পশুর হাড়ের তৈরি অস্ত্র নিয়ে। যাবার সময় মুম্বা তার রমণীদের বলে যেত সাবধানে থাকতে, বাচ্চাদের বনের পশুটশুর হাত থেকে রক্ষা করে রাখতে। তবে বাচ্চারা একটু বড় হলে সঙ্গে করে নিয়ে যেত শিকারের কলাকৌশল শেখাতে।শিকার করেই তো খেতে হবে! অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ততদিনে বুঝে গিয়েছিল তৃণভোজী পশু শিকার করা সহজ এবং মানুষের খাদ্য হিসেবে ভালো।

গুহামানবেরা যেত দূরের বনের দিকে। দলবেঁধে লক্ষ্যস্থির করে তাড়া করতো কোন পশুকে। তাড়িয়ে, ক্লান্ত করে, ঘেরাও করে পাথর,কাঠ, পশুর হাড়ের তৈরি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করতো পশুটিকে। জানিনা তাদের কোন আরাধ্য দেবতা ছিল কিনা, থাকলে হয়তো তারা কৃতজ্ঞতা জানাতো দেবতার প্রতি, কোনভাবে। আচ্ছা! পশুটিও তো সেই দেবতারই সৃষ্টি, হত্যা হবার মুহূর্তে কি সে অনুযোগ জানাতো দেবতাকে? কে জানে! তবে তার অন্তিম আর্তনাদ আছড়ে পড়তো বনের প্রান্তরে প্রান্তরে।

শিকার কাঁধে নিয়ে মুম্বারা ফিরে আসতো গুহায়, সূর্যডোবার আগেই। মানুষ আগুন জ্বালানো শিখেছিল তখন।আগুন জ্বালিয়ে ঝলসে নিতো শিকার করা পশুর মাংস। সবাই মিলে খেতো সেই মাংস।কিছু কুকুর তখন থেকেই পোষ মেনেছে মানুষের। কুকুরগুলো সঙ্গ দিতো, বনের হিংস্র পশু দেখলে চীৎকার করে মানুষকে সজাগ করতো। গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে যেত মানুষেরা।জানতো আগুন জ্বালানো থাকলে হিংস্র পশুরা গুহায় ঢুকতে ভয় পাবে।আর কুকুরেরাও ঐ গুহামুখের ঠিক বাইরেই থাকতো। মুম্বা ঘুমাতো একেবারে গুহার মুখে।ভিতরের দিকে থাকতো নারী ও শিশুরা।কোন হিংস্র পশুর আক্রমন হলে মুম্বা প্রথম জানবে।

প্রত্যেকদিন শিকার জুটতো না। খালি হাতে ফেরত আসতে হতো। তখন তারা শিখলো আগের দিনের শিকারের কিছু অংশ সংরক্ষণ করতে হবে।

কখনো কখনো দলের কেউ শিকারে গিয়ে মারা পড়তো হিংস্র পশুদের হাতে। সেই নিহত মানবের নারী ও শিশুরা তখন অন্য গুহামানবের অধীনস্ত হয়ে যেত। শিকারে যাবার,মৃগয়ার কোন ছেদ পড়তো না। গুহামানবেরা পেট ভরাবার একটাই উপায় জানতো, পশু শিকার।অবশ্য গাছের ফলমূলও কেউ কেউ অল্পস্বল্প খেতো। মুম্বা জন্মেছিল, শিকার করতো, জীবনের স্রোত বহতা রেখেছিল, অর্থাৎ প্রজননে ভূমিকা রাখতো। স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষা করতো এবং একদিন পৃথিবী থেকে বিদায়ও নিলো।

মুম্বার বিদায়টা স্বাভাবিক হয়নি।অন্য গুহার অন্য একজনের প্রিয়তমাকে গায়ের জোরে নিজের গুহায় নিয়ে এসেছিল মুম্বা। মেয়েটির পুরুষ লোকটি তাই একদিন পেছন থেকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিল মুম্বাকে। প্রণয়, পরকীয়া প্রতিশোধ, আদিম মানবদের মাঝেও ছিল। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সঙ্গে চলতে থাকলো মানব প্রজাতি, বদলাতে থাকলো জীবনধারা। বদলালো না মানুষের শিকার করা, মৃগয়া। কৃষি মানুষকে সভ্য করেছিল। সেই সভ্যতা পেরিয়ে মানুষ এমন এক সভ্যতা নির্মান করলো, যেখানেও মানুষ শিকারিই থেকে গেল, শিকারের ধরন বদলালো শুধু।গুহা মানবেরা দলগতভাবে শিকারে যেত, এখন মানুষ দলগদ ও এককভাবে শিকারে যায়। সেইসব দলের আবার নাম থাকে, অমুক কম্পানি, তমুক কর্পোরেশন এই সব। কর্পোরেট শিকারিরা খুব শ শিকারি হয়।

একবিংশ শতকের কোন এক সকাল। সোয়েব তৈরি হচ্ছে তার গুহায় অর্থাৎ তার গৃহে। বল্কলের বদলে পোষাকে এসেছে তন্তুর ব্যবহার, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। তবে আদিম অভ্যাস থেকে মানুষ এখনো মাঝেমাঝে পশুর চামড়ার তৈরি পোষাক পরে। পোষাক পরছে সোহেল, বাইরে যাবে। সজ্জিত হচ্ছে ব্রিফকেস, ল্যাপটপের অস্ত্রে। যাবে জীবন সংগ্রামে। সরল ভাষায় বললে, শিকারে। অন্য কোনো মুনির অথবা আসিফ অথবা সৌম্য তৈরি হচ্ছে, হয়তো অন্য কোনো অস্ত্র হাতে। হয়তো কলম, নইলে স্টেথোস্কোপ, কিংবা অন্য নামের কোন অস্ত্র হাতে। শিকারের সরঞ্জাম এখন বহুবিধ। লৌহযুগ, তাম্রযুগ ইত্যাকার বহুযুগ পেড়িয়ে মানুষ এখন রকেট-অন্তর্জালের যুগে বাস করে। প্রাচীনকালে মানুষ শিকারে যেয়ে অপঘাতে মারা পড়তো। হিংস্র পশুর হাতে বেশিরভাগ। আচমকা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তো চিতা, শ্বাপদ প্রাণীরা। নদী পেরোতে যেয়ে পড়তো কুমিরের মুখে, মারা পড়তো বিষধর সাপের কামড়ে।পাহাড় থেকে পিছলে পড়তো কেউ কেউ।

এখন আধুনিক মানুষেরা বাড়ির বাইরে যেয়ে মারা পড়ে গাড়িচাপা পড়ে, রাস্তা পেড়োতে যেয়ে আচামকা ঘাড়ে উঠে পড়ে লরি, নদীযাত্রায় বেঘোরে মরে নৌকা বা লঞ্চ ডুবিতে, অথবা পথে ছিনতাইকারি দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে।

সোহেলের অস্ত্র তার কলম। সংবাদপত্রকর্মী সে। একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকার। শিকারে তার লক্ষ্য-নামী মানুষের সুনাম, অর্থাৎ মুখরোচক কোন কেচ্ছা কারো নামে ছাপিয়ে, তার সুনামে কালিমা লেপন করে তাকে হেনস্থা করা। পত্রিকার কাটতি বাড়লে মালিক তাকে বোনাস দেয়। মুম্বা যেমন শিকার করা প্রাণীর মাংসের ভাগ দিত সঙ্গে যাওয়া দলের অন্যদের।

ওদিকে একজন আসিফের বা মুনিরের বা সৌম্যের শিকারের ক্ষেত্র হয়তো একটা হাসপাতাল। মালিকদের নির্দেশে সেখানে আসা মানুষরূপী প্রানীগুলোকে নিঙড়ে মুনাফা তোলা তার কাজ। মানুষই শিকারে পরিণত হয়। আরেকজন সোহেল বা আসিফ বা মুনির ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, কম মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশি কাজ আদায় করা তার কাজ। আবার সেই উৎপাদিত পণ্যগুলো মানুষের কাছে বিক্রি করে বেশি মুনাফা করাও তার কাজ। আরেকজন, পিটার, আবার বিজ্ঞানী, তাকে দিয়ে মানুষের অগোচরে মানুষের শরীরে বিভিন্ন জিনিষের প্রতিক্রিয়া যাচাই করায় তার কোম্পানি। তারও শিকার মানুষ। আজকাল অবশ্য মানুষেরা তাদের স্ত্রীদেরকেও শিকারে পাঠায়। আর বাচ্চাদের পাঠায় জীবনের মৃগয়ার প্রশিক্ষণের জন্য স্কুলে, কলেজে। একজন সোহেল (অথবা আসিফ বা মুনির বা সৌম্য ,আসলে নামে কিছু আসে যায় না, এখনো সব মানুষই একই রকম, সেই আদিম মানবের সময় থেকেই) কাজের থেকে বেরুলো অর্থাৎ সেদিনের মতো মৃগয়া শেষ।পথে বেরিয়েই মাংস পোড়ার গন্ধ পেলো। মাংস পোড়ার গন্ধে মনটা আনচান করে উঠলো।কোথাও কাবাব বানানো হচ্ছে। সেই আদিমকালের গুহামানবদের মাংস পোড়ানোর গন্ধের স্মৃতি তবে হাজার হাজার বছর পরেও মানুষের মস্তিষ্কের কোথাও থেকে গেছে।ধীরেসুস্তে একটা রেস্তোঁরায় বসে কাবাব খেল সোহেল। আজকে তার মন ভালো। মৃগয়া আজ ভালো হয়েছে। অনেক রোগী পেয়েছে হাসপাতালে। গৃহে যাবে না এখনই সে। যাবে এক জুনিয়র ডাঃ হামিমের বাসায়। সোহেলই হামিমকে হাসপাতালের রাত্রের শিফটে ডিউটি দিয়েছে। আজকেই ওর স্ত্রীকে কব্জায় নিতে হবে। সোহেলের মধ্যে নড়ে ওঠে আদিম মানব মুম্বা।

কথা বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। মানুষের জীবন চন্দ্র- সূর্যের উদয় অস্তের মতই, একই রকম একঘেঁয়ে গতানুগতিক সেই প্রথম সূর্যদ্বয়ের দিন থেকেই। সেই মানুষই প্রথম দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখে পায়ের ধাপ ফেলার সময় থেকেই। সেই মুম্বাদের সময় থেকেই আজতক ,সব একই রকম। সেই একই জন্ম নেয়া, জীবনধারা- প্রজননের রীতি টেনে নেয়া, সেই মৃগয়া, তারপর একদিন মহাকালের অসীম নিঃসীমতায় হারিয়ে যাওয়া। বদলেছে শুধু বহিরঙ্গ। বৃক্ষরাজির অরণ্যের বদলে মানুষ বাস করে ইট-কাঠ-কংক্রিটের অরণ্যে। কোন অমোঘ শক্তির নির্দেশে শুধুই বয়ে নিয়ে যাওয়া জীবনধারা।

মুম্বার মতই সোহেলও মারা পরেছিল ঐ জুনিয়র ডাঃ হামিদের হাতেই ঐ একই পরনারী অপহরণের কারণে।

তফাত শুধু আদি মানবেরা সাধারণত শিকার করতো তুলনামূলকভাবে দুর্বল পশুদের, কখনো হিংস্র পশুদের শিকার করতে হতো আত্মরক্ষার জন্য। আধুনিক মানুষের শিকারের ধরনটা শুধু একটুখানি বদলেছে। মানুষ এখন শিকার করে মানুষই, দুর্বল মানুষদের।

মুখোশ

পলি শাহীনা

'ভালো করে হাতটা জড়িয়ে ধর, নইলে ফেসবুকে ছবি দেখে মানুষ ভাববে আমরা ভালো বন্ধু না। '

নাসরিনকে বলা রিপার কথাগুলো খুব জোরে এসে ধাক্কা দেয় গ্রুপ ছবির এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা আমার মনের দেয়ালে। এইতো, কয়েকদিন আগে রিপা ফোন করে আমার কাছে নাসরিন সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করলো। নাসরিন নাকি ওর পেছনে লেগে থাকে অকারণেই, সুযোগ পেলে খোঁচা মারে, লেখালেখিতে ঈর্ষা করে, টিপ্পনী কাটে ওর পোশাক নিয়ে। নাসরিনের এই স্বভাব আছে, কমবেশি আমরা সবাই জানি। শুধু রিপা নয়, অন্য সকলকে নিয়েও কোন ইস্যু পেলেই পেছনে কথা বলে। যা ঘটে তা নিয়ে তো বলেই, যা ঘটে না তা নিয়েও শূন্য থেকে মুখরোচক ইচ্ছেমতো গল্প বানায়। রিপাও এই স্বভাবের উর্ধ্বে নয়, কার ট্রেকিং টেকনোলজি সম্পর্কে প্রথম ওর কাছ হতে জেনেছি। নাসরিনের গাড়ি ট্রেক করে ওর স্বামী, রিপার থেকে প্রথম শুনেছি। নাসরিন সংসারবিমুখ, সন্তানের প্রতি অমনোযোগী, দেখে দেখে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ভাব জমায়, বাসায় ডেকে এনে দাওয়াত খাওয়ায়, উপহার দেয়, গাড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এই বিষয়গুলো রিপা সারাক্ষণ বলে। অথচ, সামনাসামনি দু'জনের কী অন্তরঙ্গ মাখামাখি! লক্ষ্য করি, ওদের মাখামাখি দেখে তুলতুল ঠোঁট বাঁকায়, ছবি তোলা শেষে অন্যদিকে চলে যায়।

মুখে এক অন্তরে আরেক, এই বিষয়টি আজ দেখতে ভালো লাগছে না। অন্য সময় হলে হয়ত চুপচাপ শুনতাম, দেখতাম, কিন্তু আজ একটা উৎসবমুখর পরিবেশে এসেও এমন দ্বিচারিতা দেখতে, শুনতে ইচ্ছে হলো না। অপ্রোয়জনে কেন যে মানুষ মিছেমিছি মুখোশ পরে, বুঝি না। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। পুল সাইড বার্বিকিউ পার্টিতে ঝর্ণার আমন্ত্রণে ওর বাসায় আমরা কয়েকজন একত্রিত হয়েছি। প্রায় সকলেই লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, এবং একে অপরের পরিচিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই উপরে উপরে প্রাণের বন্ধু, যদিও প্রয়োজনে কিংবা কাজের বেলায় টের পাওয়া যায় আসলে কেউ কারো নয়, এবং এই বিষয়টিও সকলে জানে। এটি ছোটবেলায় স্কুলে 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতার মতো মজারও বটে।

এই যে তুলতুল ফোয়ারার কিনার ছুঁয়ে স্বামী আহ্লাদে আহ্লাদিত হয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের সামনে কত রকমের গভীর পোজ দিয়ে ছবি তুলছে, তা দেখতেও অস্বস্তি লাগছে। তুলতুলের স্বামী কবি মনোয়ার আহমেদ। স্বামীর পরিচয়ে সমাজে ও পরিচিত, স্বামীর সঙ্গে যে কোন অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে স্থান পায়, আমন্ত্রণ পায়। সামাজিক এইসব মর্যাদা, সম্মান খোয়ানোর ভয়ে তুলতুল স্বামীর ঘরের বাইরের সম্পর্কের কথা জেনেও না জানার ভান করে থাকে। উল্টো স্বামীকে নিয়ে এমন গর্ব করে কথা বলে যেন সে ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। অথচ, এখানে উপস্থিত প্রায় সকল নারীই জানে কবি মনোয়ারের চারিত্রিক দুর্বলতা এতটা প্রকট যে সে আশেপাশের সকল নারীর প্রতি কম আকৃষ্ট বোধ করে থাকতেই পারে না। এই তালিকায় তুলতুলের বান্ধবী, ভাবি, কাজিন সহ পরিচিত, অপরিচিত প্রায় সকল নারী সমাজ রয়েছে, যাদের প্রতি ওর স্বামীর কুদৃষ্টি পড়েনি। তার সামনে যেতেও দ্বিধা হয়। কারণ, কথা বলতে বলতে গায়ে হাত দিয়ে ফেলে। তাকে এই বিষয়ে বারণ করা সত্ত্বেও সে মানে না। বোন, বোন বলে কাঁধের উপর হাত দিয়ে যখন ছবি তুলতে চায় তখন অপর পক্ষ বিব্রত বোধ করলেও তার এতে কিছু যায় আসে না। স্বামীর চারিত্রিক এসব অতি দুর্বলতার কথা জেনেও তুলতুল স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'আরে ও তো আমাকে চোখে হারায়, আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না, প্রতিদিন আমাকে নিয়ে জিমে যেতে চায়, আমিই পারছি না শরীরটাকে মেইনটেইন করতে, তবুও ও বলে আমি নাকি এখনও ওর প্রথম দেখার মতোই সুন্দর। '

তুলতুলের এসব কথা শুনে কেউ হাসি লুকায়, কেউবা হাই তুলে প্রস্থান করে। আমি একই জায়গায় বসে থেকে ভাবছি, বিচিত্র কারণে মানুষ ছদ্মবেশ ধারণ করে। হয়ত তুলতুল প্রচণ্ড বোকা, নয়ত সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে বোকা সেজে থাকে। যে মেয়েটার স্বামীর পরিচয় ছাড়া নিজস্ব কোন পরিচয় গড়ে উঠেনি, সে তো আর চাইবে না এমন পরিচয় হারাতে, কিংবা সংসার জীবনের অসুখের কথা বাইরের মানুষের কাছে বলে লাভের পরিবর্তে অশান্তি চায় না বলেই হয়ত এমন সুখী মানুষের অভিনয় করে যাচ্ছে রোজ।

কর্ণ, মিষ্টি আলু, চিংড়ি, হটডগ, চিকেন বার্বিকিউর ঘ্রাণে চারপাশ ম ম করছে। পুলের চতুর্দিকে ছুটোছুটি করা বাচ্চাগুলো দৌড়ে আসে ঝর্ণার হাতে হটডগ, চিকেন বার্বিকিউর ট্রে দেখে। ' চিকেন হটডগগুলো হালাল? ' রিপার এমন প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় ঝর্ণা। ' হ্যাঁ, হালাল ' বলে বিস্ফোরিত চোখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ঝর্ণা বাচ্চাদের হাতে খাবার তুলে দিতে থাকে। খানিক আগে ঝর্ণার মুখে লেপ্টে থাকা আনন্দের প্রলেপ বিস্ময় কিংবা ক্রোধের আড়ালে হারিয়ে যায়।

রিপার প্রশ্ন শুনে আমরা একে অপরের দিকে এমনভাবে কপাল কুঁচকে তাকাই, যেন ব্যাটমিন্টন খেলার পালকের কর্কের মতো প্রশ্ন ছুঁড়ছি একে অন্যের দিকে। উপস্থিত সকলেই জানে রিপার স্বামী আইনজীবী বসির উল্লাহর শুধু শরীর নয় নিশ্বাস থেকেও ভুকভুক করে সুদের গন্ধ বেরোতে থাকে। ওরা কয়েকটা ডমিনোজ পিজা স্টোরের মালিক। শুনেছি কয়েকমাস আগে ল্যান্ডসহ একটি শপিং মল কিনেছে নিউজার্সিতে। রিপার স্বামী চড়া সুদে বাঙালি কমিউনিটির স্বল্প আয়ের মানুষদের অর্থ দেয় বাড়ি কেনার জন্য, ব্যবসা করার জন্য। অর্থের জোরে বসির উল্লাহ যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয় তেমনি মসজিদ কমিটিরও সভাপতি হয়। পত্রিকার প্রথম পাতায় তার ছবি, সভা-সমাবেশে ঘন্টার পর ঘন্টা ফতোয়া বাজি, মাথায় টুপি, এসব নিয়ে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সকলে জানে, অর্থের নৌকা পাহাড় দিয়েও চলে। রিপা সম্প্রতি হিজাব ধরেছে, ওর ভাষায় মধ্যবয়স পেরিয়ে ধর্মের প্রতি আনুগত্য বেড়েছে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কারো কিছু যায় আসে না। সমস্যা হলো, ও যখন অন্যদের ঘটা করে বলে আমেরিকান কালচারে ছেলেমেয়ে বড় করতে চায় না, দাওয়াত গ্রহণ করে হালাল, হারাম প্রশ্ন তুলে অন্যকে বিব্রত করে। ওর এমন দ্বিচারিতা অন্যদের গসিপের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আমেরিকার সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবে, সুদ খাবে, গীবত করবে, আয়েশি জীবন যাপন করবে, পার্টি দিবে, কিন্তু রাতদিন তাদের সমালোচনা করবে, অপছন্দ করবে, বিষয়টি খুবই হাস্যকর। ধর্ম লোক দেখানোর বিষয় নয়, ধর্ম হলো অন্তর হতে উপলব্ধির বিষয়। রিপা-বসির দম্পতি সেটি অনুভব করে কী না, কা জানে।

গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রোদ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। বন্ধুরুপী মানুষের এমন অসম আচরণে শরীর চিড়বিড় করতে থাকে। আগে ভাবতাম আমার অনেক বন্ধু আছে, যত বয়স বাড়ছে তত অনুভূত হচ্ছে বন্ধু এক সোনার হরিণ। বন্ধুত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে কালো মেঘের চেয়েও ভয়াবহ কালো লুকিয়ে আছে, যেখানে সবকিছুতে মনে ধাঁধা লাগে। ইচ্ছে করছে চোখ বন্ধ করে রাখি। মুশকিল হলো চাইলেও চোখ বন্ধ করা যাবে না সকলের মাঝখানে। কেন এতসব মিছেমিছি ভাবছি, তা-ও বুঝি না। যার যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে ভালো থাকুক, যে যেভাবে অনুভব করে করুক, তাতে আমার কী! প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে নিজের পৃথিবীতে নিজের মতো করে ভালো থাকার। শুধু প্রয়োজন অন্যের ক্ষতি না করা, খোঁচা না মারা, অসম্মান না করা। এই অভিবাসী জীবনে কে কোন অপ্রাপ্তি থেকে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে সমুদ্রের মুক্ত শিকারীর মতো কোন দিকে, এটাও তো জানি না। একেক পরিবেশ থেকে আসা একেকজনের জীবন একেক রকম। ভিনদেশের মাটিতে একই স্রোতে ভাসতে থাকা মানুষগুলোর জীবন পানসে না হোক, ক্লান্তি না আসুক, হেরে না যাক, যন্ত্রণা না পাক, যতটা সম্ভব স্বার্থক হোক।

ব্যক্তিগত নানান ভাবনার বাহুবন্ধনে যখন আমি দুলছিলাম ঠিক তখনই অর্পা'র চিৎকারে ঘোর থেকে বেরিয়ে আসি। দেখি, কয়েক হাত দূরে নাম না জানা বিশাল গাছের নিচে একটা কুচকুচে কালো কাঠবিড়ালি। বেচারি অর্পা ওকে দেখে ভয় পায়। ও অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, 'আন্টি' কাছে যেতেই অর্পা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কাঠবিড়ালি তোমাকে পছন্দ করেছে, চলো, আমরা ওকে খাবার দিই। 'না, আন্টি' বলে আলো আঁধারে জোনাকির মতো জ্বলতে জ্বলতে অর্পা হই হই রই রই করা অন্য বাচ্চাদের ভীড়ে চলে যায়।

বেলি ফুলের ঘ্রাণে ভরে উঠেছে বাতাস। উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখি ঝর্ণার বাসার বারান্দায় কয়েকটা বেলির টব, প্রতিটি টবেই একটি দু'টি করে বেলি ফুটেছে, পাশে নীল অপরাজিতা দুলছে। বেলির ঘ্রাণে, অপরাজিতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। লং আইল্যান্ডে অবস্থিত ঝর্ণার বিশাল বাড়িটি খুব সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো। ওর বাসার ব্যাকইয়ার্ডে রাখা দোলনায় কিছু সময় বয়ে যাওয়া হাওয়ায় দোল খাই। সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখি, আকাশে কোন নক্ষত্র কিংবা তারা চোখে পড়ে না। নিউইয়র্ক কখনো ঘুমায় না বলে রাত গভীর হলেও চোখে পড়ে না ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা অন্ধকার। দোলনায় বসেই কচ্ছপের মতো মাথা বের করে দেখি, পুলের দক্ষিণ পাড়ে মাদুর বিছিয়ে গল্প, কবিতা, আড্ডায় মজে আছে সকলে।

' হাসি-কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে
হাসি-কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে '

ঝর্ণার গলা ভেসে আসে কানে। ও গাইছে সঙ্গে ওর মেয়ে অর্পা নাচছে। কী চমৎকার দৃশ্য। ঝর্ণা আমার ক্লাসমেট ছিল। ও যেমন গাইতো তেমন নৃত্যেও ভালো ছিল। এখন লিখছেও ভালো। আনন্দে টইটম্বুর মায়াবী রজনীটি মন উদাস করে তোলে।

মুশফিকের কথা মনে পড়ে। অনেকদিন হলো ওর সঙ্গে দেখা হয় না। ফোনে আগে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা হতো, আজকাল ও কথা বলারও সময় পায় না। কাব্যচর্চা, সামাজিকতা, সংসার, বাচ্চা, এখন নতুন চাকরির বাড়তি চাপ, সব মিলিয়ে আমাদের একান্ত সময়টা কমতে কমতে শূন্যে এসে ঠেকেছে। তবুও ওর প্রতি আমি অতল কৃতজ্ঞতা বোধ করি। অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়, তখন প্রেম-ভালোবাসা দূরের কথা স্বামী, সন্তান, জীবন বোঝার আগেই সংসার নামক মহাসমুদ্রে ডুবে যাই। দাম্পত্য জীবনে শোভনের কোনরকম সহযোগিতা পাই নি। জরুরি প্রয়োজনে কিংবা সাংসারিক কোন সুখ-দুঃখের আলাপেও ওকে কাছে পেতাম না। অফিসের ব্যস্ততা শেষে ও সময় দিতো মুঠোফোনে নয়ত বারে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। অবশ্য ওর জৈবিক প্রয়োজনে বিছানায় ডাক পেতাম। একটা সময় এসে বেঁচে থাকার সমস্ত উচ্ছ্বাস যখন হারিয়ে ফেলতে বসেছিলাম তখন পরিচয় হয় মুশফিকের সঙ্গে। জীবনের সমস্যাগুলো দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে শিখিয়েছে মুশফিক আমাকে। ওর ভাষায়, কোনো জীবন-ই সমস্যার উর্ধ্বে নয়, তবে সেগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধান করতে জানতে হবে। ওর কথামতো অনেক সমস্যা উতরে যেতে পেরেছি। জীবন বোধ, এবং জীবনের দুঃখগুলোকে দূরে সরিয়ে কীভাবে আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে হয়, ওর কাছে শিখেছি। আমার স্থবির জীবনে মুশফিক একটু একটু করে প্রাণের পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল। আমার ধূসর মনে ও ছায়াময় সবুজ অরণ্যের আবাদ গড়ে তোলে। মুশফিক আমার আকাশ হয়ে যায়, আমি ওর বুকে ডানা মেলে উড়তে থাকি, ও আমাকে নক্ষত্রদের গল্প শোনায়, আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। ওর ভালোবাসা, যত্নে মনে হয় সারাটা জীবন ধরে আমি ওর মতো একজন মানুষের খোঁজ করেছি, এবং পেয়েছি। স্বচ্ছ নদীর জলের মতো ওর হৃদয়, তৃষ্ণা পেলেই আঁজলা ভরে সেই নদীর জল পান করেছি।

ওর ব্যস্ততায় এখন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলেও আমার চিন্তায়, মননে শুধু ওর আনাগোনা বিদ্যমান। আমার মন সারাক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলে। ওর প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিয়ে পেছনে ফিরে তাকালে দেখি, একমাত্র মুশফিক-ই আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল, আছে, এবং শেষতক থাকবে। ওর মুখখানা মানস চোখে ভেসে উঠলেই আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠি, বুকের গহীনে সুখের বুদবুদ জড়ো হয়, জগতের আর কিছুতেই এমন শান্তি পাই না। বেঁচে থাকার জন্য মুশফিকের এই ভালোবাসাই আমার জন্য যথেষ্ট।

অপার্থিব মায়াময় রাতটি আরো গভীর হতেই অতিথিরা একে একে বিদায় নেয়। ঝর্ণার কোলাহল মুখর বাড়িটি ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসে। আমি আরো কিছুটা সময় সেই নৈঃশব্দ্যের রূপ-মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম শেষে আমন্ত্রণের জন্য ঝর্ণাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসি। ঘড়িতে তখন ঘন্টার কাঁটা ১২ টা অতিক্তম করেছে খানিক আগে। হুট করে আসা এলোমেলো বাতাসে উড়তে থাকা চুল বাঁধতে গিয়ে শুনি ফোন বাজছে। শোভনের ফোন। ষোলো ঘন্টা পর ওর মনে পড়েছে আমার কথা। হয়ত বিছানার প্রয়োজনে মনে পড়েছে। যা-ই হোক, আসছি, বলে ফোন রেখে গাড়ি স্টার্ট দিই। ঘরমুখো আমি স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখার আগে পিকচার গ্যালারি হতে মুশফিকের ছবি বের করি, ছবিটি জুম করে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখি, চোখ বুঁজে ওর বুকের গন্ধ শুঁকি, মুহূর্তেই ওর উষ্ণ আলিঙ্গন টের পাই। চোখের সামনে ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোতে স্পষ্ট যেন দেখতে পাই নীল রঙের পাঞ্জাবী পরা মেদহীন, ফর্সা, সুদর্শন চেহারার মুশফিককে। যার ঘন কালো চোখ দুটির মায়ায় ডুবে আমি সম্মুখে এগোতে থাকি।

মহুয়া পালায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজচিত্র : সেকাল ও একাল

মো. রেজাউল করিম

'মহুয়া' পালা মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম আলোচিত গীতিকাব্য। সাহিত্য সর্বদাই সমাজের ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের উপরিস্থিত ও অন্তঃস্থ আন্তঃসম্পর্কের বর্ণনাচিত্র। মৈমনসিংহ গীতিকায় কবিরা সরল লোকজ ভাষায় মানবজীবনের গান গেয়েছেন। চরিত্র চিত্রণের নৈপুণ্যে নর-নারীর প্রেম অনুভূতির স্তর অতিক্রম করে স্পষ্ট বাস্তবতায় কাহিনিসমূহ অমরত্ব লাভ করেছে। মহুয়া পালা এমনই এক আখ্যানচিত্র যে পালা বা গাথায় বৃহত্তর ময়মনসিংহর অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজচিত্র বিধৃত হলেও তা গোটা বাংলার, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজচিত্র হিসেবেই গণ্য করা যায়। মহুয়া পালায় বর্ণীত আখ্যানের সমাজচিত্র পৌনে-চারশত বছর পরেও চলমান বঙ্গীয় সমাজে অনেকাংশেই বিদ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রায় সকল কাব্যই মানব-মানবীর প্রেমাখ্যানের মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তীর্ত হয়েছে। মহুয়া পালাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পালার প্রধান দুই চরিত্র- নদের ছাঁদ ও মহুয়া সামাজিক অবস্থানের দুই মেরুতে অবস্থানকারী দুই যুবক-যুবতী। শুধু যে সামাজিক অবস্থান পৃথক তা-ই নয়, তাদের ধর্মও পৃথক। অথচ তারা একে অপরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। প্রেম, পরিবার ও সমাজসৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত, মানোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ, প্রেমের প্রতি অকুণ্ঠ প্রতিশ্রুতি ও ত্যাগ- ফলশ্রুতিতে পরিবার ও সমাজসৃষ্ট আরোপিত নিগ্রহ এবং আরোপতি নিগ্রহের বিরুদ্ধে মনোস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথের আখ্যান এই পালার উপজীব্য। পরিশেষে যার সমাপ্তি ঘটে ট্রাজিক পরিণতির মধ্য দিয়ে।

নদের চাঁদ ও মহুয়া পালার চিত্রায়ন শুরু হয় গারো পাহাড়ের ওপারে হিমানী পর্বতে- যা কিনা ছয় মাসের দূরত্ব। হিমানী পর্বতের ওপারে ঘন জঙ্গল যেখানে চন্দ্র কিংবা সূর্যের আলো পৌঁছে না- এমন ঘন জঙ্গলে বাস করে ডাকাত সর্দার হুমরা, তার বাহ্যিক পেশা সাপুড়ে তথা বেদে- ডাকাত সর্দার হুমরা 'হুমরা বাইদ্যা' নামেই পরিচিত। ষোলো বছর আগের ঘটনা- হুমরা বাইদ্যা কাঞ্চনপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মনের বাড়িতে ডাকাতিশেষে অপরুপ রূপ-মাধুর্যের অধিকারী ছয় মাসের এক কন্যাকে দেখে চুরি করে নিয়ে আসে। এই ঘটনা শুধু যে তৎকালীন সমাজচিত্র তা-ই নয়, পৌনে চারশত বছর পরেও বর্তমান বেদে জনগোষ্ঠী কতৃর্ক শিশু, বিশেষত শিশুকন্যা চুরির কথা শোনা যায়।

চুরি করে আনা শিশুকন্য মহুয়া অন্তজ বেদে সমাজে বেড়ে উঠতে থাকে আরো দশটি মেয়ের মতো। সাপের খেলা, নাটকীয় সংলাপ, নদী থেকে জল আনা, এমনকি ঘোড়ায় চড়া- সব কাজেই সে পারদশীর্ হয়ে ওঠে। ভাগ্য অন্বেষণে নদী, জলাশয়, পাহাড় অথবা গ্রামীণ লোকালয়ে মৌসুমভেদে ঘুরে বেড়ায় তারই পালক-পিতা বেদে-সমাজের দলপতির সাথে। যাযাবর শ্রেণীর বেদেসমাজ দলপতির

'বৈদেশেতে'
যেত- সেই পর্বের বর্ণনা পাওয়া যায় পালাতে এভাবে: "ঘোড়া লইল গাধা লইল, কত কইবো আর—সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড় শিকারি কুকুর লইল শিয়াল হেজে ধরে মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে।" উপরিউক্ত স্তবক থেকে জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেদে সমাজের পরিভ্রমণের চিত্র জানা যায়, যা এখনো বিরাজমান। তবে বর্ণনায় আতিশয়োক্তি রয়েছে বলে মনে হয়। একই নৌকায় কুকুর আর শেয়াল বহনের ঘটনা বর্ণনার আতিশয়োক্তি বলেই প্রতীয়মান হয়।

এই স্তবকে সনাতন বাঙালি সমাজের আতিথেয়তার প্রমাণও পুরিস্ফুট। জমিদারের নায়েব প্রথম দর্শনেই মহুয়ার প্রেমে পড়ে। মহুয়াও তার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়। সে নিজেদের আলয়ে নদেরকে নিমন্ত্রণ জানায় যা পালাতে এভাবে বর্ণীর্ত হয়েছে: "আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা-জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা-সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা- ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।" পালার এই স্তবক এদেশের সনাতন সমাজের লোকজ খাদ্য দিয়ে হাজার বছরের আতিথেয়তা প্রকাশ করে, যা আজও গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান।

তৎকালীন বেদে সমাজের নারীরা তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিষ অথবা ধারারো অস্ত্র সাথে রাখত। পালার বিভিন্ন পর্বে তার বিবরণ

পাওয়ায়। এছাড়া বিষের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্যনীয়, যা বেদে সমাজে সে-সময়ে ছিল, এখনো আছে এমন তথ্য প্রমাণিত। এই পালায় তক্ষকের বিষ অস্ত্র হিসেবে বিবৃত হয়েছে যখন মহুয়া তাকে অপহরনকারী সওদাগরের মাঝি-মাল্লাদেরকে বানিয়ে দেয়া পানের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। এখানে দুটি দৃশ্যকল্প অবলোকন করা যায়। প্রথমত, বেদে কন্যা নিজের কাছে গোপনে বিষ রাখত। দ্বিতীয়ত, তারা সেই যুগে, এমনকি বর্তমানেও কথার জাদুতে মানুষকে মোহাবিষ্ট করতে পারে। তাইতো দেখা যায়- যারা তাকে অপহরন করেছে, তার নাটকীয় কথার মাধুর্যে মোহাবিষ্ট হয়ে তারই সাজিয়ে দেয়া পান খেয়ে সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বেদে সমাজে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া মাত্রই বিশেষত নারীরা পান খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যা এখনো বিদ্যমান।

গোটা পালা নিবিড় অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এই পালার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজচিত্র, যা পৌনে চারশত বছর পরে আজও শুধু বেদে সমাজ নয় বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান। রক্ষণশীল সমাজের বেদে কন্যা মহুয়া সুন্দরী ও জমিদারের দেওয়ান সুদর্শন পুরুষ নদের চাঁদের ভালোবাসায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভিন্ন ধর্ম এবং বিবাহ তথা সম্প্রদানের ব্যাপারে অভিভাবকের সিদ্ধান্তের প্রাধান্য। সে-যুগেও অভিবাবকের সিদ্ধান্তের বাইরে যুবক-যুবতী প্রণয়াসক্ত হতো যা এই পালায় বিবৃত হয়েছে। তবে কোনো বাধাই দু'জনের মধ্যে আত্মিক দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আত্মাহুতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছে ভালোবাসা শাশ্বত। এমন চিত্র বাংলার গ্রামীণ সমাজই শুধু নয়, শহুরে সমাজেও এখন কদাচিৎ হলেও জানা যায়।

হুমরা বাইদ্যা নদের চাঁদের প্রতি তার আদরের পালিত কন্যা মহুয়ার আসক্তি টের পেয়ে যায়। এই পর্যায়ে দেখা যায়, হুমরা বাইদ্যা ভাবে- কিছুদিনের মধ্যেই দেশের বাড়ির জমিতে ফসল উঠবে; ফসল তোলার টান, বাড়ির পুকুরের মাছ ধরার মৌসুম, অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির সাথে মহুয়ার গোপন প্রণয়ের আশঙ্কা- তাকে কিছু একটা করতেই হবে। বেদে দলে মহুয়ার সখা পালঙ্ক হুমরা বাইদ্যার নিষ্ঠুরতার আশঙ্কায় মহুয়াকে পরামর্শ দেয় এক সপ্তাহ বাইরে বের না হওয়ার জন্য। ঠাকুরবাড়িতে সে পৌঁছে দেবে মহুয়ার মৃত্যুর খবর। মহুয়া রাজি হয় না, উল্টো ঠাকুরবাড়ির পানে চেয়ে চন্দ্র-সূর্য আর পালঙ্ক সখাকে সাক্ষী মেনে নদের চাঁদকে স্বামী বলে ঘোষণা করে। পালঙ্ককে বলে সে নদের চাঁদকে নিয়ে, পালিয়ে যাবে, অন্যথায় বিষপানে আত্মহত্যা করবে। হুমরা বেদে মহুয়ার অজান্তে দলবল নিয়ে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে পরামর্শ করে দলের অন্যান্যদের সাথে। হুমরা বাইদ্যা নদের চাঁদকে তক্ষকের বিষ প্রয়োগে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষার ছুরি দিয়ে নদের চাঁদ কে হত্যা করতে বললে মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা করতে বললে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। পালায় যা বলা হয়েছে: "আরে করে ঝিলিমিলি নদীর কুলে দিয়া, দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়া সুয়ার হইয়া"।

ধমীর্য় বিশ্বাস, বাদ-মতবাদ গীতিকা রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেনি। জীবন-বিরোধী সবকিছুই অস্বীকৃত হয়েছে এ কাব্যমালায়। ময়মনসিংহ গীতিকায় মূলত মুক্ত প্রেমের জয়গান বিবৃত হয়েছে। এ গীতিকার নারীরা ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করেছে কখনো বা অভিভাবকের অভিমতের বিরুদ্ধেও জীবনসাথী বেছে নেয়ার লক্ষ্যে ঝুঁকি নিয়েছে, গৃহত্যাগ করেছে। এটা কোনো কালেই অলৌকিক, অসম্ভব বা অবাস্তব ছিল না। যে কারণে বলা যায় মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীর শক্তি, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধের জয়গান বিবৃত হয়েছে।

আনাইজা বিনতে হাসেমের ১ম জন্মদিন পালন

নিউইয়র্কে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেম এবং প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়জুন্নেসা আফরিনের একমাত্র কন্যা আনাইজা বিনতে হাসেমের ১ম জন্ম দিন পালিত হয়েছে। কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় পারিবারিক উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে আন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে কেক কেটে তার জন্ম দিন পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা উপস্থিত ছিলেন। কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ও কর্ণফুলী হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেম এবং প্রতিষ্ঠান দু'টির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়জুন্নেসা আফরিনের ঘরে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারী জন্ম নেয় আনাইজা বিনতে হাসেম। কন্যা আনাইজা ছাড়াও তাদের দু'পুত্র সন্তান রয়েছে। তারা হচ্ছে সায়ান ইবনে হাসেম এবং আদিয়ান ইবনে হাসেম। আনাইজা সবার ছোট। উপস্থিত অতিথিরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান মোহাম্মদ হাসেম এবং ফয়জুন্নেসা আফরিন।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund IRS Authorized Agent

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

UP TO 10% Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
24/7 customer support
BDT
Global Travel & Tours
Login
My Trip
US-Bangla Airlines
29 Nov'23
09:40
02 h 30 m
0 stops
29 Nov'23
13:10
BOOK NOW
Tk 25937
Refundable
Details
Biman Bangladesh A
29 Nov'23
11:30
02 h 30 m
0 stops
29 Nov'23
15:00
BOOK NOW
Tk 26949
Refundable
Details
SriLankan Airlines
29 Nov'23
14:05
15 h 15 m
1 stops
30 Nov'23
06:20
BOOK NOW
Tk 27252
Refundable
Details
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

ঐ তি হ্য

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
11 January 2024, Thursday, Issue 356
১১ জানুয়ারি ২০২৪, ২৭ পৌষ ১৪৩০, ২৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

নির্বাচনে বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের আনন্দ-সমাবেশ

দ্বাদশ নির্বাচন

৮ জানুয়ারী ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এই আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি সমূহের আয়োজনে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় উপলক্ষে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আনন্দ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জানুয়ারী সোমবার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এই আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশার সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন সিলেট-১ আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, সুনামগঞ্জ-৩ আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেট-২ আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং সিলেট-৩ আসন থেকে নির্বাচিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ-এড

জননিরাপত্তা সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত: এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

দায়িত্বের প্রথম দিন থেকে অ্যাডামস্ প্রশাসন পাঁচটি বরো নিয়ে একটি নিরাপদ শহর তৈরি করতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে শহরকে টেকসই করতে এবং ৮.৩ মিলিয়ন পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য শহরটিকে বসবাসযোগ্য করতে কাজ করে যাচ্ছেন। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বিশ্বাস করেন, জননিরাপত্তা সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

এই কারণেই, যাত্রার শুরু থেকে অ্যাডামস্ প্রশাসন নিউ ইয়র্কবাসীরা যাতে শহরটিকে বসবাস করতে গিয়ে নিরাপদ বোধ করেন, তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

৮ জানুয়ারী সোমবার কমিউনিটি অপ :এড-এ মেয়র বলেন, "দুই বছর পরে, ফলাফল এসেছে। শহর জুড়ে অপরাধ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

খেজুরের গুড় কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে!

কাইয়ুম পারভেজ

শীতের সকালে খেজুরের রস, বিন্নি চাউল দিয়ে খেজুর রসের পায়েস বা খেজুরের ঝোলাগুর দিয়ে গরম গরম চিতই পিঠা—-আহা, নাম শুনলেই আমার জিবে পানি চলে আসে। খেজুরের রস এবং গুড় খুবই সুস্বাদু। শীতকালে খেজুরের রস বা গুড় দিয়ে পায়েস, বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন পিঠা, জিলাপি ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।স্বাদ আর মান ভেদে খেজুরের গুড় পাটালি গুড়, নলেন গুড়, হাজারী গুড়, ঝোলাগুড়, দানাগুড়, চিটাগুড় ইত্যাদি নামে পরিচিত। এত মজার একটি খাদ্য উপাদান যা হাজার বছর ধরে বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালির রসনায় তৃপ্তি যোগিয়েছে সেই জিনিসটাই এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। আসল খেজুরের গুড় এখন আর বাজারে পাওয়াই যায় না।খেজুরের গুড়ের অধিক চাহিদা ও উচ্চ মূল্যের কারনে অসাধু ব্যবসায়ীরা গুড়ের সাথে আখের গুড় বা চিনি মেশায়।তাই নিজে যারা গুড় বানায় তারা ছাড়া বাজার থেকে প্রকৃত খেজুরের গুড় কিনে আনা এখন আর সম্ভবই নয়।তবুও নকল হলেও খেজুরের গুড় এখনো বাজারে পাওয়া যায়।কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আর পাওয়াই যাবে না।

স্বাধীনতার পর বিগত পাঁচ দশকে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণ।তাই এই গুড়ের চাহিদাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন কি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু হচ্ছে ২৯ জানুয়ারী থেকে

ডেস্ক রিপোর্ট

মোহাম্মদ হাসেম

আগামী ২৯ জানুয়ারী সোমবার থেকে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন শুরু হচ্ছে। কোনো জরিমানা ছাড়াই ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যাবে। এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে।

নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

৩২৫ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার পুলিশের

নিউইয়র্ক

সোমবার সকাল ৯টার কিছু আগে থেকেই বিক্ষোভকারীরা ম্যানহাটনে প্রবেশের তিনটি ব্রিজের সামনে অবরোধ করে।

ডেস্ক রিপোর্ট

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে টানা প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন প্রতিদিনই সভা, সমাবেশ করছে। ৮ জানিয়ারি ব্রিজ ও ট্যানেল অবরোধ করে এমন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জন ও যান চলাচল ব্যাহত করার অভিযোগে নিউইয়র্ক পুলিশ ৩২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

৮ জানুয়ারী সোমবার কর্মদিবসে সকাল ৯টার কিছু আগে থেকেই বিক্ষোভকারীরা ম্যানহাটনে প্রবেশের তিনটি ব্রিজের সামনে অবরোধ করে। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন এবং উইলিয়ামবার্গ ব্রিজের সামনে সকাল সারে ৯টার দিকে কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। নিউজার্সিগামী হ্যলান্ড ট্যানেলও প্রতিবাদকারীদের অবরোধে বন্ধ হয়ে পড়ে। ব্রিজ ও ট্যানেল বন্ধ হয়ে পরায় সমস্ত ম্যানহাটন ও সংলগ্ন এলাকায় লোকজনকে ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাফিক জ্যামে গাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায়। একদিকে বিক্ষোভকারীদের স্লোগান এবং অপরদিকে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সড়ক চলাচলকারীদের উৎকণ্ঠায় ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুপুরের দিকে স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভকারীরা চলে গেলে ধীরে ধীরে ট্রাফিক সহজ হতে শুরু করে। সকালের ট্রাফিক জ্যামের জের হিসেবে সোমবার দিনভরই ম্যানহাটন এবং সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল বলে বাস ও গাড়ি চালকরা জানিয়েছেন।

টক অব দ্য উইকে সুবর্ণা

নাচ যেমন আমার অক্সিজেন তেমনি গবেষণার কাজও

রোকেয়া দীপা

"নাচ যেমন আমার অক্সিজেন তেমনি গবেষণার কাজও"-ক্যান্সারবিজ্ঞানী এবং নৃত্যশিল্পী সুবর্ণা আফরিন খান এমনটিই জানালেন এবারের টক শো'তে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রসার "টক অফ দ্য উইক" এ এবারের অতিথি ছিলেন সুবর্ণা আফরিন খান। পেশায় তিনি একজন ক্যানসার বিজ্ঞানী। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির নোভারটিস ফার্মাসিউটিক্যালে

'সেল এন্ড জিন' থেরাপি'র সহযোগী পরিচালক হিসাবে যুক্ত আছেন। সেই সাথে তিনি নোভার্টিস এ 'ক্রিম্যারিক এনিটিজেন রিসেপটর -টি' ক্যান্সার সেল থেরাপি উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করছেন। তিনি ঢাকা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

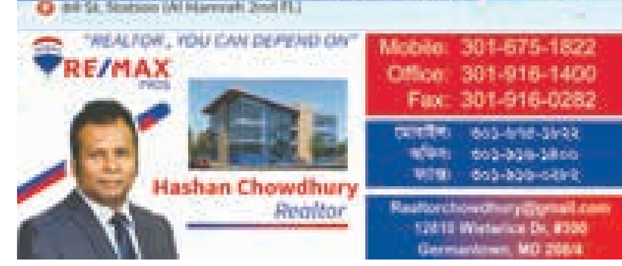

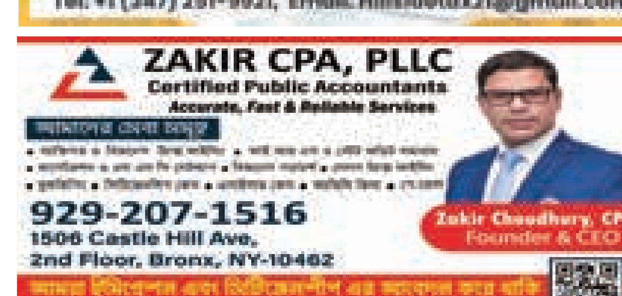

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com